হাদীস বর্ণনায় আয়েশা (রাঃ)-এর অবদান

[Ayesha (RA)'s Contribution in Narrating The Hadith]

(এম. ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

গবেষক

জাভেদ আহমাদ

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

GIFT

449218

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোহাম্মদ ইউছুফ

অধ্যাপক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dr. Mohammad Yousuf
MM. (Double). BA. (Hons). MA. (D.U.) PhD. (D.U.)
Professor
Department of Arabic
University of Dhaka
Voice : 02-9673737, 0178-08259

الدكتور محمد يوسف
الأستاذ
في القسم العربي
جامعة داكا
الهاتف : 02-9673737 جوال : 0178-082595

Ref : .....

Date : ২৯।৭।১৯

প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, এম. ফিল গবেষক জনাব জাভেদ আহমাদ-এর "হাদীস বর্ণনায় আয়েশা (রাঃ)-এর অবদান" শিরোনামে এম.ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। আমি গবেষণাকর্মটি আদ্যান্ত পড়েছি। এটি গবেষকের একটি মৌলিক রচনা। এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

449218

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
449218

২৯।৭।১৯

(ড. মোহাম্মদ ইউছুফ)
অধ্যাপক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "হাদীস বর্ণনায় আয়েশা (রাঃ)-এর অবদান" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার এ গবেষণাকর্মের পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি।

অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগে এম. ফিল ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপন করছি।

জাভেদ আহমাদ ২৩/৭/১০
(জাভেদ আহমাদ)
এম. ফিল গবেষক
(রেজি ঃ নং ৮০/২০০০-২০০১ ইং
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

449218

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে যার একান্ত মেহেরবানীতে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। দরূদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্বমানবতার মহান বন্ধু ও শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি যার আনিত আদর্শ মানুষের জন্য একমাত্র অনুসৃত মাইল ফলক। স্মরণ করছি সে সকল মহামানবকে যাঁরা সভ্যতার শুরু হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য বুকের তপ্ত লহু ঢেলে দিয়ে স্মরণীয় হয়েছেন। আমার দীর্ঘ দিনের ইচ্ছা ছিল মুসলিম নারী সমাজের প্রতি রাসূল (সঃ)-এর জীবনের বাস্তব নমূনা, তাঁরই প্রিয় সহধর্মিনী ও নারীজাতির ভূষণ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর জীবন চরিত বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের নিকট উপস্থাপন করার। এ বিষয়ে স্টাডি করে "হাদীস বর্ণনায় আয়েশা (রাঃ)-এর অবদান" এ শিরোনামে গবেষণার কাজ শুরু করি।

গবেষণার অভিসন্দর্ভ রচনায় যাঁরা আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে আমার গবেষণা কর্মের প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক যাঁর অধীনে আমি সর্ব প্রথম গবেষণার কাজ আরম্ভ করি তিনি হলেন মরহুম অধ্যাপক আ. ন. ম আবদুল মান্নান খান। যাঁর দিক নির্দেশনায় এটি প্রায় সম্পন্ন করতে পেরেছি। কিন্তু এটি জমা দেয়ার পূর্বেই তিনি পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে বেহেশত নসীব করুন। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. ইউছুফ স্যারকে, যিনি বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং গবেষণার শেষ মুহূর্তের কাজগুলো গুছিয়ে নিতে সার্বিক ভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁর এই আন্তরিক সহানুভূতির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কৃতজ্ঞতা জানাই বর্তমানে আরবী বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে নিয়োজিত অধ্যাপক ড.এ.বি.এম সিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যারকে যিনি আমাকে শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক মরহুম আ. ন. ম আব্দুল মান্নান খান এর হাতের বরকতময় ছোঁয়ার অভিমসন্দর্ভটি দেরী না করে দ্রুত জমাদানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। সেই সাথে ধন্যবাদ জানাই আরবী বিভাগের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে গবেষণা রচনায় আমাকে সহায়তা করেছেন।

আরো ধন্যবাদ জানাই আমার চলার সাথী ও দীর্ঘ দিনের সুসম্পর্কের বাঁধন ভাই মোঃ মনিরুজ্জামনকে যিনি আমাকে কথায় কাজে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছেন। স্নেহ ও ভালবাসার আঙ্গিকে স্মরণ করছি আমার মেয়ে ফারিহা, ছেলে ফারাহাত ও স্ত্রী হাফেজা শামছুন্নাহারকে যারা আমাকে বাসায় বসে নিরিবিলি কাজ করার সুযোগ দিয়েছে।

আমার গবেষণা কর্মে সার্বিকভাবে সহায়তা করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার ও আল আরাফাহ লাইব্রেরীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সর্বপরি এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যারা অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকেই জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পরিশেষে আমার সকল সীমাবদ্ধতার জন্য ক্ষমা চেয়ে গবেষণা কর্মটি কবুলিয়াতের প্রার্থনা জানিয়ে শেষ করছি।

গবেষক ২৫/৭/১০

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত বিবরণী

অনু.	অনুবাদ
আ.	আলাইহিস-সালাম
ই. ফা. বা.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ইং	ইংরেজী
খৃ.	খৃষ্টাব্দ
খৃ.	পৃ. খৃষ্টপূর্ব
ড.	ডক্টর
তা. বি	তারিখ বিহীন
দ্র.	দ্রষ্টব্য
পৃ.	পৃষ্টব্য
র.	রহমাতুল্লহি আলাইহি
রাঃ	রাদিয়াল্লাহ 'আনহু/'আনহা/'আনহুমা/'আনহুম/'আনহুন্না
মাও.	মাওলানা
মু.	মুহাম্মদ
স.	সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম
সম্পা.	সম্পাদনা/সম্পাদক
সংস্ক.	সংস্করণ
হি.	হিজরী
Adi.	Addition
art.	Article
Ed.	Edited by
pP.	Page
Trs.	Translation
Vol.	Voluam

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

(আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

ا - অ	ط - ত্ব	..... اِ	يا - ইয়া
ب - ব	ظ - য	.... ـِ	ى - য়ি
ت - ত	ع -	اَ ..... া	يى - য়ী
ث - ছ	غ - গ	وُ ..... ـُ	ى - ইয়্যু
ج - জ	ف - ফ	يْ ..... ী	يو - ইউ
ح - হ	ق - ক্ব	اَ .... আ	ع - অ
خ - খ	ك - ক	ا - আ	عا - আ
د - দ	ل - ল	اِىْ - ঈ	ع - ই
ذ - জ	م - ম	اُ - উ	عى - ঈ
ر - র	ن - ন	اُى - উ	ع - ই
ز - য/জ	و - ও	وَ - ওয়া	عو - উ
س - স	ه - হ	وِىْ - বী, ভী	
ش - শ	ء - ,	وُ - উ	
ص - স	ى - য়	وُوْ - উ	
ض - দ/দ্ব	... . া	ىَ - ইয়া	

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা নং

প্রত্যয়নপত্র I
ঘোষণাপত্র II
কৃতজ্ঞতা স্বীকার III
সংকেত বিবরণী IV
প্রতিবর্ণায়ন V
সূচীপত্র VI
ভূমিকা VII

প্রথম অধ্যায় ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর জীবনচিত্র ১৩-৩৯

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ১৩

❑ নাম ও বংশ পরিচয়। ১১৩
❑ জন্ম ও সময়কাল। ১৫
❑ দুগ্ধপান ও বাল্যকাল। ১৫
❑ ইসলাম গ্রহণ। ১৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ২০

❑ প্রাথমিক শিক্ষার্জন। ২০
❑ স্মৃতিশক্তি। ২১
❑ রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে বিবাহবন্ধন। ২১
❑ দেন মহর। ২৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ২৪

❑ বিবাহের সময়কাল। ২৪
❑ বিয়ের বরকতময় ফলাফল। ২৭
❑ মদীনায় হিজরত। ২৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ৩৩

❑ স্বামীর সংসারে হযরত আয়েশা (রাঃ)। ৩৩
❑ আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। ৩৭
❑ শিক্ষা জীবন। ৩৮

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ আয়েশা (রাঃ) এর জীবনের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ৪১-৬৭

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ৪১

❑ ইফক বা মিথ্যা অপবাদ আরোপের ঘটনা। ৪১
❑ তায়াম্মুমের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা। ৪৪
❑ তাহরীম। ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ৫০
❑ ঈলা। ৫০
❑ তাখয়ীর। ৫২
❑ স্বামীর আনুগত্য। ৫৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ৫৪
❑ অপরাপর স্ত্রীদের সাথে সুসম্পর্ক। ৫৪
❑ অপরাপর স্ত্রীদের-সন্তানদের সাথে সদ্ব্যবহার। ৬০
❑ রাসূল (স.)-এর ওফাত ও আয়েশা (রাঃ)-এর বৈধব্য। ৬১

তৃতীয় অধ্যায় ঃ হাদীস শাস্ত্রে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কৃতিত্ব ৬৯-৯৭
প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ৬৯
❑ হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে আয়েশা (রাঃ)। ৬৯
❑ আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি। ৭০
❑ আয়েশা (রাঃ)-এর শিক্ষকবৃন্দ। ৭৫
❑ আয়েশা (রাঃ)-এর ছাত্রবৃন্দ। ৭৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ৮৩
❑ আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীস শিক্ষাদান পদ্ধতি। ৮৩
❑ আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীস বর্ণনার মূলনীতি। ৮৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ অন্যান্য বিষয়ে আয়েশা (রাঃ) ঃ ৮৮
❑ তাফসীর বিষয়ে আয়েশা (রাঃ)-এর অবদান। ৮৮
❑ ফিকাহ বিষয়ে আয়েশা (রাঃ)-এর অবদান। ৯০
❑ আরবী সাহিত্যে আয়েশা (রাঃ)-এর অবদান। ৯১
❑ পত্র সাহিত্যে আয়েশা (রাঃ)। ৯২
❑ কাব্য সাহিত্যে আয়েশা (রাঃ)-এর অবদান। ৯৩
চতুর্থ অধ্যায় ঃ খুলাফায়ে রাশেদার সোনালী যুগে হযরত আয়েশা (রাঃ) ঃ.. ৯৯-১১০
প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ৯৯
❑ প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরের (রাঃ) যুগে। ৯৯
❑ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পিতৃ বিয়োগ। ১০১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ১০৩
❑ দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ)-এর যুগে। ১০৩
❑ তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রাঃ)-এর যুগে। ১০৫
❑ চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ)-এর যুগে। ১০৯
পঞ্চম অধ্যায় ঃ ১১২-২০৬
বিভিন্ন বিষয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের বিন্যাস ও সংকলন। ১১২
উপসংহার ঃ ২০৮
গ্রন্থপঞ্জী ঃ ২১০

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য নিবেদিত, দরূদ ও সালাম বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি। উপস্থিাপিত অভিসন্দর্ভের শিরোনাম "হাদীস বর্ণনায় আয়েশা (রাঃ)-এর অবদান" এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, কারণ রাসূল (স.)-এর জীবন সঙ্গী উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন তাঁর একমাত্র কুমারী স্ত্রী। রাসূল (স.)-এর মাদানী জীবন থেকে আরম্ভ করে ওফাত পর্যন্ত তিনি তাঁর সাথে কাটিয়েছেন। ইসলামের বহু বিধান প্রবর্তনের পেছনে এ মহিয়শী নারী জড়িত। তিনি অনন্য মেধা আর অসামান্য প্রতিভার ফলে রাসূল (স.)-এর স্ত্রীবর্গের মাঝে অতি ভালবাসার পাত্রী হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। রাসূল (স.)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর দাম্পত্য জীবন ছিল মাত্র নয় বছর। অথচ তা ছিল সীমাহীন ভালবাসা, পরস্পারিক সহমর্মিতা, অসীম প্রেম ও নিষ্ঠায় ভরপুর। কুমারী হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে একমাত্র হযরত আয়েশা (রাঃ) নবুওয়াতের ফয়েয ও বারাকাত লাভে ধন্য হন। বাল্য ও কৈশোর শিক্ষা লাভের সুবর্ণসময়। সৌভাগ্যক্রমে এ বয়সে তার পুরোটা সময় কেটেছে নবী (স.)-এর একান্ত সান্নিধ্যে। তিনি যে উচ্চশিক্ষা ও অগাধ জ্ঞান লাভ করতে সামর্থ হয়েছিলেন তা দেখে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, তিনি নয় বছর বয়সে স্বামীগৃহে প্রেরিত হননি; বরং ভর্তি হয়েছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আর আঠারো বছর বয়সে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নিকট হতে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয় হতে বের হয়েছিলেন, তিনি এমন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেন যা সারা বিশ্বের নারী সমাজের জন্য উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হয়। আর তা কেনই বা হবে না কারণ তিনিই সবচেয়ে অধিকাল রাসূল (স.)-এর সহচর্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন।

প্রখর স্মৃতিশক্তির অনন্য মেধা মননের সাথে সাথে তাঁর বয়সও ছিল শিক্ষা লাভের সম্পূর্ণ উপযোগী। মসজিদে নববীর হাদীস শিক্ষা কার্যক্রম ও মহিলাদের জন্য নির্ধারিত শিক্ষা বৈঠকে উপস্থিতি, বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা অন্যের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবনের সার্বিক কর্মকাণ্ড থেকে তিনি হাদীস শিক্ষা লাভ করেন।

হাদীস বর্ণনা ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্ব চিরস্বরণীয়। তিনি অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাতজন সাহাবীদের অন্যতমা। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা দু'হাজার দু'শ দশটি। পাশা পাশি তাফসীর, ফিকাহ, সাহিত্য, কাব্য চিকিৎসা ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ও তিনি গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বাক্ষর রেখেছেন। মুসলিম মিল্লাত তাঁর এ অনবদ্য অবদানকে চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্বরণ রাখবে।

বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক। বিশ্ব মুসলিম ও বিশ্ব নারী সমাজ উপস্থাপিত বিষয় থেকে যত কিঞ্চিত ধারণা পেলেও আমার শ্রম স্বার্থক হবে বলে মনে করব।

সম্পূর্ণ গবেষণা কর্মটিকে আমি একটি ভূমিকা, পাঁচটি অধ্যায় ও একটি উপসংহারের মাধ্যমে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

এ অধ্যায়ের মূল শিরোনাম হচ্ছে "হযরত আয়েশা (রাঃ)এর জীবনচিত্র"। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর জীবনচিত্র উপস্থাপন করতে গিয়ে ৪টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ এ পরিচ্ছেদে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নাম ও বংশ পরিচয়ের তালিকা, তাঁর জন্ম ও সময়কাল, দুগ্ধপান ও বাল্যকাল এবং ইসলাম গ্রহণের বিবরণ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ এ পরিচ্ছেদে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রাথমিক শিক্ষার্জন, তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তি, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধন এবং বিবাহে দেনমহর এর আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ এ অংশে তুলে ধরা হয়েছে রাসূল (স.)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিবাহের সময়কাল, বিয়ের বরকতময় ফলাফল এবং স্বপরিবারে মদীনায় হিজরতের বিবরণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ এ পরিচ্ছেদে স্থান পেয়েছে স্বামীর সংসারে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পদার্পন, আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর অকৃত্রিম ভালবাসার চিত্র এবং আয়েশা (রাঃ)-এর শিক্ষা জীবনের একটি প্রতিবেদন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এ অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে, "আয়েশা (রাঃ)-এর জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি"। এ অধ্যায়ে তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ এ পরিচ্ছেদ হযরত আয়েশা এর প্রতি মুনাফিকদের ইকক বা মিথ্যা অপবাদ আরোপের ঘটনা, তাকে কেন্দ্র করে পানিবিহীন এলাকায় তায়াম্মুমের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা এবং স্ত্রীবর্গের মাঝে পরস্পর অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য তাহরীমের ঘটনা বিধৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ এ অংশে রাসূল (স.)-এর অপরাপর স্ত্রীদের ঈলার ঘটনা, দুনিয়ার চাকচিক্য গ্রহণের পরিবর্তে আখেরাতকে প্রাধান্য দেয়া সংক্রান্ত তাখয়ীর এর ঘটনা এবং পরিশেষে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর স্বামীর প্রতি আনুগত্যের একটি চমৎকার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ রাসূল (স.)-এর অপরাপর স্ত্রীদের সাথে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সুসম্পর্ক, তাদের সন্তানদের সাথে সদ্ব্যবহার এবং রাসূল (স.) এর ওফাত ও আয়েশা (রাঃ)-এর বৈধব্যের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

এ অধ্যায়ের শিরোনাম "হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে আয়েশা (রাঃ)-এর কৃতিত্ব"। এ অধ্যায়কে তিনটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ এ অংশে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি তার শিক্ষকবৃন্দ এবং ছাত্রবৃন্দের নাম ও তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীস শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং হাদীস বর্ণনার মূলনীতি তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ অন্যান্য বিষয় আয়েশা (রাঃ)-এর কৃতিত্ব, যেমন তাফসীর, ফিকহ, আরবী গদ্য সাহিত্য, পত্র সাহিত্য ও কাব্য সাহিত্যে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অবদান তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

এ অধ্যায়ের শিরোনাম হলো "খুলাফায়ে রাশেদার সোনালী যুগে আয়েশা (রাঃ)" এর অধীনে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ এ পরিচ্ছেদে খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর যুগে হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং তাঁর পিতৃবিয়োগ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ এ অংশে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ), তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) এবং চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ)-এর যুগে হযরত আয়েশা (রা)।

পঞ্চম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের বিন্যাস ও সংকলনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

পরিশেষে একটি উপসংহারের মধ্য দিয়ে এ গবেষণা কর্মের সারবস্তু তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এভাবে গবেষণাকর্মটি বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করে হাদীস বর্ণনায় আয়েশা (রাঃ)-এর অবদানের প্রসঙ্গ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি এবং সর্বশেষে অভিসন্দর্ভ রচনায় সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীর একটি বিবরণ বর্ণমালার ধারাবাহিকতায় প্রদান করা হয়েছে।

আশা করা যায় গবেষণা কর্মটি বিশ্বমুসলিম বাংলাভাষা ভাষীদের জন্য বিশেষ করে নারী সমাজের জন্য এবং মাদরাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের জন্য উপকারী ও প্রয়োজনীয় তথ্য সম্ভার হিসেবে বিবেচিত হবে।

মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করেন (আমিন)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর জীবনচিত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ নাম ও বংশ পরিচয়।
- ❑ জন্ম ও সময়কাল।
- ❑ দুগ্ধপান ও বাল্যকাল।
- ❑ ইসলাম গ্রহণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ প্রাথমিক শিক্ষার্জন।
- ❑ স্মৃতিশক্তি।
- ❑ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে বিবাহবন্ধন।
- ❑ দেন মহর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ বিবাহের সময়কাল।
- ❑ বিয়ের বরকতময় ফলাফল।
- ❑ হিজরত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ স্বামীর সংসারে হযরত আয়েশা (রাঃ)।
- ❑ আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা।
- ❑ শিক্ষা জীবন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আয়েশা (রাঃ)-এর জীবন চিত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম ও বংশ পরিচয় ঃ নাম আয়েশা। পিতাঃ আবূ বকর সিদ্দীক ইবন আবু কুহাফা ইবন আমির ইবন আমর ইবন কা'ব ইবন সা'দ ইবন তাইম ইবন মুররাহ ইবন কা'ব ইবন লুয়াঈ। মাতা উম্মু রূমান বিন্ত উমায়র ইবন আমির ইবন দাহমান ইবনুল হারিস ইবন গানাম ইবন মালিক ইবন কিনানা।[১] রাসূলুল্লাহ (স.) ও আয়েশা (রাঃ) এর বংশ পরম্পরা পিতৃকুলের দিক দিয়ে ঊর্ধ্বতন ৭ম বা ৮ম পুরুষ এবং মাতৃধারা একাদশ ও দ্বাদশ পুরুষে গিয়ে একই ধারায় মিলিত হয়েছে।[২]

উপাধিসমূহ ঃ আয়েশা (রাঃ)-এর উপাধী ছিল উম্মুল মুমিনীন, সিদ্দীকা এবং হুমায়রা। তিনি খুব ফর্সা ছিলেন বিধায় তাঁকে 'হুমায়রা' বলা হতো।[৩]

চতুর্থ হিজরীর ১৭ রজব বিকাল বেলা হযরত বাসূলুল্লাহ (স.) ও হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বগৃহে একসাথে বসে কথা বলছিলেন এমন সময় বেদুঈন সর্দার সাহাবী হযরত দিহইয়া কালবী (রাঃ) তাশরীফ আনলেন। বেদুইন মুসলমানরা তখনো ইসলামী আদব -কায়দা এবং হযরত রাসূল (স.) প্রকৃত সম্মান মর্যাদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হননি। হযরত দিহইয়া (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সামনে বসে তাঁদের আলাপ - আলোচনা শুনছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলে ফেললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ওফাতের পর হুমায়রা বিধবা হবেন, আমি তাঁর এ বৈধব্য সহ্য করতে পারবনা। তাই আমি তাকে বিয়ে করব। হযরত দিহইয়া (রাঃ) এটা জানতেন না যে, হযরত বাসূলুল্লাহ (স.) সমগ্র সুসলিম জাতির জন্য পিতৃতুল্য আর তাঁর সহধর্মিনীগণ মাতৃতুল্য। অজ্ঞতার কারণেই তিনি এধরনের কথা উচ্চারণ করে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তার কথার প্রতি বিশেষ কোন গুরুত্বই দিলেন না। এ প্রেক্ষিতেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো–

النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم

মুমিনদের নিকট নবী তাদের জীবন অপেক্ষাও অধিক শ্রেষ্ঠ এবং নবী বিবিগণ তাদের মা।[৪]

আরো ইরশাদ হলো,

وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا ازواجه من بعده ابدا إن ذالك كان عند الله عظيما ـ

---

১. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, (বৈরূত ঃ দারুল ফিকর, তা. বি), ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৮; ইবন হাজার (র.) উম্মু রূমান (রাঃ) এর নসব নামা এভাবে উল্লেখ করেছেন। উম্মু রূমান বিনত আমির ইবন উমায়র ইবন আবদ শামস ইবন ইতাব ইবন আযীনা ইবন সাবী ইবন দাহমান ইবন কিনান। ইবন হাজার আসকালানী, আত-তাহযীবুত তাহযীব, (বৈরূত ঃ দারুল ফিকর, ১৪০৪), ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৬২-৪৬২।

২. ইবনুল আসীর, উসুদুল গাবা ফী মা'আরিফাতিস সাহাবা, (বৈরূত ঃ দারুল ইয়াহইয়া আত-তুরাসিল আরাবী, তা. বি), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৮৩।

৩. আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ, আস-সিদ্দীকা বিনত আস-সিদ্দীক, (কায়রো ঃ নাহযা মিসর, ১৯৯৬), পৃ. ৩২।

৪. সূরা আহযাব ঃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের কারো পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার রাসূলকে কষ্ট দেয়া সংগত নয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীদেরকে বিয়ে করা কখনো তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ।[৫]

এই ঘটনার পর থেকে নবীর সকল বিবিগণই উম্মাহাতুল মুমিনীন তথা মুমিনদের মা উপাধিতে ভূষিত হলেন। সুতরাং সে অনুসারে হযরত আয়েশা (রাঃ) ও উম্মুল মুমিনীন উপাধিতে আখ্যায়িত হলেন।

ইফকের ঘটনায় মুনাফিকদের মিথ্যা রটনা, নিন্দা বিরূপ সমালোচনা শুনে দুঃখে ক্ষোভে অন্তর জালায় তিনি মৃত প্রায় হয়ে পড়লেন। গুরুতর জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। সব জানার পর রাসূল (স.) তাকে বললেন, আয়েশা তুমি সত্য কথা বলো, তুমি বাস্তবিকই কোন অপরাধ করে থাকলে সত্য বললে আল্লাহ তাআলা তোমাকে ক্ষমা করবেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) উত্তর দিলেন, অন্তর্যামী আল্লাহ পাকই আমার সাক্ষী। আমি হযরত ইয়াকূব (আ.) এর মত সবরে জামীল ধারণ করব। আল্লাহ তা'আলাই আমাকে নির্দোষ সতী, পবিত্রা প্রমাণ করবেন। অবশেষে হযরত জিব্রাইল (আ.) তাঁর সতীত্ব, পবিত্রতা, নির্দোষ প্রমাণস্বরূপ সূরা নূরের আয়াতসমূহ নিয়ে অবতীর্ণ হলেন। এই ঘটনায় হযরত আয়েশার সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর থেকেই তিনি সিদ্দীকা সত্য বাদীনি উপাধিতে ভূষিত হলেন।[৬]

কুনিয়াত ঃ তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম ছিল উম্মু আবদুল্লাহ। তৎকালীন আরবে কুনিয়াত ছিল আভিজাত্য ও মর্যাদার প্রতীক। সন্তানের নামের পূর্বে উম্মুন (ام) বা আবুন (اب) শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমেই কুনিয়াত বা উপনাম হয়ে থাকে। আয়েশা (রা). নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি রাসূল (সা) কে বললেন ঃ আপনার অন্যান্য স্ত্রীগণ তাঁদের পূর্ব স্বামীর সন্তানদের নামে কুনিয়াত ধারণ করেছেন, আমি কার নামে কুনিয়াত ধারণ করবো? তিনি বললেন ঃ তোমার বোনের পুত্র আবদুল্লাহ[৭] এর নামে। সেদিন থেকেই তিনি উম্মু আবদুল্লাহ উপনামে ভূষিতা হন।[৮]

অন্য বর্ণনা মতে, আয়েশা (রাঃ) এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন, যার নাম রাখা হয় আবদুল্লাহ। শিশু কালেই এ সন্তান মারা যায়। তাঁর নাম অনুসারেই তিনি উম্মু আবদুল্লাহ কুনিয়াত ধারণ করেন।[৯] ইবন হাজার (র.) এ বর্ণনা সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন।[১০] তাছাড়া বিভিন্ন হাদীসের ভাষ্য মতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।[১১] আমাদের মতে ইহাই সঠিক।

---

৫. সূরা আহযাব : ৫৩।

৬. মাওঃ নুরুর রাহমান, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ), (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৭), পৃ. ৩।

৭. এই আব্দুল্লাহ হলেন তাঁর বোন আসমা বিনত আবী বকর (রাঃ) এর পুত্র। যিনি আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র নামে খ্যাত। মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১ম প্রকাশ, ১৪২০/১৯৯৯), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৩।

৮. ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকাঃ ই. ফা. বা, ১৪০৬/১৯৮৬), ১ম খণ্ড, পৃ. ৭।

৯. ড. মো : শফিকুল ইসলাম, হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান, (ঢাকা ঃ ই. ফা. বা, ১৪১১/২০০৫), পৃ. ২২১।

১০. ইবন হাজার আসকালানী, আল-ইসাবা, ফী তামীযিস সাহাবা, (বৈরূত ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তা. বি), ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৪০।

১১. আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদ আহমদ, (বৈরূত ঃ দারুল ফিকর, ২য় সং, ১৩৯৮/১৯৭৮), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

উম্মু রুমান (আয়েশা রা. এর মা)- এর প্রথম বিয়ে হয় আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবন সাখীরা এর সাথে। ইসলাম পূর্বযুগে তিনি তাঁর স্বামীর সাথে মক্কায় আসেন এবং আবূ বকর (রাঃ) এর সাথে মিত্রতা স্থাপন করে সেখানে বসবাস শুরু করেন। তুফায়ল নামে তাদের এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। অতঃপর আবদুল্লাহ মারা গেলে আবূ বকর (রাঃ) তাঁকে বিবাহ করেন।[১২] তিনি অত্যন্ত পবিত্রা রমনী ছিলেন। মদীনায় হিজরতসহ ইসলামের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। নবী (স.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন- "من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان"

কেউ যদি ডাগর চোখ বিশিষ্টা কোন মহিলাকে দেখতে চায় সে যেন উম্মু রুমানকে দেখে নেয়।[১৩] তিনি রাসূলের জীবদ্দশায় ৫ম বা ৬ষ্ঠ হিজরীতে[১৪] মতান্তরে উসমান (রাঃ) এর খিলাফত কালে (৬৪৪-৬৫৬ খৃ.) ইন্তিকাল করেন। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত বলে মনে হয়। কারণ ইফক এর ঘটনার (৬ষ্ঠ হি.) সময় তাঁর মা জীবিত ছিলেন বলে বিভিন্ন হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৫]

আয়েশা (রাঃ) এর জন্ম ও সময়কাল ঃ আয়েশা (রাঃ) আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর ঔরসে উম্মু রুমান (রাঃ) এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সঠিক সময়কাল সম্পর্কে ইতিহাসের সুস্পষ্ট বর্ণনা বিরল। এ কারণেই তাঁর জন্ম সাল নিয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। সাইয়্যিদ সুলায়মান নাদভী বলেন ঃ ঐতিহাসিক ইবন সা'দ লিখেছেন এবং কোন কোন সীরাত বিশেষজ্ঞ তাঁকে অনুসরণ করে বলেছেন ঃ নবুওয়াতের চতুর্থ বছরের শুরুতে আয়েশা (রা) জন্মগ্রহণ করেন এবং দশম বছরে ছয় বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়।[১৬] এ অভিমতটি বিশুদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয় না। কেননা তাঁর এ জন্ম সন সঠিক ধরে নিলে, দশম বছরে তাঁর বয়স হয় সাত বছর। অথচ তাঁর সম্পর্কে স্পষ্ট অভিমত হলো ঃ হিজরতের তিন বছর পূর্বে ছয় বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে নয় বছর বয়সে তিনি স্বামী গৃহে গমন করেন এবং এগারো হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসে আঠারো বছর বয়সে তিনি বিধবা হন।[১৭] এই হিসেবে তাঁর জন্মের সঠিক সময়কাল হবে নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের শেষের দিকে। অবশ্য ইবন হাজার আল-ইসাবায় নবুওয়াতের পঞ্চম সনের কথাও উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ হিজরত পূর্ব নবম সনের শাওয়াল মাসে/ জুলাই ৬১৪ খৃ. তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[১৮]

দুগ্ধপান ও বাল্যকাল ঃ আরবের প্রথা ছিল সম্ভ্রান্ত, কুলীন মহিলারা নিজেদের শিশু সন্তানদের কে স্তন্যদান করাতেন না। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ধাত্রী নিযুক্ত করে তাদের দুধপান করাতেন, চিরায়ত সেই প্রথানুসারেই হযরত ওয়ায়েলের স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ) কে দুধপান করিয়েছিলেন। এই সুবাদেই হযরত ওয়ায়েলের গোটা পরিবারই হযরত আয়েশা (রাঃ) অত্যাধিক স্নেহ, সোহাগ করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তার রাজায়ী-দুধ-পিতা- হযরত ওয়ায়েল কে

---

১২. আবুল হাসান আল বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ, (মিসর : দারুল মা 'আরিফা, তা. বি), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪, ২৪০।

১৩. আল-ইসাবা, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩২।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২-৩৩।

১৫. সাইয়্যিদ সুলায়মান নদভী, সীরাতে আয়েশা, (লাহোর ঃ মাকতাবা মাদানীয়্যা, তা. বি), পৃ. ২০।

১৬. আত-তাবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৮; সীরাতে আয়েশা প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

১৭. আল-ইসাবা, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৩৯; সীরাতে আয়েশা, পৃ. ২১।

১৮. হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান, পৃ. ২২২।

Dhaka University Institutional Repository

অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিনই হযরত ওয়াইল, তাঁর ভাই, ও তাঁর পুত্র, কন্যা, বোন তার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) র রাজায়ী দুধপান সুবাদে চাচা হযরত আফলাহ তাঁর সাথে দেখা করতে আসতেন। তিরমিযী শরীফের একটি বর্ণনায় রয়েছে।

عن عائشه رضى الله عنها قالت جاء عمى من الرضاعة يستأذن على فابيت أن اذن له حتى استامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه عمك فليلج عليك قالت انما ارضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل قال فانه عمك فليلج عليك -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দুগ্ধ সম্পর্কীয় চাচা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করে তাকে আমার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালাম। অনন্তর রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তিনি তো তোমার চাচা। সুতরাং তিনি তোমার সাথে সাক্ষাত করতে পারেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, আমাকে তো একজন মহিলাই দুধপান করিয়েছেন। পুরুষ তো আর আমাকে দুধপান করায়নি। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তিনি তো তোমার চাচা। সুতারাং তিনি তোমার সাথে সাক্ষাত করতেই পারেন।[১৯]

তার দুধভায়েরাও মাঝে মাঝে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আসতেন অসাধারণ ব্যক্তিবর্গের বাল্য জীবনের কার্য-কলাপ, গতিবিধি থেকেই তাদের অসাধারণত্বের প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া যায়। হযরত আয়েশা (রাঃ) -এর জীবনেও তার ব্যতিক্রম ছিলনা। শৈশব হতেই তার প্রতিটি কার্য-কলাপ ও গতিবিধি থেকে সৌভাগ্য ও উচ্চ মর্যাদার লক্ষণসমূহ স্পষ্ট প্রতীয়মাণ হতো। তদুপরি প্রতিটি শিশুরই যেমন খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ থাকে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ও ঠিক তদ্রুপ খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ ছিল। সমবয়সী প্রতিবেশী মেয়েরা তাঁর কাছে আসতো, তিনি তাদের সাথে খেলতেন। শিশু সুলভ চঞ্চলতা এবং খেলাধুলার ভিতরও তিনি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আদর সম্মান মর্যাদার প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখতেন। কখনো কখনো তিনি নিজ সাথীদের সাথে খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকতেন আর এমতাবস্থায় হঠাৎ হযরত রাসূল (স.) ঘরে তাশরিফ আনতেন। তখন তিনি পুতুলগুলো লুকিয়ে ফেলতেন। আর তাঁর সখিরা রাসূল (স.) কে দেখে পালিয়ে যেত। কিন্তু রাসূল (স.) যেহেতু শিশুদের কে স্নেত করতেন, আদর করতেন, খেলাধুলা করার সুযোগ দিতেন তাই তিনি তাদেরকে খুজে বের করে হয়রত আয়েশার সাথে খেলতে দিতেন। এ প্রসঙ্গে সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে –

عن عائشة رضى قالت كنت العب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لى صواحب يلعبن معى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلى فيلعبن معى -

১৯. ইমাম আবু ঈসা আত্তিরমিযী , জামি আত তিরমিযী, (দিল্লী ঃ আসাহহুল মাতাবি, তা. বি), ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৮।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আমি আমার মহিলা সাথীদের নিয়ে রাসূলের সম্মুখে খেলা করতাম। যখন রাসূল ঘরে প্রবেশ করতেন তারা পালিয়ে যেত। অতঃপর রাসূল তাদের খুঁজে বের করতেন অতঃপর তারা আমার সাথে খেলা করত।[২০]

আবু দাউদ শরীফে রয়েছে–

عن عائشه رضى قالت كنت ألعب بالبنات فربما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندى الجوارى فاذا دخل خرجن وإذا خرج دخلن ـ

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাপড়ের তৈরি মেয়ে পুতুল নিয়ে খেলতাম। অধিকাংশ সময়ই হযরত রাসূল (সা) আমার নিকট এমন সময় আসতেন যখন অন্যান্য বালিকারা আমার নিকট উপস্থিত থাকত। তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তারা চলে যেত। তিনি যখন বেরিয়ে যেতেন তখন তারা আবার আসত।[২১]

পুতুল খেলা ও দোলনায় দোল খাওয়া এই দুটি খেলা হযরত আয়েশার (রাঃ) সর্বাধিক প্রিয় ছিল। একদিন হযরত আয়েশা (রাঃ) পুতুল খেলছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (স.) এসে পড়লেন। পুতুল গুলোর মধ্যে দুই ডানা ওয়ালা একটি ঘোড়াও ছিল। রাসূল (স.) সেটির দিকে ইঙ্গিত করে প্রশ্ন করলেন আয়েশা কী এটি ? হযরত আয়েশা (রাঃ) উত্তর দিলেন, ঘোড়া। বাসূল (স.) বললেন, ঘোড়ার তো আর কোন ডানা হয়না। হযরত আয়েশা বলে উঠলেন, আপনি কি শুনেননি যে, হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের ঘোড়াগুলোর ডানা ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) র এমন উপস্থিত জবাবে হযরত বাসূল (স.) হেসে ফেললেন। হাঁসিতে তাঁর দাঁত দেখা গেল। ঘটনাটি আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় এভাবে রয়েছে–

عن عائشه رضى قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك اوخيبر وفى سهوتها ستر فهبت الريح فكشفت ناحيه الستر عن بنات لعائشة لنعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتى ورأى بينهن فرسا له جناجان من رقاع فقال ماهذا الذى ارى وسطهن قالت فرس قال وما هذا الذى عليه قلت جناحان قال فرس له جناحان قالت اما سمعت ان لسليمان خيلا له اجنحة قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه ـ

এই ঘটনা থেকে হযরত আয়েশা (রা) উপস্থিত বুদ্ধি, তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও প্রখর মেধার প্রমাণ পাওয়া যায়।[২২]

২০. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, (ঢাকা ঃ রশীদিয়া লাইব্রেরী, তা. বি), ২য় খন্ড, পৃ. ৯০৫।
২১. আবূ দাউদ সিজিস্তানী, সুনান আবু দাউদ , (কলিকাতা ঃ দারুল ইশাআতিল ইসলামিয়া, তা. বি), ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭৫।
২২. সুনান আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রাঃ) বালিকাদের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতাও দিতেন এবং এই দৌড় প্রতিযোগিতায় সব সময়ই তিনি সঙ্গীদের উপর জয়লাভ করতেন। সঙ্গীদের কে পরাজিত করে কখনো তিনি আনন্দে হাঁসতেন না, তাদেরকে হেয় করতেন না। বরং পরাজিত সঙ্গীদের সাথে আলিঙ্গন করে তাদের পরাজয়ের গ্লানি দূর করতে সচেষ্ট হতেন। হযরত আয়েশা (রা)-এর খেলার সাথী হযরত আসমা বিন্‌ত ইয়াযীদ বলেন, খেলা শেষে হযরত আয়েশা (রাঃ) পরাজিতা সঙ্গিনীদেরকে মায়ের কাছে টেনে নিয়ে বলতেন, মা এরা বড় ভগ্ন হৃদয় হয়ে পড়েছে। এদেরকে কিছু খেতে দিন। শৈশবেই মেয়ের এমন মহানুভবতা, সহানুভূতি এ সদয় ব্যবহারের মানসিকতা দেখে মা উম্মে রোমান বেজায় খুশী হতেন। তাঁর খেলার সঙ্গীদের কে কিছু খেতে দিতেন।

হযরত আয়েশা (রা) স্বীয় সঙ্গীদের কে নিয়ে বাড়িতে চড়িভাতিও খেলতেন। খাবার প্রস্তুত হলে তিনি নিজ হাতে সঙ্গীদের মাঝে তা বন্টন করে দিতেন। তাঁর বড় বোন আসমা বলেন,

একদিন হযরত আয়েশা (রাঃ) চড়িভাতি রান্না করে খেতে বসেছেন এমন সময় একজন মেহমান আসলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তৎক্ষনাৎ সে খাবার নিয়ে না খেয়ে মেহমানের সামনে হাজির করে তাঁকে খেতে বললেন, আমি গিয়ে তাঁকে বললাম, আরে চড়িভাতি দিয়ে কি কখনো মেহমানদারী হয়? হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, বাল্যকাল থেকেই হযরত আয়েশার এমন উদারোচিত দানশীলতা ও আতিথেয়তা দেখে আমাদের ধারণা হয়েছিল যে, কালক্রমে আমাদের এই ছোট বোনটি দানশীলতায় ও মেহমানদারীতে পিতার ন্যায়ই খ্যাতি লাভ করবে।[২৩]

হযরত আয়েশা (রাঃ) দোলনায় চড়ে দোল খাওয়া ভালবাসতেন। তবে অপরাপর ছেলেমেয়েদের মত তিনি দোলনায় দোল খেতে খেতে ছড়া গান গাইতেন না। বরং তিনি দোলনায় দোল খাওয়ার তালে তালে মধুর সুরে পবিত্র কুরআন শরীফের আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং এভাবে আরবী ছন্দে পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত মুখস্ত করে ফেলতেন। একদিন তিনি স্বীয় পিতাকে নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করতে শুনতে পেলেন–

بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر -

আয়াতটির মধ্যে তিনি নতুন এক ছন্দের সন্ধান পেলেন। ফলে পরক্ষনেই তিনি দোলনায় দোল খাওয়ার তালে তালে সামনের দিকে যেতে যেতে প্রথম ছন্দ এবং পেছনের দিকে যেতে যেতে দ্বিতীয় ছন্দ তিলাওয়াত করতে লাগলেন।

বুখারী শরীফে রয়েছে–

عن عائشه رضى الله تعالى عنها قالت لقد انزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وانى لجارية العب بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر -

হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, "কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত কঠিনতর ও তিক্ততর"। এই আয়াত যখন মক্কায় অবতীর্ণ হয় তখন আমি ছোট মেয়ে খেলছিলাম।[২৪]

---

২৩. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ), পৃ. ৯-১০।

২৪. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৭২২-৭২৩।

কখনো কখনো হযরত আয়েশা (রাঃ) সখিদেরকে নিয়ে বালুর স্তুপ সাজাতেন। অতঃপর সঙ্গীনিদের দুই ভাবে বিভক্ত করে বালুর স্তুপের দুই পার্শ্বে মুখোমুখী দাড় করিয়ে দিতেন।

নিজে একটি দলের নেতৃত্ব দিতেন। আর ছেলে বা মেয়েকে অপর দলের নেতা বানিয়ে বলতেন, আসো আমরা এই বালুর স্তুপটি দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি। যে দল স্তুপটি দখল করতে পারবে তাদের পুতুলঘোড়া স্তুপের উপর দাড়িয়ে তাদের বিজয় ঘোষনা করবে। অতঃপর উভয় দল ঢাল, তলোয়ার, লাঠি সোটা নিয়ে লড়াই শুরু করে দিত।

হযরত আয়েশা (রা)-এর দল জয় লাভ করে বালুকা স্তুপটির উপর নিজেদের ঘোড়া দাড় করিয়ে দিতেন।[২৫]

ইসলাম গ্রহণ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) এর ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হওয়ার পেছনে তেমন কোন ঘটনার অবতারণা হয়নি। পারিবারিক অনুকূল পরিবেশেই তিনি ইসলামের ছায়াতলে আসার সৌভাগ্য অর্জন করেন। কারণ তাঁর পিতৃগৃহেই সর্বপ্রথম ইসলামের সুশীতল ছায়া প্রবেশ করেছিল। ফলে তাঁর কর্ণকুহরে মুহূর্তের জন্যও কুফরী ও শিরকের ধ্বনি পৌছেনি। আয়েশা (রাঃ) বলেন, لم اعقل ابوى قط الا وهما يدينان الدين যখন থেকেই আমি আমার আব্বা-আম্মা কে চিনেছি, তখন থেকেই তাঁদেরকে মুসলমান পেয়েছি।[২৬] ইবন হিশাম, তাঁকে আবূ বকরের (রাঃ) হাতে ইসলাম গ্রহণকারীদের অর্ন্তভূক্ত করেছেন।[২৭] ইমাম যাহাবী (মৃ. ৭৮৪/১৩৭৪) তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন ঃ وعائشة ممن ولد فى الإسلام। আয়েশা (রাঃ) ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করেছেন।"[২৮]

২৫. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

২৬. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫১, ৫৫২।

২৭. সীরাতু ইবন হিশাম, (বেরূত : দারুল ফিকর, তা. বি), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫২, ১৫৪।

২৮. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, (বেরূত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ১ম সং, ১৪০২/১৯৪২), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাথমিক শিক্ষার্জন

ইসলাম পূর্বযুগে আরবের প্রায় লোকই নিরক্ষর ও মুর্খ ছিল। পড়া লেখাকে তারা একটি ঘৃণার বিষয় মনে করতো। কিন্তু মুখে মুখে কবিতা রচনা, সাহিত্য চর্চা, বংশ গৌরব গাঁথার প্রতিযোগিতা, ইতিহাস ও বংশ পরিচয় নিয়ে আলোচনা সমালোচনা তৎকালীন আরবদের একটি গৌরব জনক অধ্যায়। ক্বাসীদা ও কবিতায় বংশ গৌরব, বীরত্বগাঁথা দানশীলতা ও আতিথেয়তার প্রতিযোগিতার জন্য প্রতি বছর ওক্বায ও যুলমাজান্নাতে মেলা বসত। এই মেলা শুধু পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নারী কবিগণও তাতে অংশগ্রহন করতেন। পুরুষ কবিদের মধ্যে 'লাবীদ' আর নারী কবীদের মধ্যে 'খানসা' ছিলেন তৎকালীন আরবের সুপ্রসিদ্ধ দুই কবি। তাঁদের রচিত কবিতা মক্কার ঘরে ঘরে প্রত্যেকের মুখে আবৃত্ত হতো। হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কায় ইসলাম প্রচার আরম্ভ করার পর থেকে মদীনায় হিজরত করা পর্যন্ত যারা ইসলাম গ্রহন করেছিলেন তম্মধ্যে মাত্র সতের জন পরুষ ও একজন মহিলা পড়ালেখা জানতেন। মহিলা হচ্ছেন, আদী গোত্রের হযরত শাকা বিনত আব্দুল্লাহ। এই হযরত শাকা (রাঃ) ই পরবর্তী কালে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ) র শিক্ষক নিযুক্ত হন। আর হযরত আবু বকর সিদ্দীকই (রাঃ) পুরুষদের মধ্যে লেখা পড়া ও শিক্ষা -দীক্ষায় সর্ব প্রধান ছিলেন।[২৯]

শৈশবে নিজ গৃহে পিতা-মাতার নিকট থেকে শিশু যে শিক্ষা লাভ করে তাই হয় তাদের ভবিষ্যত জীবনের শিক্ষার ভিত্তি। মাতা-পিতার কাছ থেকে শিশু যে চাল-চলন আদব -কায়দা, আচার ব্যবহার শিখে তাই তার হৃদয়ে দাগ কাটে, বদ্ধমূল হয়। উম্মত জননী হযরত আয়েশা (রাঃ) জীবনেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বয়স্ক লোকদের মধ্যে হযরত আবু বকরই সর্ব প্রথম ইসলামের সুশীলত ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন সুশিক্ষিত, ভাষাবিদ। ফলে তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের মর্মার্থ-পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তিনি পরিবার পরিজন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদেরকে গৃহে বা মজলিসে- বৈঠকে যখন সেখানে সুযোগ সুবিধা পেতেন তাওহীদ-একত্ববাদের বিবরণ সম্বলিত আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) পিতার সঙ্গে থেকে তা শুনতেন এবং স্বীয় তীক্ষ্ম মেধা, ও স্মৃতিশক্তির বলে তা মুখস্থ করে ফেলতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সাহচর্যে থেকে ইসলামের মৌলিক বুনিয়াদী বিষয়গুলো যথাযথ ভাবে শিখেন।

আর তাঁর কাছ থেকে হযরত আয়েশা (রাঃ) বাল্যজীবনেই এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অতি যত্নসহকারে শিখেন। এছাড়া মা এবং ভাই বোনদের কাছ থেকেও তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষার্জন করেছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজেই বলেন, আমি যখন স্পষ্ট ভাবে কথা বলতে পারি এবং বুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন হই তখন দেখতে পাই আমার স্নেহশীল পিতা এবং খোদাভীরু মা উভয়েই খাঁটি মুসলমান। একদিন আব্বা দেখতে পেলেন নামাযের সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে অথচ আমি এবং আমার ভাই আব্দুর রাহমান তখনো নামায আদায় করিনি। এতে তিনি খুব

২৯. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫২।

Dhaka University Institutional Repository

রাগান্বিত হয়ে আমাদের কে শাসন করলেন, আমরা তৎক্ষনাৎ নামায আদায় করলাম। আমাদের নামায আদায়ের সময় আব্বা-আম্মা উভয়েই আমাদের প্রতি খুব লক্ষ্য রাখতেন। কোন প্রকার ত্রুটি দেখতে পেলে তা সঙ্গে সঙ্গে শুধরে দিতেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) মেয়েকে শুধু শরীয়তের বিধি-বিধান শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি তাকে বাল্যকাল থেকেই শিষ্টাচার আচার-ব্যবহার, দানশীলতা, আতিথেয়তা, সত্যবাদীতা ইত্যাদি উত্তম গুণাবলী, মহৎ বিষয়াদি স্বযত্নেই শিখিয়েছিলেন। তাকে একজন আদর্শ, অনুসরণীয় নারী হিসাবেই গড়ে তুলেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি সামান্যতম ত্রুটি করেননি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সব সময়ই নিজ মেয়েকে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা উপদেশ দিতেন।

يايهاالذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم -

হে মুমিনগণ আল্লাহ কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন।[৩০]

স্মৃতি শক্তি ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর স্মৃতি শক্তি খুবই প্রখর ও তীক্ষ্ণ ছিল। পিতার মুখ থেকে শোনে তিনি কয়েক হাজার কবিতার পংক্তি মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আরব জাতির প্রত্যেক গোত্রের বংশ পরিচয় সম্পর্কে অগাধ ও গভীর জ্ঞান রাখতেন। ফলে বিয়ে শাদীর ব্যাপারে বর-কনের অভিভাবকগণ একপক্ষ অপর পক্ষের বংশ পরিচয় জানার জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর নিকট আসত। তখন তিনি তাদেরকে তাদের কাংক্ষিত বংশের বিস্তারিত পরিচয় ও বর্ণনা দিতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তা অতি মনোযোগের সাথে শ্রবন করতেন। এভাবে শোনে শোনে তিনি পিতার মতই আরবের বিভিন্ন গোত্রের বংশ পরিচয় সম্পর্ক গভীর ও অগাধ জ্ঞানার্জন করেছিলেন। হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর শাসনামলে আরবের প্রাচীন রাজা বাদশা ও রাজ্য সমূহ সম্পর্কে একটি ইতিহাস রচনা করতে চাইলে এ ইতিহাস রচনার জন্য তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহের জন্য লিখকদেরকে তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) নিকট পাঠিয়েছিলেন।[৩১]

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বিবাহবন্ধন ঃ খাদীজা (রাঃ) এর ইন্তিকালের (নবুওয়াতের ১০ম বর্ষ) পর রাসূল (সা) মানসিকভাবে অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েন। বিমর্ষ ও বেদনা বিধূর অবস্থা দেখে উসমান ইবন মাজ'উনের স্ত্রী খাওলা বিনত হাকীম (রাঃ) নবী (সা) কে পূনরায় বিবাহ করার পরামর্শ দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জানতে চাইলেন, কাকে বিয়ে করবো? খাওলা (রাঃ) বললেন, বিধবা এবং কুমারী দু'রকম পাত্রীই আছে। নবী (সা) জানতে চাইলেন, কি তাঁদের পরিচয়? খাওলা (রাঃ) বললেন, বিধবা পাত্রী টি সাওদা বিনত যায'আ; আর কুমারী পাত্রীটি আবু বকরের কন্যা আয়েশা (রাঃ)। রাসূল (স.) বললেন ঃ বেশ! তুমি তাঁর (আয়েশা) সম্পর্কে কথা বলো।[৩২] কেননা বিয়ের পূর্বেই তিনি স্বপ্নের মাধ্যমেই এর ইঙ্গিত লাভ করেছিলেন। একদা নবী (সা) স্বপ্নে দেখেন জনৈক

৩০. সূরা আহযাব ঃ ৭০-৭১।

৩১. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫।

৩২. ইবন কাসীর, আস-সীরাতুন নাবুবিয়্যা, (বৈরূত ঃ দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, তা. বি), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৭।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি একটি বস্তু এক টুকরো রেশমে জড়িয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে বলছেন, এটি আপনার, তিনি খুলে দেখেন তার মধ্যে আয়েশা (রাঃ)।[৩৩] ইমাম তিরমিযী (র.) বর্ণনা করেন, আয়েশা (রাঃ) বলেন, জিব্রাইল (আ.) তাঁর একটি প্রতিকৃতি সবুজ রেশমের একটি টুকরোয় জড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট নিয়ে এসে বললেন, ইনি হবেন দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার স্ত্রী।[৩৪] এরূপ তিন তিন বার আয়েশা (রাঃ) কে নবী (সা.) স্বপ্নে দেখেন। নিদের স্বপ্ন প্রকারান্তে ওহীর পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং নবী (সা) সন্দেহাতীতভাবে বুঝতে পারলেন যে, আয়েশা (রাঃ) কে বিবাহ করার আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশ। তাই তিনি প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েও অপরিণত বয়স্কা বালিকার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন না করে সানন্দে সম্মতি প্রদান করলেন।[৩৫] রাসূলুল্লাহ (সা) এর সম্মতি পেয়ে খাওলা (রাঃ) আবু বকরের (রাঃ) বাড়ীতে এসে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে আয়েশা (রাঃ) এর বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেন। এ প্রস্তাব শুনে আবূ বকর (রাঃ) বললেন, খাওলা! আয়েশা তো রাসূলুল্লাহ (সা) এর ভাতিজী। সুতরাং কেমন করে এ বিয়ে সম্ভব? খাওলা ফিরে এসে রাসূল (সা) কে এ বিষয়ে অবহিত করলে তিনি বললেন, আবু বকর আমার দ্বীনি ভাই। সুতরাং শারঈ কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। আবু বকর (রাঃ) আগ্রহ চিত্তে প্রস্তাব মেনে নেন এবং খাওলাকে বলেন, রাসূল (সা) কে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে।[৩৬]

নবী (সা) এর সাথে আয়েশার বিবাহের প্রস্তাব আসার পূর্বে যুবায়র ইবন মুতঈম ইবন আদীর সাথে তাঁর বিবাহের কথা হয়েছিল। তাই আবূ বকর (রাঃ) নবী (সা) এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, আমি যুবায়রকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, এখন কি করা যায়? আমি তো জীবনে কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করিনি। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা কখনও ব্যর্থ হয়না। মুতঈমের পরিবার তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। আবু বকর তাদের সিদ্ধান্ত জানতে চাইলে, মুতঈমের স্ত্রী বলল ঃ এ মেয়ে আমাদের ঘরে এলে ছেলে ধর্ম ত্যাগী হয়ে যাবে। এ কারণে তারা এ প্রস্তাবে তাদের নেতিবাচক সিদ্ধান্তের কথা জানালো। ফিরে এসে তিনি খাওলাকে বললেন, আপনি রাসূল (সা) কে নিয়ে আসুন। অতঃপর আবু বকর (রাঃ) নিজে তাঁর বিবাহ পড়িয়ে দিলেন।[৩৭] অবশ্য ঐতিহাসিক বালাজুরী অন্য কারো সাথে আয়েশার বিবাহের প্রস্তাব সঠিক নয় বলে অভিমত পেশ করেছেন।[৩৮]

---

৩৩. আত-তাবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৪।

৩৪. ইবন কাসীর, আস-সীরাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৫। এ সম্পর্কে সহীহ আল-বুখারীতে আয়েশা (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে এভাবে- "أريتك في المنام ثلاث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليال، جاء بك الملك في سرقة حرير، فيقول هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه فأقول : إن يك هذا من عند الله، يمضيه" - সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬৮।

৩৫. সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫; শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, সম্পাঃ ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন, (ইসলামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ ১৪১৯/১৯৯৮), পৃ. ৯৬৫।

৩৬. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬০।

৩৭. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৮।

৩৮. আনসাবুল আশরাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৯।

Dhaka University Institutional Repository

দেনমহর ঃ এ বিবাহে রাসূল (সা) আয়েশা (রাঃ) কে কত দেন মহর দিয়েছিলেন, তা নিয়েও ঐতিহাসিকদের মাঝে মত পার্থক্য বিদ্যমান। ইবন সা'দের বর্ণনা মতে, নবী (সা) দেন মহর হিসেবে আয়েশাকে (রাঃ) ৫০ দিরহাম মূল্যের একটি ঘর দান করেন।[৩৯] ইবন সা'দের অপর বর্ণনা মতে, মহর ছিল বারো উকিয়া ও এক নশ[৪০], যা পাঁচ শ দিরহামের সমান। সহীহ মুসলিমে আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণের মহর হতো সাধারণত পাঁচ শ দিরহাম।[৪১] আয়েশা (রাঃ) ছিলেন রাসূল (স.) এর তৃতীয় এবং সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী। Encyclopaedia of Islam এ তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে– She was favourite wife of the prophet. Her position as principal wife, however may partly ty [৪২], তিনি ছিলেন নবী (সা) এর প্রিয়তমা স্ত্রী। তাঁর মর্যাদা ছিল প্রধান স্ত্রীর ন্যায়, সমাজে তাঁর পিতার মর্যাদাও এর অনেকটা কারণ ছিল।

৩৯. আত-তাবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬০।

৪০. এক নশ = অর্ধ উকিয়া। এক উকিয়া= এক দিরহাম। সুতরাং বারো উকিয়া ও এক নশ = ৫০০ দিরহাম, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৩।

৪১. সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৮।

৪২. Encyclopeadia of Islam, Vol-1, p. 307.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহের সময়কাল

আয়েশা (রাঃ) এর বিবাহের সন ও সময়কাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা আয়নী সহীহ বুখারীর ভাষ্যে লিখেছেন, আয়েশা (রাঃ) এর বিবাহ হিজরতের দেড় বছর, দু'বছর কিংবা তিন বছর পূর্বে হয়েছিল।[৪৩] আবার কোন কোন সীরাত বিশেষজ্ঞের মতে, খাদীজা (রাঃ) এর মৃত্যু বছরেই আয়েশা (রাঃ) এর বিবাহ হয়।[৪৪] সুলায়মান নাদভী বলেন ঃ খাদীজা (রাঃ) এর মৃত্যু তারিখ দ্বারা আয়েশা (রাঃ) এর বিবাহের তারিখ বের করা সহজতর। কিন্তু খাদীজা (রাঃ) এর মৃত্যু তারিখেও মতভেদ রয়েছে। এ বিষয়ে খোদ আয়েশা (রাঃ) হতেও বুখারী ও মুসনাদে বিপরীত ধর্মী দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ণনায় এসেছে খাদীজার (রাঃ) মৃত্যুর তিন বছর পর তাঁর বিয়ে হয়।[৪৫] অপর বর্ণনা মতে, খাদীজার (রাঃ) মৃত্যুর বছরেই আয়েশা (রাঃ) এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।[৪৬] নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, খাদীজা (রাঃ) নবুওয়াতের ১০ম বছরে হিজরাতের তিন বছর পূর্বে রমযান মাসে ইন্তিকাল করেন এবং তার এক মাস পরে শাওয়াল মাসে রাসূল (সা) আয়েশা (রাঃ) কে বিবাহ করেন। তখন আয়েশা (রাঃ) এর বয়স ৬ বছর। এ হিসেব মতে, হিজরতের তিন বছর পূর্বে শাওয়াল মাসে, মুতাবিক ৬২০ খৃ. মে মাসে আয়েশা (রাঃ)-এর বিবাহ হয়। ইবন আবদুল বার এ মত সমর্থন করেছেন।[৪৭] এ বিয়ে অত্যন্ত সাদামাটা এবং আড়ম্বরহীনভাবে সুসম্পন্ন হয়। আয়েশা (রাঃ) নিজেই বর্ণনা করেন, যখন আমার বিয়ে হয় তখন আমি কিছুই জানতাম না। যখন মা আমাকে বাইরে যেতে নিষেধ করতে লাগলেন, তখন বুঝলাম আমার বিয়ে হয়ে গেছে। অতঃপর মা আমাকে সব কিছু বুঝিয়ে দেন।[৪৮] বিবাহের পর রাসূলুল্লাহ (সা) তিন বছর কাল মক্কায় অবস্থান করেন। তৎপর নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে তিনি পরিবারবর্গকে মক্কায় রেখে আবু বকরের (রাঃ) মদীনায় হিজরত করেন।[৪৯] মদীনায় এসে মহানবী (সা) মোটামুটি স্থির হওয়ার পর রেখে আসা পরিবার পরিজনকে মদীনায় আনার ইচ্ছা পোষণ করেন। এ জন্যে নবী (সা) যায়িদ ইবন হারিসা (রাঃ) ও আবু রাফি (রাঃ) কে এবং আবু বকর (রাঃ) স্বীয় পরিজনকে আনয়নের জন্য আবদুল্লাহ ইবন উরায়কাত কে দু'তিনটি উট দিয়ে মক্কায় প্রেরণ করলেন। অবিলম্বে তাঁরা উভয়ের পরিবারকে নিয়ে মদীনায় পৌছলেন।[৫০] মসজিদে নববীর আশে-পাশে নব নির্মিত

---

৪৩. বদরুদ্দীন আল-আয়নী, উমদাতুল কারী, (দিল্লী ঃ মাকতাবায়ে রাশীদিয়া, তা. বি), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫।

৪৪. ইবন কাসীর, আস-সীরাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৬।

৪৫. সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৪; ইবন কাসীর, আস সীরাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৭।

৪৬. ইবন কাসীর, আস-সীরাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৭।

৪৭. মুনতাখাব মিন কিতাবি আযওয়াজিন নাবী, তাহকীহঃ ড. আকরাম যিয়া আল-উমরী (মদীনা ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০১/১৯৮১), পৃ. ৩৯; যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২-১০৩।

৪৮. আত-তাবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৯-৬০।

৪৯. হিজরতের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. আবুল হাসান আল-বালাযুরী, ফুতুহুল বুলদান, (বৈরূত ঃ দারু মাকতাবাতিল হিলাল, ১৯৮৮), পৃ. ১৩-২৬; হায়াতুস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৭, এবং সীরাত ও তারীখের অন্যান্য গ্রন্থসমূহ।

৫০. আবূ রাফি ও যায়িদ ইবন হারিসার সঙ্গে ফাতিমা, উম্মু কুলসূম, সাওদা বিনত যাম'আ, উম্মু আয়মান ও উসামা ইবন যায়িদ এবং আবদুল্লাহ ইবন উরায়কাতের সাথে আবূ বকর (রাঃ) এর পুত্র আবদুল্লাহ, স্ত্রী উম্মু রুমান এবং কন্যা আয়েশা ও আসমা (রাঃ) মদীনায় আগমন করেন। আনসাবুল আশরাফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৯-২৭০।

Dhaka University Institutional Repository

গৃহসমূহের কোন এক ঘরে সাওদা (রাঃ) ও নবী কন্যাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়।[৫১] সর্ব বিষয়ে নবী (স.) সহ মুহাজিরদের প্রতি আনসার পুরুষ ও মহিলাগণ যে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল।

এদিকে আয়েশা (রাঃ) স্বীয় পরিজনের সাথে মদীনার বনু হারিস ইবন খাযরাজের মহল্লায় সাত/আট মাস মায়ের স্নেহে অতিবাহিত করেন। নবাগত মুহাজিরদের জন্য মদীনার আবহাওয়া অনেকটা প্রতিকুলে ছিল। ফলে তাঁদের অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। আয়েশা (রাঃ)ও জ্বরে আক্রান্ত হন। এতে তাঁর মাথার সব চুল প্রায় উঠে পড়ার উপক্রম হয়েছিল।[৫২] অল্প কিছু দিন কঠিন পীড়া ভোগ করার পর তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। প্রতিবেশিনী বান্ধবীদের সহিত বালিকা সুলভ খেলা-ধুলায় তাঁর হৃদয় আবার আকৃষ্ট হয়ে উঠে। এ পর্যায়ে মাতা উম্মু রুমান (রাঃ) কন্যাকে স্বামীর গৃহে প্রেরণের ইচ্ছা পোষণ করলেন। আনসারী মহিলারা নব বধুকে বরণ করে নেয়ার জন্য আবূ বকর (রাঃ) এর গৃহে সমাগত হলেন। আয়েশা (রাঃ) এ সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। নিত্য দিনের ন্যায় ঐ দিনও তিনি খেলাধুলায় মশগুল ছিলেন। মায়ের ডাক শুনে তিনি গৃহে ফিরে আসেন। মা মেয়ের হাত মুখ ধৌত করে মাথার চুল পরিপাটি করে দেন। অতঃপর অপেক্ষমান আনসার মহিলাদের কাছে নিয়ে আসেন। নব বধুকে তাঁরা মুবারকবাদ ও সাদর সম্ভাষণ জানালেন। তাঁরা নব বধুকে সাজালেন। কিছুক্ষণ পর নবী (সা) শুভাগমন করলেন।[৫৩] অনুষ্ঠান শেষে আয়েশা (রাঃ) স্বামী গৃহে প্রেরিত হলেন। মসজিদে নববীর পাশে নির্মিত ছোট একটি ঘরে আয়েশা (রাঃ) কে এনে উঠান। আয়েশা (রাঃ) এর বিয়ে ও স্বামী গৃহে গমন এ উভয় কাজই শাওয়াল মাসে সুসম্পন্ন হয়। এর মাধ্যমে তৎকালীন আরবে প্রচলিত অনেক কুসংস্কার ও কুপ্রথার অপনোদন ঘটে।[৫৪]

নির্ধারিত দিনে যথাসময়ে আনসার ও মুহাজির মহিলাগণ হযরত আয়েশা (রাঃ) কে বরণ করে নেয়ার জন্য হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর বাড়িতে এলেন। মা উম্ম রুমান হযরত আয়েশা (রাঃ) কে ঘরে না দেখে ঘরের বাইরে গিয়ে ডাকতে লাগলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তখন সঙ্গীদের সাথে দোলনায় চড়ে দোল খাচ্ছিলেন। মায়ের ডাক শোনে তিনি হাপাতে হাপাতে দৌড়ে এসে তার সামনে হাজির হলেন। মা তার হাত ধরে তাকে ঘরের দরজা পর্যন্ত নিয়ে এলেন। তার হাত-মুখ ধুয়ে মাথার চুলগুলো বিন্যস্ত করে দিলেন। অতঃপর তাকে সেই কক্ষ যেখানে আনসারী মহিলাগণ তাকে বরণ করে নেয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মা কনেকে নিয়ে সেই ঘরে প্রবেশ করা মাত্র অতিথি মহিলারা বলে উঠলেন- على الخير والبركة وعلى خير طائر

আপনার শুভাগমন মঙ্গল ও বরকতময় হোক। আপনার ভবিষ্যৎ শুভ হোক-তারা হযরত আয়েশাকে (রাঃ) কনের সাজে সাজালেন। কিছুক্ষণ পর হযরত রাসূল (স.) তাশরীফ আনলেন। হযরত আবু বকরের (রা) নির্দেশে মেয়ে হযরত আসমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (স.) কে হযরত আয়েশা (রাঃ) পাশে বসালেন। তখন জামাতার আতিথেয়তার জন্য হযরত আবু বকর -এর (রাঃ) ঘরে এক পেয়ালা দুধ ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। বুখারী শরীফের বর্ণনায় ঘটনাটি এভাবে এসেছে–

---

৫১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২।

৫২. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫২; হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন পৃ. ৯৬৬।

৫৩. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৬।

৫৪. তৎকালীন আরবে শাওয়াল মাসকে বিবাহ-শাদী ও অনুরূপ অনুষ্ঠানের জন্য অশুভ মনে করা হতো। কারণ এ মাসে কোন এক সময় মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দিয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল এ মাসে এবং দিনের বেলায় নব বধূকে ঘরে আনলে সম্পর্ক মধুর হয় না। এ ছাড়াও মুখ বলা ভাই এর মেয়ের সাথে বিবাহকেও তারা নিষিদ্ধ মনে করতো। এ বিবাহের মাধ্যমে আরবদের তথাকথিত এ ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটে। আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬১-৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স.) যখন বিয়ে করেন তখন আমার বয়স ছয় বছর। তারপর আমরা মদীনায় এলাম এবং বনু হারিছ গোত্রে অবস্থান করলাম। সেখানে আমি জ্বরাক্রান্ত হলাম। এতে আমার চুল উঠে গিয়ে কানের কাছে থাকল। সে সময় একদিন আমি আমার বান্ধবীদের সাথে দোলনায় খেলছিলাম তখন আমার মা উম্মে রুমান আমাকে উচ্চস্বরে ডাকলেন। আমি তার কাছে এলাম। আমি বুঝতে পারিনি তার উদ্দ্যেশ্য কি? তিনি আমার হাত ধরে ঘরের দরজায় এনে আমাকে দাড় করালেন। আমি হাফাচ্ছিলাম। আমার শ্বাস প্রশ্বাস কিছুটা থামলো, তারপর তিনি কিছু পানি নিয়ে তদ্দ্বারা আমার মুখমন্ডল ও মাথা মুছে দিলেন। তারপর আমাকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করালেন। সেখানে কয়েকজন আনসারী মহিলা ছিলেন। তাঁরা বললেন–তোমার আগমন কল্যাণময়, বরকত ময় ও সৌভাগ্যময় হোক। মা আমাকে তাদের নিকট সোপর্দ করে দিলেন। তারা আমার অবস্থান ঠিকঠাক করে দিলেন। তখন ছিল পূবাহ্ন। পূর্বাহ্নে হঠাৎ রাসূল (স.) এর আগমণ আমাকে সচকিত করে তুলল। তারা আমাকে তাঁর কাছে সোপর্দ করে দিলেন। তখন আমি নয় বছরের বালিকা।[৫৫]

عن اسماء بنت عميس رض قالت كنت صاحبه عائشة التى هياتها وادخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعى نسوة فما وجدنا عنده قرى إلا قدحا من لبن فشرب منه ثم ناوله عائشة فاستحيت الجارية فقلنا لا تردى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خذى منه فاخذت منه على حياء فشربت ثم قال ناولى صواحبا فقلنا لا نشتهيه فقال لا تجمعن جوعا وكذبا فقلت يارسول الله إن قالت احدانا لشئى تشتهيه لاتشتهيه ايعد ذالك كذبا؟ قال إن الكذب بكتب حتى يكتب الكذيبة كذيبة".

হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশার (রাঃ) বান্ধবী। আমি তাকে সাজিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স.) নিকট উপস্থাপন করেছিলাম। আমার সাথে অন্য নারীরাও ছিল। আমরা তখন এক পেয়ালা দুধ ছাড়া রাসূলুল্লাহ (স.) এর মেহমানদারী করার মত আর কিছুই পাইনি। রাসূলুল্লাহ্ (স.) সেই দুধ থেকে সামান্য পান করে হযরত আয়েশার দিকে এগিয়ে দেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) নিতে লজ্জা পাচ্ছেন দেখে আমি তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (স.) এর দান ফিরিয়ে দিওনা। ইহা থেকে একটু গ্রহণ কর। তখন তিনি অত্যন্ত লাজুক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর কাছ থেকে তা গ্রহণ করে সামান্য পান করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তোমার বান্ধবীদের দাও। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আমাদের পান করার আগ্রহ নেই। তিনি বললেন, ক্ষুধা মিথ্যা একত্রিত করোনা। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কারো বস্তুর প্রতি আগ্রহ আছে তা সম্পর্কে সে যদি বলে আমার উহার প্রতি আগ্রহ নেই তাহলে এটাও কি মিথ্যা হিসাবে পরিগণিত হয়! রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, সকল মিথ্যা কথাই লিখা হয়। এমনকি ছোট মিথ্যাও।[৫৬]

৫৫. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫১।

৫৬. সিয়ারু আলামিন নুবালা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭২-৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের বরকতময় ফলাফল

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে হযরত আয়েশা (রা)-এর বিয়ে পৃথিবীর অপরাপর বিয়ের মত সাধারণ বিষয় ছিলনা, বরং এই বিয়ে বিভিন্ন দিক বিবেচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমন্ডিত একটি বিয়ে ছিল। এর ফলাফল ও অনেক সুদূর প্রসারী। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে হযরত আয়েশার (রা) বিয়ের মাধ্যমে সেকালের আরবের প্রচলিত চিরাচরিত বহবিধ কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিলুপ্তি ঘটে। সেকালের আরবের সকল প্রকার এমনকি মুখে বলা ভাইয়ের মেয়েকেও আপন ভাতিজীর মতো জ্ঞান করে বিয়ে করাটা অবৈধ মনে করত। একারণেই হযরত খাওলা (রাঃ) এর প্রস্তাব শুনেই হযরত আবু বকর (রা) বলে উঠেন-এটা কি বৈধ হবে? আয়েশা (রাঃ) তো হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভাতিজী। রাসূলুল্লাহ (স.) একথা শুনে বললেন–আবু বকর (রাঃ) আমার ইসলাম ধর্মীয় ভাই (সহোদর ভাই তো নয়) সুতরাং তার মেয়ের সাথে আমার বিয়ে ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ। এ প্রসঙ্গে সহীহ বুখারী শরীফের বর্ণনায় রয়েছে–

عن عروه أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب عائشة الى ابى بكر رضى الله تعالى عنه فقال ابو بكر انما انا اخوك فقال انت اخى في دين الله وكتابه وهى لى حلال ـ

হযরত উরওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত নবী করীম (স.) হযরত আবূ বকর (রাঃ) নিকট হযরত আয়েশা (রাঃ) বিয়ের প্রস্তাব দিলে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো আপনার ভাই। সুতরাং আয়েশা (রাঃ) আপনার ভাতিজী। ভাতিজী কে আপনি কী করে বিয়ে করবেন? হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন আবূ বকর! আপনি তো আমার কেবলই দ্বীনি ভাই। (আপন সহোদর ভাই নন) সুতরাং হযরত আয়েশা (রা) আমার জন্য হালালই বটে। আমি তাকে বিয়ে করাটা বৈধ।[৫৭] এভাবে এই বিয়ের মাধ্যমে আরবের প্রচলিত চিরাচরিত এই কুসংস্কারটির বিলুপ্তি ঘটে।

কোন কালে কোন এক শাওয়াল মাসে আরবে মাহামারী আকার প্লেগ দেখা দিয়েছিল। এ কারণে এ মাসটিকে তারা অশুভ মনে করত। ফলে শাওয়াল মাসে তারা কোন বিয়ে-শাদী করত না হযরত (স.) কর্তৃক হযরত আয়েশা (রাঃ) কে শাওয়াল মাসে বিয়ের মাধ্যমে আরবের চিরাচরিত সেই কুপ্রথাটির ও অবসান ঘটে।[৫৮]

মুসলিম শরীফে রয়েছে,

عن عروة عن عائشة قالت تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شوال وبنى بى في شوال فاى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احظى عنده منى قال وكانت عائشة رضـ تستحب ان تدخل نساءها فى شوال ـ

৫৭. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৩।

৫৮. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উরওয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনাকরেন তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (রাঃ) আমাকে শাওয়াল মাসে বিয় করেন, এবং শাওয়াল মাসেই আমার সাথে বাসর করেন, আর একারণে স্বামীর নিকট আমার চেয়ে ভাগ্যবতী আর কে? হযরত আয়েশা (রা) তার বংশের মেয়েদেরকে শাওয়াল মাসে বাসরে পাঠানো পছন্দ করতেন।[৫৯]

তৎকালীন আরবের কিছু লোকের এধরনের বিশ্বাসও ছিল যে, শাওয়াল মাসে নববধূকে ঘরে আনলে সে দম্পতির বিয়ে টিকেনা; ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (স.) এর বিয়ে সেই বিশ্বাসের বিত্তিমুলে কুঠারাঘাত হানে।[৬০] ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আগত মুসলমানদের মধ্যে ইহাই ছিল সর্ব প্রথম কুমারী কন্যার বিয়ে। রাসূলুল্লাহ (স.) একমাত্র হযরত আয়েশা (রাঃ) ব্যতিত অন্য কোন কুমারী বিয়ে করেননি। সেদিক থেকে ও বিষয়টি স্বতন্ত্র ও গুরুত্ববহ ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) ও এ নিয়ে খুব গর্ব করতেন। বুখারী শারীফে রয়েছে–

قال ابن عباس رض لعائشة رض لم ينكح النبى صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك ـ

হযরত ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) কে বলেন, নবী করীম (স.) আপনি ব্যতীত অন্য কোন কুমারী নারীকে বিয়ে করেননি।[৬১]

বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে–

عن عائشة رض قالت قلت يارسول الله ارأيت لونزلت واديا وفيه شجرة قد اكل منه ووجدت شجرة لم يؤكل منها فى ايما كنت ترتع بعيرك قال فى الذى لم يرتع منه تعنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ্ ! মনে করুন আপনি এমন ময়দানে গিয়ে পৌছলেন যেখানে একটি গাছের কিছু অংশ খাওয়া হয়েগেছে আর অপর এমন একটি গাছ পেলেন যার কিছুই খাওয়া হয়নি। এর মধ্যে কোন গাছের পাতা আপনি আপনার উটকে খাওয়াবেন। হযরত নবী করীম (স.) উত্তরে বললেন, যে গাছ থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। এ কথা দ্বারা হযরত আয়েশা (রাঃ) উদ্দেশ্য ছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ছাড়া অন্য কোন কুমারীকে বিয়ে করেননি।[৬২]

এছাড়াও তৎকালীন আরবের কাফিরদের মাঝে বিয়েকে ঘিরে আরো বহু কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। পাত্র-পাত্রীর সমর্থ ও আর্থিক সংঙ্গীতর বিচার বিবেচনা না করেই অস্বাভাবিক পরিমাণ মহর ধার্য করা হতো। অতিশয় আড়ম্বড় ও জাঁকজমক, বাদ্য-বাজনা, নির্লজ্জ নাচ গানের অনুষ্ঠান হতো।

৫৯. সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৬।

৬০. ইব্ন কাসীর আসসীরাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৬।

৬১. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬০।

৬২. সহীহ আল-বুখারী ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬০।

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের ব্যাপার সাম্প্রদায়িকতা এতই প্রকট ছিল যে, ভিন্ন গোত্রে বিয়ে হতোইনা, এক প্রতিমা পুজক অন্য প্রতীমা পুজককে বিয়ে করত। চল্লিশ বছরোর্ধ বয়স্ক ব্যক্তি অপরিণত বয়স্কা মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে তাকে বিরাট বড় জনসমাবেশে কাবাগৃহের চতুর্দিকে সাত বার উলাঙ্গবস্থায় দৌড়ানো হতো। নববধূর সামনে আগুন জ্বালানো হতো। নাবালেগা কনের সাথে বিয়ের পরদিনই বরের বাড়ির পথে উটের হাওদায় কিংবা পালকীতে উঠিয়ে সহবাস করা হতো। স্ত্রীলোক ঋতুস্রাব হওয়ার পর সর্বপ্রথম কোন কোন সম্ভান্ত পরিবারের ছেলে বা বীর পুরুষ দ্বারা সহবাস করানো হতো। একসঙ্গে দুই বন্ধুর বিয়ে হলে একে অন্যের স্ত্রীর সাথে সহবাস করত। হযরত আয়েশা (রাঃ) এর সাথে হযরত রাসুলুল্লাহ্ (স.) এর বিয়ের মাধ্যমে এজাতীয় আরো বহু কুপ্রথা ও কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ হয়েছিল। এসব বিবেচনায়, এই বিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্য মণ্ডিত।[৬৩]

মদীনায় হিজরত

বিয়ের পর হযরত আয়েশা (রাঃ) তিন বছর পর্যন্ত হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সংস্পর্শে যাননি। হিজরতের পূর্বে মক্কা শরীফে দুই বছর তিন মাস আর হিজরতের পর মদীনা শরীফে নয় মাস মোট তিন বছর কাল তিনি মাতৃ সান্নিধ্যে-ই কাটিয়েছেন। হিজরতের পূর্বে মাত্র ৪০/৫০ জন লোকই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এই মুষ্টিময় মুসলামগণ কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে দুই দুই বার হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন বলে কাফেরদের আক্রোশ তাঁর প্রতি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর চেয়ে কোন অংশেই কম ছিল না। শৈশব থেকেই ধর্মীয় আদর্শে ও পরিবেশে প্রতিপালিতা হযরত আয়েশা (রাঃ) নিরিবিলি পিতার সংস্পর্শে থেকে ধর্ম-কর্ম করতে খুব পছন্দ করতেন। কাফেরদের অত্যাচারে পিতাকে নানাভাবে নির্যাতিত হতে দেখে একদিন হযরত আয়েশা (রাঃ) নিতান্ত ভগ্ন হৃদয়ে তাঁকে বললেন–আব্বাজান এখানে থাকলে আমাদের পক্ষে নির্বিঘ্নে মহান আল্লাহ পাকের ইবাদত করা সম্ভব হবেনা। চলুন ঘরবাড়ি ছেড়ে আমরা অন্যত্র কোন নিরাপদ স্থানে গিয়ে বসবাস করি। নির্বিঘ্নে মহান আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত করতে থাকি। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন। মা-ইসলামের খাতিরে ঘরবাড়ি আমাদেরকে ছাড়তেই হবে। তবে এ সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স.) এ নির্দেশের অপেক্ষা করতে হবে। কিছুদিন পর হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) সাহাবায়ে কেরামকে হিজরতের আদেশ দিলেন। আদেশ পেয়ে কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে আবি সিনিয়ায় যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে বারকুল গামাদ নামক স্থানে ঘটনাক্রমে বাল্যবন্ধু ইবন দাগানার সাথে সাক্ষাৎ হলো। ইব্ন দাগানা সিরিয়া থেকে ব্যবসার মালপত্র নিয়ে মক্কায় ফিরছিলেন। তিনি ছিলেন মক্কার একজন নেতৃস্থানীয় ও বিশিষ্ট ব্যক্তি। হযরত আবূ বকর (রাঃ) কে দেশত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি মক্কার কাকেরদের অমানুষিক নির্যাতন, নির্মম নিপীড়নের কথা উল্লেখ করলেন। সব শুনে ইবনে দাগানা বললেন, মক্কাবাসীর দুর্ভাগ্য মক্কাবাসীর দুর্ভাগ্য, আপনার মত একজন ন্যায়পরায়ন সত্যনিষ্ট, মহানুভব দাতা, এবং পূত-পবিত্র চরিত্রের লোককে তারা দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে। আপনি আমার সঙ্গে বাড়ি ফিরে চলুন। আমার প্রাণ থাকতে কেউ আপনার একটি কেশ পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারবেনা।

---

৬৩. মাওঃ নুরুর রাহমান, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ), পৃ. ২১-২২

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবু বকর (রাঃ) বার বার আপত্তি করে অবশেষে ইবনে দাগানার দায়িত্বে সপরিবারে মক্কায় ফিরে এলেন। ইবনে দাগানার অনুরোধে আবিসিনিয়ার হিজরত বর্জন করার একটি প্রধান কারণ এটাও ছিল যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) কে কাফিরদের নির্যাতনের মুখে একাকী ছেড়ে যেতে তার মন মোটেই চাচ্ছিলনা। হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ার পর পথে পথে বার বার তিনি হযরত রাসুলুল্লাহর (স.) এর প্রতি কাফেরদের নির্যাতন নিপীড়নের কথা স্মরণ করে শিউরে উঠছিলেন। বিশেষ ভাবে একারণেই তিনি ইবনে দাগানার অনুরোধে মক্কায় ফিরে আসতে রাজী হয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) মক্কায় ফিরে এসে লক্ষ্য করলেন হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) কে একা ও নিঃস্ব হওয়ায় তার প্রতি কাফেরদের নির্যাতন নিপীড়ন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন সময় অন্তরঙ্গ বন্ধু হযরত আবু বকর (রাঃ) কে ফিরে পেয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স.) স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। নবুওতের ত্রয়োদশ বছর হযরত নবী করীম (স.) মদীনায় হিজরতের জন্য মহান আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে আদিষ্ট হলেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) হিজরত করে মদীনায় এসে নিজেরদের বাসস্থান করতে প্রায় ৭ সাত মাস সময় কেটে গেল। এ সময় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স.) পরিবার পরিজন সহধর্মিনী হযরত সাওদা (রাঃ) দুই কন্যা হযরত উম্মে কুলসূম ও হযরত ফাতেমা আর আবূ বকর (রাঃ)-এর সহধর্মিনী হযরত উম্মে রুমান, দুই মেয়ে হযরত আসমা ও হযরত আয়েশা (রাঃ)-দুই পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ ও হযরত আব্দুর রাহমান (রাঃ) পিতা আবূ কোহাফা মক্কাশরীফেই অবস্থান করছিলেন। ইতিমধ্যেই মুসলামনদের অনেকেই গোপনে গোপনে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। মদীনা শরীফের মসজিদে নববী সংলগ্ন হযরত রাসূলুল্লাহু (স.) এর হুজরা শরীফ এবং অন্যত্র হযরত আবূ বকর (রাঃ) -এর বাসস্থান নির্মিত হলে হযরত রাসুলুল্লাহ্ (স.) স্বীয় পরিবার পরিজন কে মদীনায় নিয়ে আসার জন্য স্বীয় গোলাম আবু রাফে এবং যায়দ ইব্ন হারিছাকে মক্কায় পাঠান। তাদের সাথে দুটি উট ও পাঁচশ দিরহাম দেন-যা হযরত আবূ বরক (রাঃ) তাকে প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য দিয়েছিলেন। অপরদিকে হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও তাদের আব্দুল্লাহ্ ইব্নে উরায়কাতকে দুই অথবা তিনটি উট দিয়ে পাঠান। তিনি মক্কায় অবস্থানরত স্বীয় পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলে পাঠান, যেন তিনি মা উম্মে রুমান ও দুই বোন হযরত আয়েশা ও হযরত আসমা (রাঃ)কে নিয়ে মদীনায় হিজরত করে চলে আসেন। তারা সকলে যখন হিজরতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন হযরত তালহা ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) ও হিজরতের উদ্দেশ্যে তাঁদের সহযাত্রী হন। এই হিজরতের সফরে হযরত আবূ রাফে ও হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা (রাঃ)-এর সঙ্গে হযরত ফাতেমা (রাঃ) হযরত উম্মে কুলছুম (রাঃ), হযরত সাওদা বিনত যামআ, (রাঃ) উম্মে আরামন (রাঃ) হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রাঃ) এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবু বকর (রাঃ) -এর সাথে হযরত উম্মে রুমান, হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত আসমা (রাঃ) ছিলেন।[৬৪] কাফেলা মক্কা রওয়ানা হয়ে হিজাযের বনু কিনানার আবাসস্থল আল বায়দে পৌঁছলে হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত উম্মু রুমানকে বহনকারী উটটি অবাধ্য হয়ে অতি দ্রুতগতিতে পালালো। কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। তখন প্রতিমুহূর্তেই তারা হাওদাসহ ছিটকে পড়ার আশংকা করছিলেন। মায়েদের চিরায়ত স্বভাব অনুসারী হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মা উম্মু রুমান নিজের জানের প্রতি কোন প্রকার ভ্রুক্ষেপ নাকরে বরং কলিজার টুকরা মেয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর জন্য অস্থির হয়ে কান্নাকাটি শুরু করে

৬৪. আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬০-৬১।

Dhaka University Institutional Repository

দিলেন। কাফেলার সঙ্গীরা কয়েক মাইল দৌড়ানোর পর উটটি ধরে বশে আনতে সক্ষম হলেন। অতঃপর শেষপর্যন্ত সকলে নিরাপদেই মদীনায় পৌছলেন। হযরত নবী করীম (স.) তখন মসজিদে নববী ও তার আশ-পাশের ঘর বাড়ী নির্মান করছিলেন। তারই একটি ঘরে হযরত সাওদা (রাঃ) ও নবীর কন্যাদের থাকার ব্যবস্থা হলো।[৬৫] সিয়ারু আলমিন নুবালায় ঘটনা পূর্ণ বিবরণ এভাবে এসেছে

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) হিজরত করলেন তখন তিনি আমাদের কে এবং তাঁর কন্যাদের কে মক্কায়ই রেখে গেলেন, তিনি মদীনায় এসে আমাদের প্রতি হযরত যায়দ ইবন হারিছা ও আবু রাফেকে পাঠালেন। তাদের উভয়কে আমাদের প্রয়োজনীয় বাহন ক্রয়ের জন্য পাঁচশত দিরহাম দিলেন যা তিনি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর নিকট থেকে নিয়েছিলেন। আর হযরত আবূ বরক (রাঃ) তাদের উভয়ের সাথে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উরাইকত আললায়ছীকে দুটি বা তিনটি উট দিয়ে পাঠালেন।

আর স্বীয় পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)-এর নিকট মা উম্মে রুমান, আমি এবং আমার বোন হযরত আসমা (রাঃ) কে নিয়ে মদীনায় চলে যাওয়ার জন্য লিখে পাঠালেন। (হিজরতের উদ্দেশ্যে) তারা সকলে বের হলেন, কুদায়দ নামক স্থানে পৌছে যায়দ ইব্ন হারিছা (রাঃ) সেই দিরহাম গুলো দিয়ে তিনটি উট কিনলেন। অতঃপর তারা মক্কায় প্রবেশ করলেন। সেখানে হযরত তালহা (রাঃ) কে পেলেন। তিনি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর পরিবারের সাথে হিজরত করতে চাচ্ছেন। আমরা সকলে একসাথে বের হয়ে পড়লাম। হযরত যায়দ ও আবূ রাফে হযরত ফাতেমা (রাঃ) হযরত উম্মে কুলছুম,(রাঃ) হযরত সাওদা (রাঃ) ও হযরত উম্মে আয়মান (রাঃ) কে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আমরা সকলে একসঙ্গে চললাম পথিমধ্যে আমরা যখন বায়দ পৌছলাম তখন আমার উটটি অবাধ্য হয়ে পড়ল আমার সামনেই আমার মা বসা ছিলেন। আমার মা এই বলে কান্নাকাটি ও বিলাপ করতে লাগলেন, হায় আমার মেয়ে (তো মারা যাবে) অবশেষ উটটি ধরা হলো অবশেষ আমরা মদীনায় পৌছলাম, তখন মসজিদে নব্বীর নির্মাণ কাজ চলছিল।[৬৬] মদীনায় হযরত আবূ বকর (রাঃ) বাসস্থান নির্মিত হয়েছিল বনু হারিছ ইব্ন খাযরাযের মহল্লায় মদীনায় পৌছে হযরত আয়েশা (রাঃ) পিত্রালয়ে নিজের মা. ভাই-বোনদের সাথে বনু হারেছ ইব্ন খাযরাজের মহল্লায় বসবাস করতে লাগলেন। সাত আটমাস এখানেই থাকলেন।

তাবাকাতে ইবনে সাদে রয়েছে–

আমরা মদীনায় আসলাম। আমি হযরত আবূ বকর (রাঃ) পরিবার পরিজন (অর্থাৎ আমার পিত্রালয়ে) অবস্থান করতে লাগলাম। রাসূল (স.) তখন মসজিদে নব্বী এবং তৎসংলগ্ন কিছু হুজরা নির্মাণ করছিলেন। তিনি তাঁর পরিবার পরিজনকে সেখানে বসবাস করতে ছিলেন। আর আমরা কিছু দিন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর বাড়িতে (অর্থাৎ আমার পিত্রালয়ে) থাকলাম।[৬৭] মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে আসা অধিকাংশ মুহাজিরদের জন্যই মদীনার আবহাওয়া অনুকূল ছিলনা। হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনে তা প্রতিকূল অনেক মুহাজির নর-নারী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। স্বয়ং হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন। সঙ্গে উম্মু রুমান ও হযরত আসমা (রাঃ) ও অসুস্থ

৬৫. আত-তাবাকাতুল কুবরা , ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬২; সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫১।

৬৬. সিয়ারু আলামিন নুবালা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২-১৫।

৬৭. আত-তাবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে পড়লেন। আট বছরের সামান্য অধিক বয়স্কা বালিকা হযরত আয়েশা (রাঃ) ছাড়া পরিবারের অসুস্থদের দেখা শোনা, সেবা শুশ্রূষার আর কেউই ছিলেন না। এই অপরিণত বয়সে হযরত আয়েশা (রাঃ) কে গোটা পরিবারের অসুস্থদের সেবা-শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করতে হল। তিনি তাদের সেবা যত্নে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফে স্বয়ং হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর একটি বর্ণনা এভাবে এসেছে–

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) যখন মদীনায় আসলেন তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) হযরত বিলাল (রাঃ) ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আমি তাদেরকে দেখতে গিয়ে বললাম যে, আব্বাজান কেমন আছেন? বিলাল! আপনি কেমন আছেন? হযরত আবূ বকর (রাঃ) জ্বরাক্রান্ত হলেই এই পংক্তি গুলো আবৃত্তি করতেন-

كل امرئى مصبح فى اهله * والموت ادنى من شراك نعله

প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজ পরিবারে শুপ্রভাত বলা হয়, অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়ে ও অধিক নিকটবর্তী। আর হযরত বিলালের (রাঃ) জ্বর সেরে গেলে সুইচ্চ কণ্ঠে এই কবিতাটি আবৃত্তি করতেন-

الا ليت شعرى هل ابيت ليلة * بواد وحولى اذخر و جليل

وهل اردن يوما مياه مجنه * وهل يبدون لى شامه وطفيل

হায়! আমি যদি জানতাম আমি ঐ মক্কা উপত্যকায় পুনরায় রাত যাপন করতে পারব কিনা? যেখানে ইযখির ও জালিল ঘাস আমার চার পাশে বিরাজমান থাকত। হায়! আর কি আমার ভাগ্যে জুটবে। যে আমি মাজান্না নামক কূপের পানি পান করতে পারব! এবং শামা ও তাফীল পাহাড় কি আমার দৃষ্টি গোচর হবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ (রাঃ) এর নিকট গিয়ে এ সংবাদ জানালাম, তখন তিনি এ দুআ করলেন-হে আল্লাহ! মদীনাকে আমদের প্রিয় করে দাও যেমন প্রিয় ছিল আমাদের মক্কা বরং তার চেয়েও অধিক প্রিয় করে দাও, আমাদের জন্য মদীনাকে স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও। মদীনার সা'ও মুদের মধ্যে বরকত দাও। আর এখানকার জ্বর স্থানান্তর করে মক্কায় নিয়ে যাও।[৬৮]

পিতাকে সুস্থ করে তোলার পর হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজেই অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী পড়লেন। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) অসুস্থ মেয়ের কাছে যেতেন। সস্নেহে তাঁর মুখে মুখ ঘষতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অসুস্থতা এত মারাত্মক ছিল যে তার মাথার প্রায় সব চুলই পড়ে গিয়েছিল। বুখারী শরীফের বর্ণনায় রয়েছে।

عن عائشه رضـ قالت تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم وانا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا فى بنى الحارث ابن خزرج فوعكت فتمرق شعرى -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স.) আমার ছয় বছর বয়সে আমাকে বিয়ে করেন। তারপর আমরা মদীনায় এলাম। এবং বনু হারিছ গোত্রে অবস্থান করলাম। সেখানে আমি জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়লাম। এতে আমার চুল পড়ে গেল।[৬৯]

---

৬৮. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৮।

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫১।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্বামীর সংসারে হযরত আয়েশা (রাঃ)

রাসূলে করীম (স.) মসজিদে নব্বীর পাশে নির্মিত ছোট্ট একটি ঘরে হযরত আয়েশা (রাঃ) কে এনে উঠান। আজ যেখানে রাসূলুল্লাহ (স.) অন্তিম শয্যায় শায়িত আছেন সেটাই হযরত আয়েশা (রাঃ) এর ঘর। পরবর্তী কালে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলতেন, আমি এখন যে ঘরে আছি এই ঘরেই সর্ব প্রথম রাসূল (স.) আমাকে এনে উঠান। এখানেই তাঁর ওফাত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘরের দরজা সোজাসোজী মসজিদের একটি দরজা বানিয়ে নেন। এ সম্পর্কে তাবাকতে ইব্ন সাদে স্বয়ং হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বক্তব্য এভাবে এসেছে–

وبنى بى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتى هذا الذى انا فيه وهوالذى توفى فيه رسول الله وجعل رسول الله لنفسه بابا فى المسجد وجاه باب عائشة ـ

আমি আজ যে ঘরে আছি- এই ঘরেই রাসূলুল্লাহ (স.) আমার সাথে বাসর করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) হযরত আয়েশার ঘরের বরাবর মসজিদের দিকে নিজের জন্য একটি দরজা বানিয়ে নেন।[৭০]

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘর কোন আলিশান অট্টলিকা ছিলনা। মদীনার বনু নাজ্জার গোত্রের মসজিদে নব্বীর চারপাশে ছোট্ট ছোট্ট কিছু কাঁচা ঘর ছিল। তারই একটিতে তিনি এসে উঠেন। ঘরটি ছিল মসজিদের ভিতরে ফলে মসজিদ ঘরের আঙ্গিনায় পরিণত হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) সেই ঘর দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতেন। তিনি যখন ইতিকাফ করতেন নিজের মাথা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেন। আর হযরত আয়েশা চুলে চিরুনী করে দিতেন। বুখারী শরীফের বর্ণনায় রয়েছে–

عن عائشة رضـ قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل على رأسه وهو فى المسجد فارجله وكان لايدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকেই রাসূলুল্লাহ্ (স.) আমার হুজুরায় তাঁর মাথা ঢুকিয়ে দিতেন। আমি তার মাথায় চিরুণী করে দিতাম। ইতিকাফ অবস্থায় প্রয়োজন ছাড়া তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন না।[৭১]

কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ (স.) মসজিদে থেকেই ঘরে হাত ঢুকিয়ে হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট থেকে কিছু চেয়ে নিতেন।

ঘরটির প্রশস্ততা ছিল ছয় হাতেরও অধিক। দেয়াল ছিল মাটির খেজুর পাতা ও ডালের ছাদ। বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য তার উপর কম্বল দেয়া ছিল। এতটুকু উচুঁ ছিল যে, একজন মানুষ দাঁড়ালে তার হাতে ছাদের নাগাল পাওয়া যেত।[৭২]

---

৭০. আত-তাবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫০।

৭১. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭২।

৭২. আত-তাবাকাতুল কুবরা কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ.৭১।

Dhaka University Institutional Repository

পর্দার জন্য দরজায় একটি কম্বল ঝুলানো থাকতো। এই ঘরের লাগোয়া আরেকটি ঘর ছিল যাকে মাশরুযা বলা হত। একবার রাসূলুল্লাহ (স.) স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকাকালে একমাস এখানেই কাটান।

ঘরের আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল একটি খাট, একটি চাটাই, একটি বিছানা, একটি বালিশ, খোরমা খেজুর রাখার দুটি মটকা। পানির একটি পাত্র, পানি পান করার একটি পেয়ালা। রাতের বেলায় ঘরে বাতি জ্বালানোর মত সামর্থও অনেক সময়ই হতোনা। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একাধারে প্রায় চল্লিশ রাত চলে যেত ঘরে কোন বাতি জ্বলতনা।

যতদিন হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত সাওদা (রাঃ) মাত্র এই দুই স্ত্রীই ছিলেন ততদিন রাসূল (স.) একদিন পরপর হযরত আয়েশা (রাঃ) ঘরে রাত কাটাতেন। পরবর্তীতে রাসূল (স.) যখন আরো বিয়ে করলেন তখন হযরত সাওদা (রাঃ) স্বেচ্ছায় স্বীয় পালার দিনটি হযরত আয়েশা (রাঃ) কে দান করেন। ফলে প্রতি নয়দিনে দুইদিন রাসূল (স.) হযরত আয়েশা (রাঃ)র ঘরে রাত কাটাতেন। তাবাকাতে ইবনে সাদে রয়েছে-

عن عائشة رضـ قالت كانت سوده بنت زمعة قد ائست وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكثر منها وقد علمت مكانى من رسول الله صـ وانه يستكثر منى فخافت ان يفارقها وضنت بمكانها عنده فقالت يارسول الله يومى الذى يصيبنى لعائشة وانت منه فى حل قفيله النبى صـ وفى ذالك نزلت " وإن امرأة خافت من بعلها نشوز او اعراضا ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত সাওদা (রাঃ) বয়োবৃদ্ধা হয়ে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে ভালবাসতেন না, হযরত সাওদা রাসূলুল্লাহর (স.) নিকট আমার অবস্থান সম্পর্কে জানতেন। এও জানতেন যে রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে ভালবাসেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে ছেড়ে দিবেন বলে তিনি আশংকা করলেন। এবং রাসূলুল্লাহর (স.) নিকট নিজের অবস্থান সম্পর্কে সংকীর্ণমনা হয়ে পড়লেন। তখন তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমার পালার দিনটি আয়েশার জন্য। আমার এ অধিকারের ব্যাপারে আপনি বৈধতায় থাকবেন। এ সম্পর্কেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো কোন স্ত্রী স্বীয় স্বামীর দুর্ব্যবহার বা উপেক্ষার আশংকা করলে তারা আপোষ নিষ্পত্তি করতে চাইল কোন আপত্তি নেই (সূরা নিসা-১৩৮ আয়াত)[৭৩] সংসারের কাজ বলতে তেমন কিছুই ছিলনা। রান্না-বান্নার সুযোগ কমই হতো। হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজেই বলেন, কখনো একাধারে তিনদিন এমন যায়নি যে, তারা তৃপ্তি সহকারে দুবেলা আহার করেছেন-। বুখারী শরীফের বর্ণনায় রয়েছে–

عن عائشة رضـ قالت ما شبع ال محمد صـ منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, মদীনায় হিজরত করে আসার পর থেকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর ওফাত পর্যন্ত রাসূল-পরিবারের সদস্যরা কখনো একাধারে তিনদিন যবের রুটি তৃপ্তি সহকারে আহার করেননি।[৭৪]

---

৭৩. প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৩।

৭৪. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮১৪।

Dhaka University Institutional Repository

বুখারী শরীফের অপর বর্ণনায় রয়েছে–

عن ابى هريرة رضـ انه مر بقوم بين ايديهم شاة مصلية فدعوه فابى أن يأكل قال خرج رسول الله م من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير -

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তাদের সামনে একটি ভূনা ছাগল ছিল। তারা তাদের সাথে খাওয়ার জন্য তাঁকে ডাকলো তিনি তাদের সাথে খেতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) এভাবেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন যে, কখনো তিনি কখনো যবের রুটি পেট ভরে তৃপ্তি সহকারে আহার করেননি।[৭৫]

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একাধারে একমাসও অতিবাহিত হয়ে যেত নবীর ঘরে রান্নার জন্য আগুন জ্বলতনা। এপ্রসঙ্গে বুখারী শরীফের বর্ণনায় রয়েছে–

عن عائشة رضـ قالت كان ياتى علينا الشهر ما نوقد فيه نارا انما هو التمر والماء -

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমাদের একমাসও এমন ভাবে কেটে গেছে যে, আমরা ঘরে আগুন জ্বালাতামনা। এই শুধু খেজুর ও পানি খেয়েই দিনাতিপাত করতাম।[৭৬] অপর এক বর্ণনায় রয়েছে-

عن عائشة رضـ انها قالت لعروة ابن اختى ان كنا لتنظر إلى الهلال ثلاثة اهلة فى شهرين وما اوقدت فى ابيات رسول الله صـ نار فقلت ماكان يعيشكم ؟ قالت الاسودان التمر والماء الا انه كان لرسول الله صـ جيران من الانصار كان لهم غنائم وكانوا يمتحون رسول صلى الله عليه وسلم من ابياتهم فيسقيناه -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি তার ভাগ্নে হযরত উরওয়াকে বললেন,ভাগ্নে! আমরা দু'মাসে তিনটি চাঁদ দেখে ফেলতাম অথচ রাসূলুল্লাহর (স.) ঘরসমূহে আগুন জ্বলতনা। উরওয়া বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে কি দিয়ে আপনারা দিনতিপাত করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) উত্তর দিলেন, এই দু'কালো খেজুর আর পানি দিয়ে। তবে রাসূলুল্লাহ্র (স.) কতিপয় আনসারী প্রতিবেশী ছিলেন তাদের দুগ্ধবর্তী উট ও বকরী ছিল তাদের ঘর থেকে সেগুলোর দুধ দোহন করে রাসূলুল্লাহ (স.) কে দিতেন। আর তিনি তা আমাদের পান করাতেন।[৭৭]

আরো এক বর্ণনায় রয়েছে সাহাবায়ে কেরাম প্রায়ই নবী-পরিবারে উপহার-উপঢৌকন পাঠাতেন। বিশেষভাবে যেদিন রাসূলুল্লাহ্ (স.) হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ঘরে অবস্থান করতেন সেদিন সাহাবায়ে কেরাম বেশী বেশী হাদিয়া, তোহফা পাঠাতেন।

---

৭৫. প্রাগুক্ত।

৭৬. সহীহ আল-বুখারী ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৫৬।

৭৭. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

এসম্পর্কে বুখারী শরীফের বর্ণনায় রয়েছে–

عن هشام بن عروة عن ابيه رضـ قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة قالت عائشة فاجتمع صواحبى إلى ام سلمه فقلن يا ام سلمة ،والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وانا نريد الخير كما تريده عائشة فمرى رسول الله صـ أن يأمر الناس ان يهدوا اليه حيث ماكان او حيث ما دار قالت فذكرت ذالك ام سلمة رضـ للنبى صـ قالت فاعرض عنى فلما عاد الى ذكرت له ذالك فاعرض عنى فلما كان فى الثالثة ذكرت له فقال ياام سلمة لاتوذينى فى عائشة فانه والله مانزل على الوحى وانا فى لحاف امرأة منكن غيرها ـ

উরওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূল (স.)-কে হাদিয়া দেয়ার জন্য আয়েশার গৃহে তার অবস্থানের দিন তালাশ করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, একদিন আমার সতীনগণ হযরত উম্মে সালামার (রা) নিকট সমবেত হয়ে বললেন, উম্মে সালামা! আল্লাহর কসম! লোকজন তাদের হাদিয়া প্রেরণের জন্য আয়েশার (রা) গৃহে রাসূলের (স.) অবস্থানের দিন তালাশ করেন। অথচ আয়েশার (রা) মত আমরা কল্যাণ কামনা করি। আপনি রাসূল (স.)-কে বলুন, তিনি যেন লোকদের বলে দেন, তারা যেন রাসূল (স.) যেদিন যেখানেই অবস্থান করেন সেখানেই তাদের হাদিয়া পাঠিয়ে দেন। উম্মে সালামা (রা) বলেন, তিনি হযরত রাসূল (স.) এর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স.) আমার কথা শোনে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পরে আমার গৃহে অবস্থানের জন্য পুনরায় এলে আমি সে কথা তাকে আবার বলি। এবারও তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তৃতীয়বার আমি সে কথা বললাম। তখন তিনি বললেন, উম্মে সালামা! আয়েশার (রা) ব্যাপারে তোমরা আমাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যে আয়েশা (রা) ব্যতীত অন্য কারো শয্যায় শায়িত অবস্থায় আমার উপর ওহী নাযিল হয়নি।[৭৮]

খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (স.) তার সহধর্মিনীদের প্রত্যেকের জন্য বাৎসরিক ভাতা নির্ধারণ করে দেন।[৭৯] তাবাকাত এর বর্ণনায় রয়েছে–

عن عبد الله الحكيم قال سمعت عبد الرحمن الاعرج محدث فى مجلسه بالمدينة يقول اطعم رسول الله صـ عائشة بخيبر ثمانين وسقا تمرا وعشرين وسقا شعيرا ويقال قمح ـ

আবদুল্লাহ আল হাকীম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুর রহমান আল আরাজকে মদীনায় তাঁর মজলিসে বর্ণনা করতে শোনেছি, হযরত রাসূল (স.) হযরত আয়েশা (রা)-কে খায়বরে আশি ওসাক খেজুর এবং বিশ ওসাক গম বা জব দিয়েছেন।[৮০]

৭৮. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩২।

৭৯. সুনান আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৭।

৮০. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু আয্ওয়াযে মুতাহহারাত-নবী করীম (স.)-এর সহধর্মিনীগণ দানশীলা ছিলেন। তাদের কাছে যাই থাকতো তাই তারা দরিদ্র ভিখারীদের মাঝে বিতরণ করে দিতেন। ফলে এই ভাতা তাদের সারা বছরের জন্য যথেষ্ট ছিলোনা। বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই শেষ হয়ে যেত।

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (স.) এর জন্য হযরত আয়েশার ঘরে যে বিভিন্ন প্রকার খাবার হাদিয়া পাঠাতেন অনেক সময়ই তিনি তা দরিদ্র মিসকীন ভিখারীদেরকে দান করে দিতেন। রাসূলুল্লাহ (স.) যখন ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করে জানতেন যে ঘরে কোন খাবার নেই তখন উভয়েই রোযা রেখে ফেলতেন। কখনো কখনো কোন সাহাবী সমান্য দুধ পাঠালে তা পান করেই তারা রাত কাটাতেন।

আয়েশার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা

আয়েশা (রাঃ) এর দাম্পত্য জীবন ছিল মাত্র নয় বছরের। অথচ তা ছিল সীমাহীন ভালবাসা, পারস্পরিক সহমর্মিতা, অসীম প্রেম ও নিষ্ঠায় ভরপুর। দারিদ্র্যের কষাঘাতসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাঁদের মধুর দাম্পত্যে কখনও ফাটল ধরেনি। সৃষ্টি হয়নি কোন রূপ মনোমালিন্য ও তিক্ততার। আয়েশার (রাঃ) প্রতি রাসূলের অকৃত্রিম ভালবাসা অন্যান্য স্ত্রীদের জন্য ঈর্ষার কারণ হয়ে দেখা দিয়ে ছিল। সকল স্ত্রীর পরামর্শে উম্মু সালামা (রাঃ) এ বিষয়ে কথা বলতে আসলে, নবী (সা) তাঁকে বললেন ঃ আয়েশার (রাঃ) ব্যাপারে তোমরা আমাকে বিরক্ত করবে না। কারণ আয়েশা ছাড়া আর কোন স্ত্রীর গৃহে আমার উপর ওহী নাযিল হয়নি।[৮১] ইমাম যাহাবী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এর এ বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অন্যদের তুলনায় আয়েশা (রাঃ) কে অধিক ভালবাসার অন্যতম কারণ হলো ঃ আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহর ইঙ্গিতেই তিনি আয়েশা (রাঃ) কে এত অধিক ভালবাসতেন।[৮২] আমর ইবনুল আস (রাঃ) 'যাতুল সুলাসিল'[৮৩] যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে একদা নবী (সা) কে জিজ্ঞেস করলেন, এ জগতে আপনার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ আয়েশা। তিনি বললেন ঃ আমি পুরুষ সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। নবী (সা) বললেন ঃ আয়েশার পিতা।[৮৪] এতে বুঝা যায় যে, মহানবী (সা) আয়েশা (রাঃ) এর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন অন্তিম শয্যায় শায়িত তখন বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, আজ কি বার? সবাই বুঝতে পারলো যে, তিনি আয়েশা (রাঃ)-এর বারর দিনটির অপেক্ষা করছেন। সুতরাং তাঁকে আয়েশা (রাঃ) এর হুজরা নিয়ে যাওয়া হলো।[৮৫] ১৩ (তের) দিন নবী (সা) অসুস্থ ছিলেন, তন্মধ্যে ৫ দিন ব্যতীত বাকী আট দিন তিনি আয়েশার (রাঃ) গৃহে অবস্থান করেন। আয়েশা (রাঃ) এর রানের উপর মাথা রেখেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নবী জীবনের একেবারে অন্তিম মুহূর্তে আবদুর রহমান ইবন আবু বকর (রাঃ) একটি কাঁচা মিসওয়াক হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) কে দেখতে আসেন। রাসূল (সা) এর দৃষ্টি বার বার ঐ মিসওয়াকের দিকে পড়তে লাগলো। আয়েশা (রাঃ) বুঝতে পারলেন, তিনি সেটা চাচ্ছেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি সেটা নিয়ে ধুয়ে চিবিয়ে

---

৮১. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৩।

৮২. সিয়ারু আ'লামিন, নুবালা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৩।

৮৩. আহমদ আলী সাহারানপুরী, হাশিয়া সহীহ আল-বুখারী (দেওবন্দ ঃ আসাহহুল মাতাবি, তা. বি) ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৫; সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহিকুল মাখতুম, (রিয়াদ ঃ দারুস সালাম, ১৪১৪/১৯৯৪) পৃ. ৩৯২-৩৯৩।

৮৪. তাহযীবুত তাহযীব, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৬৩।

৮৫. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪০।

Dhaka University Institutional Repository

নরম করে রাসূল (সা) কে দিলাম। তিনি সেটা দিয়ে সুন্দর করে মিসওয়াক করলেন। তারপর আমাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য হাত বাড়ালেন, কিন্তু হাত নিচে পড়ে গেল। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর জন্য সকল-প্রশংসা, যিনি তাঁর রাসূলের অন্তিম মুহূর্তে তাঁর ও আমার থুথু মিলিত করেছেন।[৮৬] আয়েশা (রাঃ) আরো বলেন, আমার মধ্যে এমন দশটি গুণ রয়েছে যা রাসূলুল্লাহ (সা) এর অন্য স্ত্রীদের মধ্যে নেই। তাহলো ঃ[৮৭]

১. কুমারী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে শুধু আমারই বিয়ে হয়।

২. জিব্রাঈল (আ.) রেশমে আমার প্রতিকৃতি জড়িয়ে নবী (সা) এর কাছে নিয়ে এসে বলেছেন ঃ তাঁকে বিয়ে করুন, কারণ তিনি আপনার স্ত্রী।

৩. আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য বারাআত বা পবিত্রতার আয়াত নাযিল করেন।

৪. আমার পিতা-মাতা উভয়েই ছিলেন মুহাজির।

৫. আমি নবী (সা) এর সম্মুখে থাকতাম এবং তিনি নামাযে মশগুল হতেন।

৬. আমি এবং রাসূল (সা) একই পাত্রে গোসল করতাম।

৭. রাসূল (সা) আমার বিছানায় থাকা অবস্থায় ওহী নাযিল হতো।

৮. আমার পালার দিনেই রাসূল (সা) ইন্তিকাল করেন।

৯. মৃত্যুর সময় নবী করীম (সা) এর পবিত্র মাথা আমার কোলের উপর ছিল।

১০. আমার হুজরাতেই বিশ্বনবী (সা) কে দাফন করা হয়।

আয়েশা (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত দানশীলা। আল্লাহর সন্তুষ্টি, তাঁর উপাসনা ও স্বামীর আনুগত্য ছিল তাঁর জীবনের ব্রত।

শিক্ষা জীবন ঃ বর্তমান সময়ের মত তৎকালীন আরবে শ্রেণীগত শিক্ষার প্রচলন ছিল না। এক্ষেত্রে মেয়েদের অবস্থান ছিল আরো সীমিত। ইসলামের সূচনালগ্নে কুরায়শ বংশে মাত্র সতের জন লেখা-পড়া জানতো। তন্মধ্যে শিফা বিনত আব্দিল্লাহ নামে একজন মাত্র মহিলা ছিল লেখাপড়া জানা।[৮৮] ইসলাম বিদ্যা অর্জনের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করায় মুসলমানদের মাঝে শিক্ষার প্রসার ঘটে। নবী পত্নীদের মধ্যে হাফসা ও উম্মুল সালামা (রাঃ) সহ বেশ কিছু মহিলা সাহাবী পর্যায়ক্রমে লেখাপড়ার সাথে পরিচিতা হন।

মহানবী (সা) এর বহু বিবাহ বিশেষত অপরিণত বয়সে আয়েশা (রাঃ) কে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণের মাঝে প্রভূত কল্যাণ ও হিকমাত নিহিত ছিল। বিশ্বনবী হিসেবে রাসূল (সা) এর সাহচর্যের বারাকাত যদিও অগণিত পুরুষকে সৌভাগ্য ও সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছিল। কিন্তু স্বাভাবিক কারণে সাধারণ মহিলা সমাজ এ সৌভাগ্য লাভে হচ্ছিল অনেকাংশে বঞ্চিতা। সেই প্রেক্ষাপটে নবী পত্নীদের মাধ্যমেই তাঁর সাহচর্যের ফয়েয ও বারাকাতের রহস্য গোটা মহিলা জাতির মধ্যে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়।

---

৮৬. মুসনাদ আহমাদ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৮।

৮৭. আত-তাবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৩-৬৪।

৮৮. বালাযুরী, ফুতুহুল বুলদান, (বৈরূতঃ দারু ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল, ১৯৮৮), পৃ. ৪৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

কুমারী হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে একমাত্র আয়েশা (রাঃ) নবুওয়াতের ফয়েয ও বারাকাত লাভে ধন্য হন। বাল্য ও কৈশোর শিক্ষা লাভের সুবর্ণ সময়। সৌভাগ্যক্রমে এ বয়সের তাঁর পুরোটা সময় কেটেছে নবী (সা) এর একান্ত সান্নিধ্যে। নয় বছরের দাম্পত্য জীবনে তিনি যে উচ্চ শিক্ষা ও অগাধ জ্ঞান লাভ করতে সামর্থ্য হয়েছিলেন তা দেখে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, তিনি নয় বছর বয়সে স্বামী গৃহে প্রেরিত হন নাই; বরং ভর্তি হয়েছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে, আর আঠারো বছর বয়সে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নিকট হতে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ডিগ্রী হাসিল করে বিশ্ববিদ্যালয় হতে বের হয়েছিলেন। তিনি এমন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেন যে, সারা বিশ্বের নারী গোষ্ঠীর জন্য তা উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হয়।[৮৯]

কুরায়শ বংশে কুষ্ঠিবিদ্যা ও কাব্য শাস্ত্রে আবূ বকর (রাঃ) ছিলেন সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি। পিতার তত্ত্বাবধানে থাকাকালেই আয়েশা (রাঃ) এ শাস্ত্রদ্বয়ে পারদর্শিতা অর্জনে সক্ষম হন।[৯০] রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট হতে ইসলামী শরী'আতের বিভিন্ন শাখায় অগাধ জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি স্বীয় পিতার কাছে তিনি ইতিহাস ও সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন।[৯১] চিকিৎসা সম্পর্কীয় জ্ঞান অর্জন করেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আগত প্রতিনিধিদের কাছ থেকে।

একদা উরওয়া আয়েশা (রাঃ) কে বললেন, আপনার ফিকহ, কাব্য ও প্রাচীন আরবের ইতিহাস সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমার আশ্চার্যান্বিত করেনি, কারণ এ জ্ঞান অর্জন আপনার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানে আপনার পারদর্শিতা আমায় বিস্মিত করেছে। এ জ্ঞান আপনি কিভাবে আয়ত্ত্ব করেছেন? উত্তরে আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এর অসুস্থতার সময়ে আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চিকিৎসক আসতো। তারা বিভিন্নধর্মী ব্যবস্থা পত্র ও ঔষধ দিত। আর আমি সেইভাবে চিকিৎসা করতাম। সেখান থেকেই আমি এ জ্ঞান অর্জন করেছি। কিংবা তাঁর জবাব এরূপ ছিল যে, আমি বা অন্য কেউ অসুস্থ হলে যে ঔষধ ও ব্যবস্থা পত্র দেয়া হতো, সেখান থেকে এ জ্ঞান আমি বর্জন করেছি। তাছাড়া একে অন্যকে যে সব রোগ ও ঔষধের কথা বলেছে, আমি তা স্মৃতিতে ধরে রেখেছি।[৯২]

এমনিভাবে আয়েশা (রাঃ) বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করে বিশ্বের নারী সমাজের মাঝে অনন্য মর্যাদায় বিভূষিতা হন। বিভিন্ন হাদীসে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার অনেক বর্ণনা এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "পুরুষদের মধ্যে অনেকে পূর্ণতা অর্জন করেছে, কিন্তু মহিলাদের মধ্যে মারইয়াম বিনত ইমরান এবং ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া বৈ আর কেউ পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। তবে গোটা নারী জাতির উপর আয়েশা (রাঃ)-এর মর্যাদা তেমন শ্রেষ্ঠ, যেমন যাবতীয় খাদ্যের মাঝে সারীদ এর মর্যাদা শ্রেষ্ঠ"।[৯৩]

রাসূলুল্লাহ (সা) আয়েশা (রাঃ) কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। প্রেমান্বয় তাঁর রূপ যৌবন ও সৌন্দর্যের কারণেই ছিল না, এর পশ্চাতে তাঁর বহুমুখী মানবীয় গুণাবলি, জ্ঞান, শিক্ষা, মেধা-মনন প্রভৃতিও ক্রিয়াশীল ছিল।

---

৮৯. হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩।

৯০. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

৯১. মুসনাদ আহমাদ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৭।

৯২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮২-১৮৩।

৯৩. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩২; আনসাবুল আশরাফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৩।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আয়েশা (রা) এর জীবনের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ ইফক বা মিথ্যা অপবাদ আরোপের ঘটনা।
- ❑ তায়াম্মুমের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা।
- ❑ তাহরীম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ ঈলা।
- ❑ তাখয়ীর।
- ❑ স্বামীর আনুগত্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ অপরাপর স্ত্রীদের সাথে সুসম্পর্ক।
- ❑ অপরাপর স্ত্রীদের সন্তানদের সাথে সদ্ব্যবহার।
- ❑ রাসূল (স)-এর ওফাত ও আয়েশা (রা)-এর বৈধব্য।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আয়েশা (রাঃ) এর জীবনের সাথে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

আয়েশা (রাঃ) এর পবিত্র জীবনে চারটি ঘটনা অত্যন্ত আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ। এ ঘটনা চতুষ্টয় হলো ঃ ইফক, ঈলা, তাহরীম ও তাখাইয়ির।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইফক বা মিথ্যা অপবাদ আরোপের ঘটনা

পঞ্চম মতান্তরে ৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) বানু মুসতালিক বা আল মুরায়সী যুদ্ধে যাত্রা করেন। এ যুদ্ধে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশাও (রাঃ) শরীক ছিলেন।[১]

অনেক মুনাফিক মুসলমান এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। এ যুদ্ধাভিযানেই মুনাফিকরা আয়েশা (রাঃ) এর চারিত্রিক নিষ্কলুষতা কে কেন্দ্র করে এক ষড়যন্ত্র করে। তারা আয়েশা (রাঃ) এর পুত পবিত্র চরিত্রের উপর নেহায়েত আপত্তিকর মিথ্যা দোষারোপ করে বসে। মূল ঘটনাটি আয়েশা (রাঃ) ভাষ্যে বিভিন্ন হাদিস ও সীরাত গ্রন্থ অবলম্বনে সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এর অভ্যাস ছিলো দূরে কোথাও সফরে গেলে কুরআ বা লটারীর মাধ্যমেই নির্বাচিতা তাঁর কোন এক পত্নীকে সফর সঙ্গী করতেন। বানূ মুসতালিক যুদ্ধে আমি সফর সঙ্গী নির্বাচিতা হই। এটা পর্দার বিধান নাযিল হওয়া উত্তর ঘটনা। পর্দা রক্ষার জন্য আমাকে হাওদাসহ উটের পিঠে উঠানো-নামানো হতো। রাসূলুল্লাহ (সা) এ যুদ্ধ হতে ফেরার পথে রাতে মদীনার নিকটস্থ কোন এক স্থানে তাবু গেড়ে অবস্থান করেন। রাতের শেষাংশে যাত্রা শুরু করার নির্দেশ আসে। আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য বাইরে যাই। প্রয়োজন সেরে বাহনের কাছে ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখি, আমার গলার হার হারিয়ে গিয়েছে। আবার ফিরে গিয়ে তা খুঁজতে শুরু করি। এতে বেশ দেরী হয়ে যায়। আমি হাওদার মধ্যে আছি ভেবে লোকেরা সাওয়ারীর পিঠে হাওদা উঠিয়ে দেয়। ঐ সময়ে খাদ্যাভাবের কারণে আমরা মেয়েরা ছিলাম খুবই হালকা-পাতালা।

সৈন্য বাহিনী রওয়ানা হওয়ার পর আমি হার খুঁজে পেলাম এবং ফিরে এসে দেখি সামনে কেউ নেই। মনে করলাম, তাঁরা আমাকে দেখতে না পেয়ে অবশ্যই আমার সন্ধানে ফিরে আসবে। কাজেই যে স্থানে আমি ছিলাম সেখানে গিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে পড়লাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। বনু সালাম গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবন মু'আত্তাল পিছনে ছিলেন। প্রত্যুষে তিনি আমার অবস্থান স্থলের নিকট পৌছে নিদ্রাবস্থায় দেখে আমায় চিনে ফেলেন এবং ইন্না লিল্লাহ পড়লেন। তাঁর আওয়াজ শুনে আমি জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর শপথ! আমাদের মধ্যে কোন কথা বার্তাই হয়নি। তিনি বাহন হতে অবতরণ করলেন এবং বাহনকে বসিয়ে তার পা কষে বাঁধলে আমি তাতে আরোহণ করলাম। তিনি লাগাম ধরে হেটে

১. সাইয়্যিদ সুলায়মান আলী নদভী, নবীই রহমত, (লাখনো ঃ দারুল উলূম ২য় সং, ১৪০১/১৯৮১), পৃ. ২৭২-২৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

চললেন। প্রায় দুপুরের সময় আমরা কাফেলাকে ধরলাম। তখন তাঁরা বিশ্রামের জন্য একটি স্থানে কেবল মাত্র থেমেছে। আমি যে পিছনে রয়ে গেছি এ কথা তাঁদের কারো জানা ছিল না। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার উপর মিথ্যা অপবাদ রটানো হলো। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই ছিল এ অপপ্রচারের অগ্রনায়ক। এছাড়াও মুসলমানদের মধ্যে হাসসান ইবন সাবিত, মিসবাহ ইবন উসামাহ এবং হামনা বিনত জাহাশও এতে জড়িয়ে পড়েন।

আয়েশা (রা) বলেন ঃ মদীনায় পৌঁছে আমি এক মাস যাবৎ অসুস্থ ছিলাম। এদিকে অপবাদের বিষয় নিয়ে লোকজনের মধ্যে কানা-ঘুষা হতে লাগলো। কিন্তু এ সবের আমি কিছুই জানতাম না। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছিল এবং তা দৃঢ় হচ্ছিল এ কারণে যে, আমার অসুস্থতার পূর্বে রাসূল (সা) যেভাবে আমার দেখা শুনা করতেন। এবারে তা করছেন না। বরং এবার 'আমি কেমন আছি'? জিজ্ঞেস করেই চলে যেতেন। এতে আমার মনে বড় সংশয় সৃষ্টি হলো। ভাবতাম হয়তো কিছু একটা ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে অনুমতি সাপেক্ষে মায়ের নিকট চলে গেলাম। যাতে তিনিই আমার সেবা-শুশ্রূষা ভালোভাবে করতে পারেন।

একদা রাতের বেলায় প্রকৃতির ডাকে সারা দিতে বের হলাম। তখন আমরা সাধারণ আরববাসীদের প্রধান অভ্যসমত পায়খানার জন্য এলাকার বাইরে মাঠে বা ঝোপ-ঝাড়ে চলে যেতাম। 'উম্মু মিসতাহ'[২] ঐ রাতে আমার সাথে গিয়েছিল। কাজ সেরে ফেলার পথে উম্মু মিসতাহ পায়ে কাপড় জড়িয়ে পরে গিয়ে বলে উঠলেন, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি বললাম, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নিজ পুত্রের ব্যাপারে এমন কথা বললেন? উম্মু মিসতাহ বললেন ঃ সে তোমার সম্পর্কে কি বলে বেড়াচ্ছে, তাতো তুমি শোননি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে আমার সম্পর্কে কি বলছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের কার্যকলাপ ও প্রচারণা সম্পর্কে আমায় অবহিত করলেন।

এ ঘটনা শুনে আমার রক্ত যেন শুকিয়ে গেল। সোজা ঘরে ফিরে এসে সারারাত কেঁদে কেঁদে কাটালাম। ওহী আসতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর পত্নী বিচ্ছেদের ব্যাপারে পরামর্শ চেয়ে আলী ইবন আবী তালিব এবং উসামা ইবন যায়দ (রাঃ) কে ডেকে পাঠালেন। উসামা আয়েশা (রাঃ) এর পবিত্রতার বিষয়ে দৃঢ় মনোবল হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আপনার স্ত্রী (আয়েশা) সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানিনা। আপনি তাঁকে নিজের কাছেই রাখুন। আলী (রাঃ) বললেন, হে নবী! আল্লাহ তো আপনার সংকীর্ণতা রাখেননি। তিনি ছাড়া তো আরো বহু মেয়ে সমাজে আছে। তিনি আপনী দাসী বারীরাকে ডেকে বলেন, তুমি কি আয়েশার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখেছ? বারীরা বলল, সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, আমি তাঁর মাঝে খারাপ বা আপত্তিকর কিছু লক্ষ্য করিনি। তবে তিনি অল্প বয়স্ক কিশোরী হওয়ার কারণে শুধু এতটুকু দোষ দেখেছি যে, রুটি তৈরি করার জন্য আটা খামীর করে রেখে তিনি মাঝে মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তেন, আর বকরী এসে তা খেয়ে ফেলতো।

---

২. উম্মু মিসতাহ্ হলেন আবূ রুহম ইবন আবদুল মুত্তালিব ইবনে আবদ মানাফের কন্যা। তার মা ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর খালা সাখার ইবন আমরের কন্যা। তার পুত্র মিসতাহর পিতা ছিলেন আসাসা ইবন আব্বাদ ইবনুল মুত্তালিব। রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

সে দিন রাসূলুল্লাহ (সা) এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, হে সাহাবীগণ! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে আমার স্ত্রীর উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমায় যে কষ্ট দিয়েছে তার আক্রমণ হতে আমায় রক্ষা করতে পারে? আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রীদের মধ্যে কোন দোষ দেখতে পাইনি। একথা শুনে উসায়দ ইবন হুদায়র মতান্তরে সা'দ ইবন মু'য়ায (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! অভিযোগকারী যদি আমাদের বংশের লোক হয়ে থাকে, তবে আমরা তাকে হত্যা করবো। আর আমাদের ভ্রাতা খাযরাজ গোত্রের লোক হলে আপনি যা বলবেন তাই করবো। এই কথা শুনেই খাযরাজ গোত্র নেতা সা'দ ইবন উবাদা দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি মিথ্যা বলছো, কিছুতেই তাকে তুমি মারতে পারবে না। সে খাযরাজ গোত্রভুক্ত বলেই তুমি তাকে হত্যা করার কথা বলছো। সে তোমাদের গোত্রের হলে কখনই তাকে হত্যা করার কথা বলতে না। জবাবে তাকে বলা হলো, তুমি তো মুনাফিক, এই জন্য মুনাফিকদের সমর্থন দিচ্ছো।

এরূপ কথা কাটাকাকাটির দরুন মসজিদে নববীতে গোলযোগের সৃষ্টি হলো। আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা মসজিদের মধ্যে লাড়ইয়ে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু নবী (সা) তাদেরকে বুঝিয়ে শান্ত করেন। একমাস ব্যাপী এই মিথ্যা দোষারোপের বানোয়াট কথা সমাজের পর্যালোচনার বস্তুতে পরিণত হলো। রাসূল (সা) মানসিকভাবে অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত হলেন। আমি অবিরাম কাঁদতে লাগলাম। আমার পিতা-মাতাও খুব উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে কালাতিপাত করছিলেন। শেষে নবী করীম (সা) একদিন আমার পাশে এসে বসলেন। আমার পিতা-মাতা ভাবলেন, আজ হয়ত কোন সিদ্ধান্তমূলক রায় হয়ে যাবে। এ কারণে তাঁরাও কাছে এসে বসলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ হে আয়েশা (রাঃ) তোমার সম্পর্কে উত্থাপিত অপবাদ-অভিযোগ আমার কানে পৌঁছেছে। তুমি যদি নির্দোষ হয়ে থাকো, তাহলে আশা করি আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ ও প্রমাণ করে দেবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাকো, তবে আল্লাহর নিকট তাওবা করে ক্ষমা চাও, অপরাধী যখন অপরাধ স্বীকার করে তওবা করে, আল্লাহ তখন ক্ষমা করে দেন।

এ কথা শুনে আমি হত-বিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। আব্বু-আম্মুকে বললাম, আপনারা রাসূলের কথার জবাব দিন। তাঁরা বললেন, কি বলে যে, উত্তর দিবো তা আমাদের বুঝে আসছে না। তখন আমি বললাম, আপনাদের কানে একটা কথা এসে তা বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এখন যদি আমি নির্দোষ বলে প্রলাপ করি তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি শুধু শুধুই এমন একটি অন্যায় কর্মকে স্বীকার করে নেই, যার সাথে আদৌ আমার কোন সংশ্লিষ্টতা নেই, আল্লাহ জানেন যে, আমি নির্দোষ তবে আপনারাও তা সত্য বলে মেনে নিবেন। আমি তখন ইয়াকূব (আ.) এর নামটি স্মরণের চেষ্টা করলাম, কিন্তু তা স্মৃতিতে এলো না। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, এ পর্যায়ে আমি ঐ কথা বলা বৈ গত্যন্তর দেখছি না, যা ইউসুফ (আ.) এর পিতা ইয়াকূব (আ) বলেছেন। তা হলো ঃ

فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون -

"এখন ধৈর্য্য ধারণ করাই উত্তম পন্থা, আর তোমরা যা কিছু বলেছ, সে ব্যাপারে আল্লাহই একমাত্র সহায়।"[৩] একথা বলে আমি অপর দিকে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। মনে মনে ভাবলাম,

৩. সূরা ইউসুফ ঃ ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ আমার নির্দোষিতা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। নিশ্চয় তিনি প্রকৃত সত্য উন্মোচন করে দিবেন। আমার কোন বিষয়ে আল্লাহ আয়াত নাযিল করবেন নিজেকে আমি এতখানি যোগ্য মনে করিনি, বরং আমি এতটুকু আশা করতাম যে, স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রাসূল (সা) কে আমার পবিত্রতা সম্পর্কে হয়ত জানিয়ে দিবেন।

আল্লাহর শপথ। রাসূলুল্লাহ (সা) তখনও তাঁর জায়গা ছেড়ে উঠেন নি এবং বাড়ীর কোন লোকও তখন বাইরে যায়নি, এমন সময় নবী (সা) এর উপর ওহী নাযিল হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হলো, তীব্র শীতের মধ্যে তাঁর চেহারা হতে টপ টপ করে ঘামের ফোটা পড়তে লাগলো। আমরা সবাই চুপ হয়ে গেলাম। আমি সম্পূর্ণ নির্ভয় ছিলাম, কিন্তু আমার পিতা-মাতা অস্থির ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। ওহী অবতরণের অবস্থা শেষ হয়ে গেলে রাসূল (সা) কে অত্যন্ত প্রফুল্ল মনে হলো। তিনি হাস্যোজ্জল বদনে প্রথমেই বললেন, হে আয়েশা! তোমায় সুসংবাদ। আল্লাহ তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করে ওহী নাযিল করেছেন। অতঃপর তিনি সূরা নূর এর ১১ নং আয়াত থেকে ২১ নং আয়াত পর্যন্ত পাঠ করে শুনালেন।

মা তখন আমায় বললেন ঃ ওঠো, রাসূলুল্লাহ (সা) এর শুকরিয়া আদায় কর। আমি বললাম, আমি না উনার শুকরিয়া আদায় করবো, না আপনাদের দু'জনের। আমি তো সেই মহান প্রভূর শুকরিয়া আদায় করছি। যিনি আমার নির্দোষিতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আয়াত নাযিল করেছেন। আপনারা তো এ বানোয়াট অপবাদ ও অভিযোগকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করেন নি।[৪]

ইফক এর এ ঘটনাকে পুঁজি করে পাশ্চাতের ইসলাম বিদ্বেষী একটা মহল আয়েশা (রাঃ) এর বিষয়ে সমালোচনার অপপ্রয়াস চালানোর চেষ্টা করেছে অথচ আল্লাহ প্রদত্ত আয়েশা (রাঃ) এর চারিত্রিক সনদ এহেন মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দিয়েছে প্রাথমিক পর্যায়েই। আল্লাহর কোন কাজেই অন্তসার শূন্য নয়, বরং সবকিছুর পশ্চাতেই একটা উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। ইফক এর এ ঘটনা অবতারণের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো বিশ্ব নারী জাতিকে সকল বিপদে দৃঢ়তা অবলম্বন ও ধৈর্য্য ধারণের শিক্ষা দেয়া।[৫]

তায়াম্মুমের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা

মুরাইসী যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে জাতুল জাইশ অথবা আলকাদা নামক স্থানে হযরত আয়েশা (রা)-এর হারটি গলা থেকে ছিড়ে কোথাও পড়ে যায়। পূর্বের ঘটনার কারণে তিনি যথেষ্ট সতর্ক হয়েছিলেন। ফলে সাথে সাথে হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) কে বিষয়টি অবগত করলেন। সময়টা ছিল ভোর হওয়ার কাছাকাছি সময়। রাসূলুল্লাহ (স.) কাফেলার সকলকে যাত্রা বিরতির নির্দেশ দিলেন। দ্রুত এক ব্যক্তিকে হারটি খুঁজে বের করার দায়িত্ব দিলেন। ঘটনাক্রমে সৈন্যরা যেখানে তাঁবু গেড়ে অবস্থান করছিলেন সেখানে কোন পানি ছিল না। এদিকে নামাযের সময় হয়ে গেল। লোকেরা ভীত সন্ত্রান্ত হয়ে হযরত আবূ বকরের (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) কাফেলার লোকদেরকে কি বিপদে ফেলে দিলেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) সোজা হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট চলে গেলেন। গিয়ে দেখলেন হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত আয়েশার হাটুর

৪. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮৬-৯১; রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৩-২৮০।

৫. হাদিস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

উপর মাথা রেখে একটু বিশ্রাম করছেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) উত্তেজিত কণ্ঠে মেয়েকে বললেন, তুমি সব সময়ই মানুষের জন্য নতুন নতুন বিপদ ডেকে আন। একথা বলতে বলতে রাগে-ক্ষোভে তিনি হযরত আয়েশার পাঁজরে কয়েকটি খোঁচাও মারলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) ঘুমের ব্যাঘাত হবে ভেবে হযরত আয়েশা একটুও নড়লেন না। ভোর হলে হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) ঘুম থেকে জেগে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হলেন। নামাযের জন্য অযূ করা ফরয এটা ইসলামের বিধান। কিন্তু অযূর পানি না পাওয়া গেলে কি করতে হবে সে সম্পর্কে ইসলামের কোন বিধান তখনো অবতীর্ণ হয়নি। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তায়াম্মুম বিধান সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হলো–

وإن كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماءفتيمموا صعيداً طيبا فامسحوا بوجوهم وايديكم إن الله كان عفوا غفوراً -

তোমরা যদি অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ যদি শোচাগার থেকে আসে অথবা তোমরা নারীসম্ভোগ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং মাসেহ করবে মুখমণ্ডল ও হাত। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মোচনকারী, ক্ষমাশীল।[৬]

এতক্ষণ যে মুসলিম সেনাবাহিনী- উদ্বিগ্ন উত্তেজিত ছিলেন তায়াম্মুমের বিধান অবতীর্ণ হওয়ায় তারা সীমাহীন আনন্দিত হলেন। হযরত উসাইদ ইবনে হুদায়র (রাঃ) আবেগাপ্লুত হয়ে বলে উঠলেন, হে আবূ বকর সিদ্দিকের পরিবার বর্গ! ইসলামে এটা আপনাদের প্রথম কল্যাণ নয়। হযরত আয়েশাকে (রাঃ) লক্ষ্য করে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আপনার উপর যখনই কোন বিপদ এসেছে- যা আপনি পছন্দ করেননি তখনই আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে আপনার ও মুসলমানদেরকে কোন না কোন কল্যাণ দান করেছেন।

কিছুক্ষণ পূর্বে যে আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) মেয়েকে শায়েস্তা করছিলেন, শাসন করছিলেন রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়ছিলেন, তিনি ই এখন গর্বের সাথে মেয়েকে বলতে লাগলেন, আমার কলিজার টুকরা, আমার জানা ছিলনা যে তুমি এতই কল্যাণময়ী। তোমার উছিলায় আল্লাহ তাআলা গোটা মুসিলম উম্মাহকে এতবড় কল্যাণ, বরকত ও সহজ বিধান দান করলেন। অবশেষে পুনরায় যাত্রা শুরু করার জন্য যখন হযরত আয়েশার উটটি উঠানো হলো তখন সেই উটের নিচেই হারানো হারটি পাওয়া গেল।[৭] পূর্ণ ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ বুখারী শরীফসহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের বিভিন্ন বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে। বুখারী শরীফের বর্ণনাটি নিম্নরূপ–

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল (স.) এর সঙ্গে কোন এক সফরে ছিলাম। যখন আমরা "বায়দা" অথবা "জাতুল জাইশ" নামক স্থানে পৌছলাম তখন আমার একখানা হার হারিয়ে গেল। রাসূল (স.) সেখানে হারের খোঁজে থেমে গেলেন। লোকেরাও তাঁর সঙ্গে থেমে গেল। অথচ তাঁরা পানির নিকট ছিলেন না। তখন লোকেরা হযরত আবু বকর (রা) এর নিকট এসে বললেন, আয়েশা কি করেছেন আপনি কি তা দেখেননি? তিনি হযরত রাসূল (স.) ও লোকদের আটকে রেখেছেন। অথচ তারা পানির নিকট নেই এবং তাদের সাথেও পানি নেই। আবু

৬. সূরা নিসা : ৪৩।

৭. সীরাতে আয়েশা (রাঃ), পৃ. ৯৪; আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯১-৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

বকর (রা) আমার নিকট আসলেন। তখন রাসূল (স.) আমার উরুর উপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। আবু বকর বললেন, তুমি রাসূল (স.) ও লোকদের আটকে রেখেছ। অথচ আশেপাশে কোথাও পানি নেই এবং তাদের সাথেও পানি নেই। হযরত আয়েশা বলেন, আবু বকর আমাকে খুব তিরস্কার করলেন। আর আল্লাহর ইচ্ছা তিনি যা খুশী তা বললেন। তিনি আমার কোমরে আঘাত করতে লাগলেন। আমার উরুর উপর রাসূল (স.) এর মাথা থাকায় আমি নড়তে পারছিলাম না। রাসূল (স.) ভোরে উঠলেন কিন্তু পানি ছিল না। তখন আল্লাহ তায়ালা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করলেন। তারপর সবাই তায়াম্মুম করে নিলেন। উসায়দ ইবনে হুদায়র বললেন, হে আবু বকরের পরিবারবর্গ এটাই আপনাদের প্রথম বরকত নয়। আয়েশা বলেন, তারপর আমি যে উটে ছিলাম তাকে দাঁড় করালে দেখি আমার হার তার নিচে পড়ে আছে।[৮]

বুখারীর আরো একটি বর্ণনায় রয়েছে–

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় প্রবেশের পথে বায়দা নামক স্থানে আমার গলার হারটি পড়ে গেল। নবী করীম (স.) সেখানে উট বসিয়ে অবস্থান করলেন। তিনি আমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা) এসে আমাকে কঠোরভাবে থাপ্পর লাগালেন। বললেন, একটি হার হারিয়ে তুমি সকলকে আটকে রেখেছ। একদিকে তিনি আমাকে ব্যাথা দিয়েছেন, অপরদিকে রাসূল এ অবস্থায় আছেন এতে আমি মৃত্যু যাতনা ভোগ করছিলাম। তারপর রাসূল (স.) জাগ্রত হলেন। ফজর নামাযের সময় হল। পানি খুঁজে পাওয়া গেল না। তখন নাযিল হলো– يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم তোমরা যখন নামাযের ইচ্ছা করবে তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে।[৯] উসায়দ ইবনে হুদায়র বললেন, হে আবু বকরের বংশ! আল্লাহ তোমাদের কারণে মানুষের জন্য বরকত নাযিল করেছেন। তোমাদের আপদমস্তক তাদের জন্য বরকতই বরকত।[১০]

বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মত হচ্ছে, বনুল মুসতালিক যুদ্ধে তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। বরং এযুদ্ধের পর অন্য কোন সফরে এই ঘটনাটি ঘটে। এবং এ ঘটনার প্রেক্ষিতে তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হয়। মুজামে তাবরানীর বর্ণনার বর্ণনায় রয়েছে- হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার আমার গলার হারটি হারিয়ে যায় যে প্রেক্ষিতে মিথ্যা রটনাকারীরা যা বলার তো বললই। এপর অন্য আরেকটি ভ্রমণে আমি হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে ছিলাম। আবার আমার হারটি হারিয়ে গেল। হারটির খুঁজে আমাদের সেখানে যাত্রাবিরতি করে থামতে হল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) বললেন, মেয়ে! তুমি প্রতিটি সফরেই মানুষের জন্য, সফর সঙ্গীদের জন্য কষ্টের কারণ ও বিপদ হয়ে দাঁড়াও। তখন মহান আল্লাহ তাআলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করেন। যাতে পানি পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের বিধান দেয়া হয়। তায়াম্মুমের এই সহজ বিধান অবতীর্ণ হওয়ায় হযরত আবূ বকর (রাঃ) যার পরনেই খুশি ও আনন্দিত হন। ফলে তিনি নিজ মেয়ে হযরত আয়েশাকে (রাঃ) লক্ষ্য করে তিনবার বললেন, انك لمباركة – انك لمباركة انك لمباركة –মেয়ে! নিশ্চয় তুমিতো বড়ই কল্যাণময়ী, মেয়ে! নিশ্চয় তুমি বড়ই

৮. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮।

৯. আল-কুরআন, সূরা মায়েদা-৬।

১০. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬২।

Dhaka University Institutional Repository

কল্যাণময়ী। মেয়ে! নিশ্চয়ই তুমি তো বড়ই কল্যাণময়ী। এই বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তায়াম্মুমের আয়াতটি বনুল মুসতালিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি। বরং এরপর অন্য কোন যুদ্ধে, সফরে আবার এমন স্থানে হযরত আয়েশার (রাঃ) সেই হারটিই হারিয়ে যায় যেখানে পানি ছিল না। ফজরের নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল। তখন সুস্পষ্ট এই তায়াম্মুমের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[১১]

তাহরীম

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পবিত্র বিবিগণের মধ্যে দুটি জোট বা দল ছিল। একজোটে ছিলেন– হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত হাফসা (রাঃ), হযরত সাওদা (রাঃ), হযরত সাফিয়া (রাঃ) আর অপর জোটে ছিলেন হযরত যয়নব ও অন্যান্য বিবিগণ।[১২] রাসূলুল্লাহর (স.) স্বাভাবিক অভ্যাস ও নিয়ম ছিল প্রতিদিন আসরের পর আযওয়াযে মুতাহহারাত তথা পবিত্র বিবিগণের প্রত্যেকের হুজরায় আগমন করা। তিনি প্রত্যেকের হুজরায় গিয়ে কিছুক্ষণ বসতেন। এক্ষেত্রে তিনি ইনসাফের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখতেন। যাতে কারো কাছে বসায় একটু কমবেশী না হয়। তিনি যেন অন্যায়ভাবে কারো প্রতি ঝুকে না পড়েন। কিন্তু ঘটনাক্রমে সাধারণ নিয়ম ও স্বাভাবিক অভ্যাস বহির্ভূতভাবে হযরত যায়নাবের (রাঃ) নিকট কয়েকদিন যাবত একটু অতিরিক্ত বিলম্ব বা অধিক সময় অবস্থান করতে লাগলেন। ফলে নির্ধারিত সময়ে প্রত্যেক বিবি তাঁর আগমণের অপেক্ষায় থাকতেন।

এ সম্পর্কে বুখারী শরীফের বর্ণনায় রয়েছে–

عن عائشة رضـ كان رسول الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من احداهن فدخل على حفصة فاحتبس اكثر ما كان يحتبس –

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (স.) আসরের সালাত আদায়ান্তে তাঁর স্ত্রীদের নিকট যেতেন। একদিন তিনি হযরত হাফসার (রাঃ) কাছে গিয়ে স্বাভাবিক নিয়মের অধিক সময় কাটালেন।[১৩]

হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন হযরত যায়নাবকে তাঁর কোন প্রিয়জন মধু হাদিয়া দিয়েছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) মধু খুব পছন্দ করতেন বলে হযরত যায়নব প্রতিদিনই তাঁকে মধু খেতে দিতেন। আপন চরিত্রগুণে হযরত রাসূল (স.) ও তা প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না। যার ফলে একটু বিলম্ব হচ্ছে। স্বাভাবিক অভ্যাস ও সাধারণ নিয়মের কিছুটা ব্যতিক্রম হচ্ছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা বিষয়টি নিয়ে হযরত সাওদার সাথে কথা বললেন। সকলে মিলে এর একটা বিহীত করার সলা পরামর্শ করলেন। তারা ভাল করেই জানতেন, রাসূলুল্লাহ (স.) স্বভাবতই খুব পরিচ্ছন্নতা প্রিয় ছিলেন। সামান্য দুর্গন্ধও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এদিকে মৌমাছি যে ধরনের ফুল চুষে রস নেয় মধুতেও সেই ফুলের স্বাদ ও ঘ্রাণ থাকে। আরবে মাগাফির নামক এক প্রকার ফুল আছে। তাতে কিছুটা দুর্গন্ধ আছে। হযরত আয়েশা (রাঃ)

১১. হযরত ইদরীস কান্দলভী (র.), সীরাতে মুস্তাফা, উর্দু, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৮-৩১৩।

১২. সায়্যিদ সুলায়মান নদতী, সীরাতে আয়েশা (রাঃ), পৃ. ৯৫।

১৩. সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং ৫২১৬।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত হাফসা (রাঃ) ও হযরত সাওদা (রাঃ) কে বলে দিলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত যায়নাবের ঘর থেকে আপনাদের কাছে আসলে বলবেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার মুখ থেকে এ কেমন এক দুর্গন্ধ আসছে? উত্তরে যখন তিনি বলবেন, মধু পান করেছেন। তখন বলতে হবে মধুটা সম্ভবতঃ মাগাফিরের। যেই কথা সেই কাজ। তারা যেমন পরামর্শ করেছিলেন তেমনটিই করলেন। তাদের কথা শোনে রাসূলুল্লাহ (স.) মধুর প্রতি তার বিরক্ত ঘৃণা সৃষ্টি হলো। ফলে তিনি শপথ করে বললেন, আর কখনো মধু খাবেন না।

বুখারী শরীফের একটি বর্ণনায় ঘটনাটির বর্ণনা এভাবে এসছে–

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল (স.) মধু ও হালুয়া পছন্দ করতেন। আসরের নামাযান্তে তিনি তাঁর সহধর্মিনীদের নিকট যেতেন। এরপর তাদের একজনের ঘনিষ্ঠ হতেন। একদা তিনি হাফসা বিনতে উমরের নিকট গেলেন এবং অন্যদিন অপেক্ষা অধিক সময় কাটালেন। এতে আমি ঈর্ষা করলাম। পরে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করে অবগত হলাম যে, তার গোত্রের জনৈকা মহিলা তাকে একপাত্র মধু হাদিয়া দিয়েছিল। তা থেকেই তিনি নবীকে কিছু পান করিয়েছেন। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমরা এর জন্য একটা ফন্দি আটব। এরপর সাওদা বিনতে যাময়াকে বললাম, তিনি তো এখনই তোমার কাছে আসছেন তিনি তোমার নিকটবর্তী হলেই তুমি বলবে, আপনি কি মাগাফির খেয়েছেন? তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে বলবেন, না। তখন তুমি তাঁকে বলবে, তবে আমি কিসের গন্ধ পাচ্ছি? তিনি বলবেন, হাফসা আমাকে কিছু মধু পান করিয়েছে। তুমি বলবে, এর মৌমাছি হয়ত উরফুত (একজাতীয় উদ্ভিদ) নামক বৃক্ষ থেকে মধু আহরণ করেছে। আমিও তাই বলব। সাফিয়্যা তুমিও তাই বলবে, আয়েশা বলেন, সাওদা বললেন, আল্লাহর কসম! তিনি দরজার নিকট আসতেই আমি তোমার ভয়ে তোমার আদিষ্ট কাজ পালনে প্রস্তুত হলাম। রাসূল যখন তার নিকটবর্তী হলেন, তখন সাওদা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি মাগাফির খেয়েছেন? তিনি বললেন, না। সাওদা বললেন, তবে আপনার কাছ থেকে এ কিসের গন্ধ পাচ্ছি? তিনি বললেন, হাফসা আমাকে কিছু মধু পান করিয়েছে। সাওদা বললেন, এর মৌমাছি হয়তঃ উরফুত নামক গাছের মধু আহরণ করেছে। এরপর তিনি ঘুরে যখন আমার নিকট এলেন তখন আমিও অনুরূপ বললাম। সাফিয়্যার নিকট গেলে তিনিও অনুরূপ বললেন। পরদিন যখন তিনি হাফসার নিকট গেলেন তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে মধু পান করাব? উত্তরে রাসূল (স.) বললেন, এর আমার কোন প্রয়োজন নেই। আয়েশা বর্ণনা করেন, সাওদা বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা তাঁকে বিরত রেখেছি। আমি তাকে বললাম, চুপ কর।[১৪]

ঘটনাটি সাধারণ কোন মানুষের ঘটনা হলে তা উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। কিন্তু এ শপথটি বা গোটা ঘটনাটি ছিল শরীয়তের বিধান প্রবর্তক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর একটি কাজ। যার প্রতিটি কাজের উপর শরীয়তের বড় বিধান, আইন কানুনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এজন্য মহান আল্লাহ তাআলা তাঁকে সতর্ক করে এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন–

يايها النبى لم تحرم ما احل الله لك- تبتغى مرضات ازواجك والله غفور حيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم -

১৪. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯২।

Dhaka University Institutional Repository

হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা বৈধ করেছেন আপনি তা হারাম-নিষিদ্ধ করছেন কেন? আপনি তো স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আল্লাহ তোমাদের কসম হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তোমাদের কর্ম বিধায়ক, তিনি সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। [১৫] এই সময়েই হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত হাফসা (রাঃ) কে কোন গোপন কথা বলেছিলেন। আর তিনি তা হযরত আয়েশা (রাঃ) কে বলে ফেলেছিলেন। সেকথাই পবিত্র কুরআনের পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে।

وإذا اسر النبى الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من انبأك هذا قال نبأنى العليم الخبير إن تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملئكة بعد ذالك ظهير -

স্মরণ কর- নবী তার একজন স্ত্রীকে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন। অতঃপর যখন সে তা অন্যকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়েও দিয়েছিলেন, তখন নবী এ বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করলেন আর কিছু অব্যক্ত রাখলেন। যখন নবী তার সেই স্ত্রীকে জানালেন তখন সে বলল, কে আপনাকে ইহা অবহিত করল? নবী বললেন, সর্বজ্ঞ সম্যক অবগত সত্তাই আমাকে অবগত করেছেন। যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর তবে তো ভাল। কারণ তোমাদের হৃদয়ে তো ঝুকে পড়েছে। কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের সাহায্য কর তবে জেনে রাখ, আল্লাহ এবং জিব্রাঈল ও সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনগণ তাঁর সহায়। তাছাড়া অন্যান্য ফিরিশ্‌তা ও তার সাহায্যকারী। [১৬] কোন গোপন রহস্যের গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) এতটা কঠোরতা করেছিলেন বা কঠোরতার প্রয়োজন পড়েছিল। তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। সহীহ বুখারী শরীফের বর্ণনা মতে মধু হারাম করার বিষয়টিই সেই গোপন বিষয়। বুখারীর এ সম্পর্কিত বর্ণনাটি নিম্নরূপ।

হযরত আয়েশরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যয়নব বিনত জাহাশ (রাঃ) এর কাছে মধু পান করতেন এবং সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থানও করতেন। তাই আমি ও হাফসা এ ব্যাপারে একমত হলাম যে, আমাদের যার ঘরেই রাসূলুল্লাহ (স.) আসবেন, সে তাঁকে বলবে, আপনি মাগাফির খেয়েছেন? আপনার মুখ থেকে মাগাফিরের গন্ধ পাচ্ছি যে? তিনি বললেন, না। আমি বরং যয়নব বিনত জাহাশের ঘরে মধু পান করেছি। তবে আমি শপথ করলাম আর কখনো মধু পান করব না। তুমি বিষয়টি আর কাউকে জানাবে না কিন্তু। [১৭] এক দুর্বল বর্ণনায় রয়েছে, মিশরের খ্রীষ্টান গভর্ণর মোকাওকিস রাসূলুল্লাহ (স.) কে মারিয়া কিবতিয়া নামক একজন দাসী উপহার দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে আযাদ করে আযওয়াযে মুতাহহারাত তথা পবিত্র বিবিগণের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁরই গর্ভে রাসূলুল্লাহর (স.) পুত্র হযরত ইব্রাহীম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হযরত হাফসা ও হযরত আয়েশা (রাঃ) কে সন্তুষ্ট করার জন্য রাসূল (স.) তাকে হারাম করেছিলেন এবং বিষয়টি কারো নিকট প্রকাশ না করার জন্য হযরত হাফসা (রাঃ) কে খুব গুরুত্বারোপ করেছিলেন। কিন্তু হযরত হাফসা (রাঃ) বিষয়টি হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। সে সম্বন্ধেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। [১৮]

---

১৫. সূরা তাহরীম- ১-২।

১৬. সূরা তাহরীম, ৩- ৪ ।

১৭. সহীহ আল-বুখারী, আল্লাহর বাণী, يا ايها النبى لم تحر ما احل الله ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৯।

১৮. সীরাতে আয়েশা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭- ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঈলা

তাহরীমের ঘটনার পরই ঈলার ঘটনা ঘটে।[১৯] তাহরীম ও ঈলা উভয়টিই নবম হিজরীর ঘটনা। তখন পর্যন্ত আরবের বহু দূর-দূরান্তের অঞ্চল ইসলামী শাসনের অধীনে চলে এসেছিল। গণীমতের সম্পদ হাদিয়া- উপহার-উপঢৌকন, নির্ধারিত বার্ষিককর ইত্যাদি সম্পদের অঢেল ভান্ডার প্রায়ই মদীনায় আসতে থাকত। তদুপরি রাসূলুল্লাহর (স.) পরিবারের লোকেরা, আযওয়াযে মুতাহহারাত অত্যন্ত অভাব- অনাটনে অনাহারে অর্ধহারে দিনাতিপাত করেছিলেন। খায়বার বিজয়ের পর যে পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী; খেজুর আযওয়াযে মুতাহহারাতের সারা বছরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল তা ছিল অতি সামান্য, অপ্রতুল। তদুপরি তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন অতিথি পরায়ণা, দানশীলা। আতিথেয়তা ও দানশীলতার কারণে বার্ষিক বরাদ্দের রসদ অতি দ্রুত ফুরিয়ে যেত। বরাদ্দকৃত রসদ দ্বারা বছর পার করা অনেক সময় তাদের পক্ষে সম্ভব হত না। ফলে অনেক সময়ই তাদের অভাবে-অনটনে, খেয়ে-নাখেয়ে, অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হত। একনাগারে অনেকদিনও তাদের উপবাস করতে হত। আযওয়াযে মুতাহহারাতের মধ্যে অনেকেই উচ্চবংশের ধনাঢ্য পরিবারের, কেউ আবার শাহযাদীও ছিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে বিয়ের পূর্বে নিজ পিত্রালয়ে বা পূর্ব স্বামীর ঘরে তারা অত্যন্ত বিলাসী জীবন যাপন করতেন। মূল্যবান উন্নতমানের পোশাক, পরিচ্ছেদ পরতেন, সাজ সজ্জা করতেন, ভাল খাবার দাবার খেতেন। সুখে, শান্তিতে আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে তাদের দিন কাটত। রাসূলুল্লাহর (স.) ঘরে এসে তার সংস্পর্শে ধন্য হয়ে তারা সাদা-সিধা জীবন, যাপন ও অপ্রতুল খাবার দাবার সর্বোপরী অভাব, অনটনের কষ্টকর জীবনেও সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহর নিকট বাইতুল মালে প্রচুর সম্পদের আগমনে সম্পদের প্রাচুর্য দেখে তারা সকলে একযোগে রাসূলের (স.) নিকট তাদের বার্ষিক বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবী জানানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। হযরত উমর (রাঃ) বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পেরে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেন। সর্বপ্রথম তিনি নিজ মেয়ে হযরত হাফসার (রাঃ) কাছে ছুটে যান। তাকে খুব ভাল করে বুঝান। বলেন, মা! তুমি রাসূলুল্লাহর (স.) নিকট বার্ষিক বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবী জানাতে যাবে কেন? তোমার বরং যা কিছুর প্রয়োজন হয় তা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিও। এরপর তিনি একেএকে প্রত্যেক আযওয়াযে মুতাহহারাতের কাছেই যান। তাদেরকে বুঝান। তাঁদের নির্ধারিত বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য হযরত রাসূলুল্লাহর (স.) এর উপর চাপ সৃষ্টি না করার জন্য অনুরোধ করেন। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) একটু ক্ষিপ্ত হয়েই হযরত উমর (রাঃ) কে বলে ফেলেন, উমর আপনি তো প্রতিটি বিষয়েই হস্তক্ষেপ করেন। এখন দেখি রাসূলুল্লাহর একান্ত পারিবারিক জীবনের বিষয়েও নাক গলাতে শুরু করেছেন। একথায় হযরত উমর (রাঃ) ভগ্ন হৃদয় নিয়া ফিরে আসেন।

একদিন হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) হযরত রাসূলুল্লাহর (স.) দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখলেন আযওয়াযে মুতাহহারাত তাঁকে ঘিরে বসে আছেন। তাদের বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য চাপাচাপি করছেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ) উভয়েই নিজ নিজ মেয়েকে হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসাকে (রাঃ) মারতে উদ্যত হলেন।

---

১৯. শপথ করে নিজ স্ত্রীর সাথে চার মাস কাল পর্যন্ত মেলামেশা না করাকে ঈলা বলে। আল-হিদায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

তারা আগামীতে আর কখনো এরকম ব্যয় বৃদ্ধির জন্য চাপ সৃষ্টি করবেন না মর্মে অঙ্গিকার করে এ যাত্রায় রক্ষা পেলেন। কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীরা তাদের দাবীর উপর অনঢ় রইলেন। ঘটনাক্রমে এসময় রাসূলুল্লাহ (স.) ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান। পাজরে একটি গাছের শিকড়ের আচড় লেগে তিনি আহত হন।[২০] হযরত আয়েশার (রাঃ) হুজরার উপরে একটি বালাখানা বা দ্বিতল প্রকোষ্ট ছিল। তা উম্মুল মুমিনগণের ভাণ্ডার ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হত। পাঁজরে আঘাত পেয়ে আহত হয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) কোন স্ত্রীর ঘরে না গিয়ে এই বালাখানা বা দ্বিতল কক্ষে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি এ মর্মে শপথ করে ফেললেন যে, আগাম এক মাস কোন স্ত্রীর কাছেই যাবেন না। এ সুযোগে মুনাফিকরা অপপ্রচার চালাল, মিথ্যা খবর ছড়িয়ে দিল যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) তার সকল আযওয়াযে মুতাহহারাত তথা পবিত্র বিবিগণকে তালাক দিয়ে ফেলেছেন। এই সংবাদ শোনে সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে নববীতে এসে জড়ো হন। সকলের মধ্যে একটা অস্থিরতা বিরাজ করছিল। ঘরে ঘরে একটা হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। আযওয়াযে মুতাহহারাত অনুতাপে মর্ম বেদনায় কান্নাকাটি করতে থাকেন। সে এক করুণ পরিস্থিতি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউই রাসূল (স.) কে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার সাহস করলেন না। হযরত উমর (রাঃ) সংবাদ পেয়ে মসজিদে নববীতে এসে দেখলেন, সকল সাহাবায়ে কেরাম বিমর্ষ হয়ে চুপচাপ বসে আছেন। তিনি দুইবার রাসূলুল্লাহর (স.) সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে কোন সাড়া পেলেন না। তৃতীয় বার চাওয়ার পর অনুমতি পেলেন। অনুমতি পেয়ে ঘরে প্রবেশ করে তিনি দেখলেন দুই জাহানের বাদশাহ, নবী রাসূলের সর্দার আল্লাহর প্রিয় হাবীব তোশকবিহীন একটি চৌকিতে চাটাইর উপর শুয়ে আছেন। তাঁর পবিত্র শরীরময় চাটাইর দাগ পড়ে গেছে। চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, এই রাজদরবারে কয়েকটি মাটির পাত্র ও কয়েকটি শুকনো মশক ছাড়া আর কিছুই নাই। এ করুন অবস্থা দেখে হযরত উমর (রাঃ) খুবই ব্যথা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তার দু'চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। নিজে একটু সংবরণ করে আরজ করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আপনার বিবিদেরকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন? হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) উত্তর দিলেন কই, নাতো। হযরত উমর উৎফুল্লচিত্তে আবার আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি এই শুভ সংবাদটি সকল মুসলমানদের শুনিয়ে দিতে পারি? ঘোষণা করে দিতে পারি? রাসূলুল্লাহ (স.) অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে হযরত উমর (রাঃ) আল্লাহু আকবার তাকবীর ধ্বনি দিতে দিতে সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে এসে হাজির হলেন। হযরত উমরের মুখে প্রকৃত সংবাদ শোনে সাহাবায়ে কিরাম চিন্তামুক্ত ও আশস্ত হলেন। আনন্দচিত্তে নিজ নিজ বাড়ি ঘরে ফিরে গেলেন। মাসটি ছিল ২৯ দিনের। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি অধৈর্য মনে এক একটি দিন গণনা করতাম। কবে যে মাস ফুরাবে। নবীজির প্রতিজ্ঞা শেষ হবে। তিনি আমার কাছে আসবেন। ২৯ দিন অতিবাহিত হতেই রাসূলুল্লাহ বালাখানা বা দ্বিতল কক্ষটি থেকে নেমে সর্ব প্রথম হযরত আয়েশার (রাঃ) ঘরে তাশরিফ নিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো এক মাসের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আজ পর্যন্ত তো ২৯ দিন হলো। রাসূলুল্লাহ (স.) উত্তর দিলেন। ঊনত্রিশ দিনেও মাস হয়।[২১]

২০. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯৭।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৫।

Dhaka University Institutional Repository

তাখয়ীর

একদিকে আযওয়াযে মুতাহহারাত তথা রাসূলুল্লাহর (স.) পবিত্র বিবিগণ একমত হয়ে তাদের বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য তাঁর নিকট দাবী জানাচ্ছিলেন। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (স.) তো আর তাদের সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে পার্থিব ভোগ-বিলাসের দ্বারা কলুষিতও করতে পারেন না। সেহেতু উদ্ভূত সংকট নিরসনের সহজ উপায় হিসাবে মহান রাব্বুল আলামীন তাখয়ীরের [২২] আয়াত অবতীর্ণ করলেন। সে আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে নবী পত্নীদের মধ্যে যার ইচ্ছা পার্থিব জীবনে অভাব- অনটন, কষ্ট-ক্লেশ, দারিদ্রকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়ে হযরত রাসূলুল্লাহর সংসর্গে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন। ইহজগতের আরাম-আয়াসের পরিবর্তে পরকালের চিরন্তন শান্তি সুখ লাভ করতে পারেন। আর যার ইচ্ছা তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন এবং পার্থিব ভোগ-বিলাসে মত্ব হতে পারেন। আয়াতটি হচ্ছে–

يايها النبى قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزنيتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا - وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنت منكن اجراعظيما -

হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগ সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই, এবং সুন্দর ভাবে তোমাদের বিদায় দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ তাঁর রাসূল ও পরকাল কামনা কর তবে তোমাদের সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহ মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।[২৩]

আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স.) সর্ব প্রথম হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট ছুটে গিয়ে বললেন, আয়েশা! তোমাকে একটা কথা বলছি। তাড়াহুড়া না করে বরং নিজের পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করে উত্তর দিবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন অনুগ্রহ পূর্বক বলুন কথাটি কি? তখন রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত আয়েশাকে (রাঃ) উপরোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করে শোনালেন। আয়াতে উল্লিখিত মহান রাব্বুল আলামীনের ফরমান শোনে হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ বিষয়েও কি আবার মা-বাবার পরামর্শ নিতে হবে? তাঁদের সাথে পরামর্শ করার মত কি আছে এখানে? আমি তো আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসূল ও পরকালই চাই। হযরত আয়েশার (রাঃ) এমন বিজ্ঞজনোচিত উত্তর শোনো রাসূল (স.) খুবই আনন্দিত হলেন। আনন্দে মুহূর্তেই তাঁর চেহারা মুবারক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হযরত আয়েশা (রাঃ) অনুরোধ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার উত্তরটি আপনার অন্য বিবিদের নিকট প্রকাশ করবেন না। রাসূল (স.) বললেন, কেন কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করলে তো আমি বলবই। কারণ, আমি তো মানব জাতির জন্য কঠোর হয়ে প্রেরিত হইনি। আমাকে তো মানুষের জন্য শিক্ষকরূপে পাঠানো হয়েছে।[২৪]

বুখারী শরীফের অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, قالت ثم فعل ازواج النبى مثل ما فعلت -

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করিমের (স.) অন্যান্য বিবিগণও আমার মতই উত্তর দিলেন।[২৫]

---

২২. তাখরীর অর্থ দুই জিনিসের মধ্য থেকে কোন একটি বেছে নেয়ার কিংবা গ্রহণ করার এখতিয়ার দোয়া, স্বাধীনতা দেয়া।

২৩. সূরা আহযাব- ২৮- ২৯।

২৪. সীরাতে আয়েশা প্রাগুক্ত পৃ. ১০৩-১০৪।

২৫. সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় ঃ তাফসীর, সূরা আহযাব অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৫।

Dhaka University Institutional Repository

স্বামীর পূর্ণ আনুগত্য

পতিভক্তি বা স্বামীর অনুসরণ ইসলামের অন্যতম আদর্শ ন্যায়সংগত সকল কার্যে স্বামীর অনুসরণ স্ত্রীর জন্য বাঞ্ছনীয়। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এ ক্ষেত্রে ছিলেন নারী জাতির জন্য এক মডেল ও অনুকরণীয় নারী ব্যক্তিত্ব। তাঁর নয় বছরের দাম্পত্য জীবনে স্বামীর কোন নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ তো দূরের কথা, ইশারা-ইঙ্গিতেও তাঁর কোন অপছন্দের কথা বললে সাথে সাথে তাও পরিহার করতেন। একবার তিনি সাধ করে ঘরের দরজায় ছবিবিশিষ্ট পর্দা টানালেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তা দেখে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। এ অবস্থা দেখে আয়েশা (রাঃ) বললেন, আমায় ক্ষমা করবেন। কোথায় আমার অপরাধ হুজুর? নবী (স.) বললেন, যে ঘরে ছবি থাকে, তাতে ফিরিশতা প্রবেশ করে না। এ কথা শুনে আয়েশা (রাঃ) পর্দাটি ছিড়ে ফেললেন।[২৬] তিনি আমরণ স্বামীর প্রতিটি আদেশ-নিষেধ পূর্ণভাবে মেনে চলতেন।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮০।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে সুসম্পর্ক

এই পৃথিবীতে একজন নারীর সবচয়ে অসহনীয় বিষয় হলো তার স্বামীর অন্যান্য স্ত্রী। পরস্পর স্ত্রীদের মাঝে বরাবরই ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকে। বর্তমান সমাজে এমন হয় যে, কেউ কারো ছায়াও দেখতে পারে না। এটা একাধিক স্ত্রীদের স্বাভাবিক চিত্র। এর ব্যতিক্রম হয়না বললেই চলে। হযরত রাসূলুল্লাহর (স.) এর সহধর্মীনিগণ ছিলেন স্বাভাবিক চিত্রের বিপরীত। আর কেনইবা হবে না তারা যে নবী (স.) এর সহধর্মিনী। তারা তো নবীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই বাছাইকৃত। গোটা নারী জাতির জন্য তাঁরা অনুসরনীয় আদর্শ। তাই রাসূল (স)-এর অন্যান্য সহধর্মীনি ও তাদের সন্তানদের সাথে উম্মত জননী হযরত আয়েশার (রাঃ) সহজীবন যাপানের যে উত্তম চিত্র ও মধুর ব্যবহার আর সুসম্পর্কের যে বাস্তব ছবি আমরা দেখি তা গোটা মানব জাতির বিশেষভাবে নবী জাতির এক মহান অতুলনীয় আদর্শ। পৃথিবীর ইতিহাসে এর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বিরল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত খাদীজা (রাঃ) কে জীবদ্দশায় পাননি। কিন্তু রাসূলুল্লাহর (স.) অন্তরে হযরত খাদীজা সদা সর্বদাই জীবিত ছিলেন। তিনি প্রায়ই হযরত আয়েশার (রাঃ) কাছে তাঁর স্মৃতিচারণ করতেন। তাঁর গুণাগণ উল্লেখ করে প্রায়ই হযরত আয়েশার সাথে আলোচনা করতেন।

তার অসামান্য অবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতেন। এ কারণে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত খাদীজা (রাঃ) কে যে পরিমাণ ঈর্ষা করতাম সে পরিমাণ তাঁর অন্য কোন স্ত্রীকে করতাম না। আর তা এজন্য যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে অধিক স্মরণ করতেন। এ সম্পর্কে তিরমিযী শরীফের একটি বর্ণনায় রয়েছে –

عن عائشة رضـ قالت ماعزت على احد من ازواج النبى صـ ماعزت على خديجة وما بى ان اكون ادركتها وما ذالك الا لكثرة ذكررسول الله صـ لها وان كان ليذبح الشاة يتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن -

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত খাদীজার (রাঃ) উপর আমার যেরূপ ঈর্ষা হয়েছে নবী করীমের (স.) অন্য কোন স্ত্রীর প্রতি তেমন হয়নি। অথচ আমি তাঁকে জীবদ্দশায় পাইনি। কারণ, রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর কথা খুব বেশী আলোচনা করতেন। এমনকি নবী করীম (স.) যখন কোন বকরী জবাই করতেন তখন হযরত খাদীজার বান্ধবীদের খুঁজে খুঁজে তা থেকে তাদের জন্য হাদিয়া পাঠাতেন।[২৭]

২৭. জামে'আত-তিরমিযী, হাদীস নং ৩৮৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণতঃ দেখা যায় স্বামী-একজন স্ত্রীর সামনে তার অপর সতীনের গুণাগুণ আলোচনা করলে প্রসংসা করলে, তার প্রতি প্রেম ভালবাসা ব্যক্ত করলে তার সাথে সৌজন্য আচরণ করলে তার সখী-বান্ধবীদের প্রতি সৌজন্য আচরণ করলে সে স্ত্রী মনক্ষুন্ন হয়, তার হিংসা লাগে। এসব বিষয় সে কোন ভাবে সহ্য করতে পারেনা। আর এসব বিষয় নিয়েই স্বামী-স্ত্রী ও সতীনদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া বিবাদের সূচনা হয়। হযরত আয়েশার ক্ষেত্রে যে সেটা হয়নি -উপরোক্ত হাদীস এবং এ সংক্রান্ত আরো বহু হাদীস তার উজ্জ্বল প্রমাণ। এতে তাঁর হৃদয়ের স্বচ্ছতা নিস্কলুষতা, উদারতা, প্রশস্ততা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সতীনদের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা, ভালবাসা হিংসাহীন মনোভাবের প্রমাণ মিলে।

হযরত সাওদা (রাঃ) এবং হযরত আয়েশার (রাঃ) বিয়ে সামান্য আগেপরে হলেও প্রায় একই সময় হয়েছিল। বিয়ের পর হযরত আয়েশা (রাঃ) তিন বছরের অধিককাল পিত্রালয়ে ছিলেন। এ সময় কার্যত হযরত সাওদাই (রাঃ) হযরত রাসূলুল্লাহর (স.) একাকিনী স্ত্রী ছিলেন।

প্রথম হিজরীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) পিত্রালয় হতে স্বামী গৃহে আসেন। তখন সাওদাই (রাঃ) ছিলেন সঙ্গী। স্বভাবত! তখন তারা একে অপরকে আপন স্বার্থের জন্য বাধা মনে করতে পারতেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সেরকম ছিলনা। তাঁদের উভয়ের পারিবারিক জীবনের যত ঘটনা হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে সবই প্রমাণ করে তাদের মধ্যে ঐক্য, সখ্যতা, আন্তরিকতা ও হৃদ্যতা ছিল। রাসূলুল্লাহর (স.) ওফাতের পর হযরত সাওদা (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)র সঙ্গে পারিবারিক ও সাংসারিক বিষয়াদিতে পরামর্শ করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)ও তার পরামর্শ গ্রহণ করতেন। হযরত রাসূল্লাহর (স.) জীবদ্দশায় হযরত সাওদা বার্ধক্যে উপনীত হলে তিনি আশংকা করলেন হযরত রাসূল (স.) তাঁকে তালাক দিবেন। ফলে তিনি তাঁর সাহচর্যের সৌভাগ্য বঞ্চিত হবেন। তখন তিনি স্বেচ্ছায় নিজের পালা হযরত আয়েশা (রাঃ) কে দিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)ও সানন্দে তা গ্রহণ করলেন। এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফে রয়েছে-

عن عائشة رضـ ان سودة بنت زمعه وهبت يومها لعائشة وكان النبى صـ يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত সাওদা (রাঃ) তাঁর পালার রাত হযরত আয়েশাকে (রাঃ) দান করেছিলেন। তাই নবী করীম (স.) হযরত আয়েশার জন্য দু'দিন বরাদ্দ করেন একদিন তো আয়েশার (রাঃ) নিজের নির্ধারিত দিন আর অপর দিন হযরত সাওদার (রাঃ)।[২৮] হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত সাওদা (রাঃ)-এর প্রশংসাও করেছেন। তিনি বলতেন, একমাত্র হযরত সাওদা (রাঃ) ছাড়া অন্য কোন নারীকে দেখে আমার মধ্যে এমন আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি যে, তার দেহে যদি আমার প্রাণটি হতো।[২৯]

২৮. সহী আল বুখারী, হাদীস নং- ৫২১২।

২৯. সহীহ আল-মুসলিম, হাদীস নং ১৪৬৩।

হযরত হাফসা বিনত উমর (রাঃ) তৃতীয় হিজরীতে হযরত নবী করীমের (স.) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আযওয়াজে মুতাহহারাতের অন্তর্ভুক্ত হন। সে হিসাব অনুযায়ী তিনি প্রায় আট বছর কাল হযরত আয়েশার (রাঃ) সাথে একসঙ্গে বসাবাস করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) হচ্ছে, প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের (রাঃ) কলিজার টুকরা কন্যা আর হযরত হাফসা (রাঃ) হচ্ছেন দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরের (রাঃ) প্রাণাধিকারী প্রিয়তমা কন্যা। তাদের উভয়ের মধ্যে খুব সৌহার্দ ও ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। পারিবারিক কাজকর্মে উভয়ে একমত পোষণ করতেন। একে অন্যের কাজে শরীক হয়ে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। অন্যান্য আযওয়াজে মুতাহহারাত নবীপত্নীদের তুলনায় তারা পরস্পর খুব ঘনিষ্ট ছিলেন। তিরমিযী শরীকের একটি হাদীস থেকে সেরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হাদীসটি হচ্ছে-

عن صفية بنت حى قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغنى عن حفصه رضـ وعائشة رضـ كلام فذكرت له فقال الا قلت وكيف تكونان منى وزوجى محمد وابى هارون وعمى موسى وكان الذى بلغها انهم قالوا نحن اكرم على رسول لله صـ منها وقالوا نحن ازواج النبى م وبنات عمه

অর্থ ঃ হযরত সাফয়িয়া বিন্ত হুয়াই (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) আমার নিকট এলেন। হযরত হাফসা (রাঃ) ও হযরত আয়েশার (রাঃ) পক্ষ থেকে আমার নিকট আমার ব্যাপারে কিছু অভিযোগের কথা পৌছে। আমি সে বিষয়টি হযরত রাসূলুল্লাহর (স.) নিকট উল্লেখ করি। তিনি আমাকে বলেন, তুমি বললে না কেন? তোমরা দু'জন আমার তুলনায় উত্তম কীভাবে হবে? আমার স্বামী হলেন হযরত মুহাম্মদ (স.) পিতা হযরত হারূন (আঃ) আর চাচা হযরত মূসা (আঃ) তাদের পক্ষ থেকে হযরত হাফসার নিকট যে অভিযোগ পৌছেছিল তা ছিল, আমরা রাসূলুল্লাহর (স.) নিকট তার তুলনায় অধিক সম্মানিত। আমরা একদিকে নবীর (স.) সহধর্মিনী অপরদিকে তার চাচাত বোন।[৩০]

হযরত হাফসা সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজে বলেছেন,

هى التى كانت ساميتى من ازواج البنى صـ-

নবী পত্নীদের মধ্যে হযরত হাফসাই (রাঃ) আমার অধিকতর সামঞ্জস্য পূর্ণ ছিল।[৩১]

জ্ঞান ও ধীশক্তিতে সমস্ত নবী পত্নীদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর পরই হযরত উম্মে সালামার (রাঃ) স্থান। হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন কুরবানীর ব্যাপারে তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) কে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা গোটা নারী জাতির ইতিহাসে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

---

৩০. জামে'আত-তিরমিযী, হাদীস নং-৩৮৯২।

৩১. সিয়ারু আলামিন নুবালা , প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৭।

মাসআলা-মাসাইল ও ফাত্ওয়া প্রদানেও হযরত আয়েশার (রাঃ) পর তাঁর স্থান। এসকল কারণেই প্রৌঢ়া হওয়া সত্বেও হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন। সব মিলিয়ে তিনি হযরত আয়েশার (রাঃ) প্রায় সমকক্ষই ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাদের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য মনোমালিন্য, ঝগড়া-বিবাদের ঘটনা ঘটেনি। নবী পত্নীদের মধ্যে কেউ হযরত উম্মে সালমা তাদের পক্ষ থেকে নবীজির নিকট এমর্মে সুপারিশের জন্য প্রতিনিধি পাঠালেন যে, রাসূলুল্লাহর (স.) পালা যেদিন যে স্ত্রীর ঘরে থাকে লোকেরা যেন হাদিয়া উপঢৌকন সেদিন যেখানেই পাঠান। শুধু হযরত আয়েশার পালার দিনটিই হাদিয়া উপঢৌকন পাঠানোর জন্য নির্দিষ্ট না হয়। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) নবী পত্নীদের এই আবেদন-আবদার নিয়ে হযরত আয়েশার হুজরায় হযরত রাসূলুল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে অতি কৌশলে বিনীতভাবে আবেদনটি উপস্থাপন করলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর কথার উত্তর দিলেন। সব শোনে হযরত উম্মে সালামা নিরুত্তর হয়ে গেলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) সবই শোনলেন কিন্তু তাতে কোন প্রকার অসন্তোষ বা মনঃকষ্ট প্রকাশ করলেন না। এ থেকেই তার অসাধারণ উদারতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত জুওয়াইরিয়া ও হযরত আয়েশার (রাঃ) মধ্যেও কখনো কোন মনোমালিন্য, ঝগড়া-বিবাদ হয়েছিল বলেও কোথাও কোন উল্লেখ পাওয়া যায়না। হযরত যায়নাব বিনত জাহাশ (রাঃ) ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহর (স.) ফুফাত বোন। তিনি আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন ও অতিশয় তেজস্বিনী ছিলেন, ইহাই তাঁর পূর্ব স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ। এ ছাড়া অন্যান্য আযওয়াজে মুতাহহারাত-নবী পত্নীগণের তুলনায় আত্মীয়তার দিক থেকে তিনি হযরত রাসূলুল্লাহর (স.) অধিকতর নিকটবর্তী ছিলেন। সে কারণে তিনি নিজেকে বলতেন, সম্মান-মর্যাদায় একমাত্র যয়নবই আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। হাদিয়া-উপঢৌকন সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশের জন্য নবী পত্নীগণ হযরত উম্মে সালামাকে নবী (স.) এর নিকট পাঠালে তিনি যখন ব্যর্থ হয়ে ফেরত আসলেন তখন সকলে মিলে আবার হযরত যয়নব বিনত জাহাশ (রাঃ) কে পাঠান। তিনি নবী করীমের (স.) খেদমতে এসে সাহসিকতার সাথে তাদের আবেদন পেশ করলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তখন নিরবে সব কথাই শোনছিলেন। হযরত যয়নবের বক্তব্য শেষ হলে হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত রাসূলুল্লাহর অনুমতি নিয়ে এমন অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা বিষয়টি তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি নিরুত্তর হয়ে গেলেন। তখন হযরত রাসূলুল্লাহর (স.) মৃদু হেসে বললেন, এমন নিরুত্তর কেনইবা হবে না উত্তর দানকারীনি আবু বকরের কন্যা যে।

হযরত যয়নব বিনত জাহাশের প্রতি হযরত আয়েশার (রাঃ) সম্প্রীতি, ভালবাসা, উদারতা ও আন্তরিকতার প্রমাণ নিম্নের হাদীস থেকেই পাওয়া যায়–

عن عائشة رض قالت كانت زينب بنت جحش شامينى فى المنزلة عند رسول الله ص مارأيت امراة خيرا فى الدين من زينب اتقى لله واصدق حديثا و اوصل وارحم واعظم صدقة -

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যায়নাব রাসূলুল্লাহর (সা.) নিকট মর্যাদার ক্ষেত্রে আমার সম-পর্যায়ের ছিলেন। দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে যায়নাবের চেয়ে উত্তম কোন নারী আমি কখনো দেখেনি। তিনি ছিলেন অতিশয় খোদাভীরু, তাকওয়ার অধিকারীনি, সত্যবাদীনি, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারীনি এবং অতি সাদকাকারীনি।[৩২]

৩২. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৪ ।

একজন স্ত্রী সাধারণতঃ অন্য স্ত্রীদের প্রশংসা না করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত যায়নাবের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। এ থেকেই তাদের মধ্যকার সুসম্পর্ক সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

হযরত যায়নাবের প্রশংসায় হযরত আয়েশা (রাঃ) আরো অনেক কিছুই বর্ণনা করেছেন। যেমন-

عن عائشة رض قال النبى ص لازواجه يتبعنى اطولكن يدا فكنا اذا اجممنعنا بعده ايدينا فى الجدار فتطاول فلم نزل نفعله حتى توفيت زينب وكانت امراة قصيرة لم تكن اطولنا فعرفنا انما اراد الصدقة وكانت صناع اليد فكانت تبدبغ وتحرز وتصدق -

হযরত আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তোমাদের মাঝে যার হাত সর্বাধিক লম্বা সেই পরলোকে সবার পূর্বে আমার সাথে গিয়ে মিলিত হবে। এরপর আমরা দীর্ঘ হওয়ার আশায় দেয়ালে আমাদের হাত টেনে ধরতাম। হযরত যায়নাবের (রাঃ) ওফাত পর্যন্ত আমরা এরূপ করতে থাকলাম। যায়নাব ছিলেন একজন বেটে নারী। আমাদের মধ্যে সর্বাধিক লম্বা ছিলেন না। যায়নাবে মৃত্যু হলে আমরা বুঝতে পারলাম, লম্বা হাত বলে নবী করীম (স.) দানশীলতা বুঝিয়েছেন। হযরত যায়নাব (রাঃ) নিজ হাতে কাজ করে, চামড়া সংস্কার করে, মালা গেঁথে, উপার্জন করতেন অতঃপর তা সদকা করে দিতেন।[৩৩]

হযরত আয়েশার সার্বিক ব্যবহারে, আচার-আচরণে হযরত যায়নাব (রাঃ) সন্তুষ্ট ছিলেন বলেই তো মিথ্যা আরোপের ঘটনায় (ইফক) হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) যখন হযরত যায়নাবকে হযরত আয়েশার (রাঃ) চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন–

ما علمت فيها الا خيرا -

আমি তো তাঁর সম্পর্কে ভালো ছাড়া কিছুই জানিনা।[৩৪]

হযরত যায়নাব (রাঃ) একবার হযরত সফিয়্যাহ (রাঃ) কে 'ইয়াহুদিয়্যা' বলে সম্বোধন করলেন। এটা শোনে হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) এতই অসন্তুষ্ট হলেন দুই মাস পর্যন্ত তার সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখলেন। অবশেষে হযরত যায়নাব হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট আবেদন করলেন-তুমি মধ্যস্থতা করে আমার অপরাধ ক্ষমাকারি দাও। হযরত আয়েশা (রাঃ) এ উদ্দেশ্যে খুব সাজ-সজ্জা করে রাসূলুল্লাহর আগমনের অপেক্ষায় রইলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) হুজরায় তাশরীফ আনলে তিনি বিষয়টি তার খেদমতে এমনভাবেই উপস্থাপন করলেন যে, হযরত যায়নাবের প্রতি তাঁর মনোভাব পরিষ্কার হয়ে গেল। এই ঘটনা থেকেও হযরত আয়েশার (রাঃ) উদারতা ও মহানুভবতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত ইম্মে হাবীবার (রাঃ) সাথেও হযরত আয়েশার কখনো কোন প্রকার ঝগড়া-বিবাদ, অপ্রীতি, সম্পর্কের অবনতি হয়েছে বলে হাদীস বা ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায় না। তদুপরি ওফাতের সময় উম্মে হাবীবা (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) কে ডেকে অনাকাংঙ্খিত ভুল ত্রুটির জন্য

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮।

৩৪. সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং ৪৭৫০।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমা চেয়েছিলেন। আর হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁকে ক্ষমা তো করেছেনই উপরন্ত তাঁর জন্য বিশেষভাবে দুআও করেছেন। মুসতাদরাকে হাকীম ও তাবাকাতে ইবন সাদে এ সংক্রান্ত বর্ণনাটি নিম্নরূপ–

عن عوف بن الحارث قال سمعت عائشة رضـ تقول دعتنى ام حبيبة رضـ زوج النبى صـ عند موتها فقالت قد كان يكون بيننا وبين الضرائر فغفر الله لى ولك ماكان من ذالك فقلت غفرالله لك كله وحللك من ذالك فقالت سررتنى سرك الله وارسلت الى ام سلمة فقالت لها مثل ذالك ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, অন্তিম শয্যায় হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) কে ডেকে বললেন, সতীনদের পরস্পরের মাঝে কিছু না কিছু অমিল, সম্পর্কের অবনতি হয়েই থাকে। আমাদের উভয়ের মধ্যেও যদি কখনো তেমন কিছু হয়ে থাকে তবে আল্লাহ তাআলা আমাদের উভয়কেই ক্ষমা করুন। (হযরত আয়েশা বলেন,) আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা সব কিছুই ক্ষমা করুন আর আপনাকে মুক্ত করুন। হযরত উম্মে হাবীবা বললেন, আপনি আমাকে খুশী করলেন মহান আল্লাহ তাআলা আপনাকে খুশী করুন।[৩৫]

হযরত মাইমূনার (রাঃ) সাথেও হযরত আয়েশার (রাঃ) কখনো অনভিপ্রেত কোন কিছু সম্পর্কের অবনতি হয়েছে বলে কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর প্রশংসা করে বলেছিলেন,

امانها كانت من اتقانا لله واوصلنا للرحم ـ

মায়মূনা আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরহেযগার ও অধিক আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারীনি ছিলেন।[৩৬]

মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর এমন উচ্চ প্রশংসা হযরত আয়েশার (রাঃ) উদারতা, মহানুভবতারই পরিচায়ক।

হযরত সাফিয়্যা (রাঃ) মাত্র তিন বৎসরকাল হযরত রাসূলুল্লাহর (স.) সংস্পর্শে ছিলেন। সমস্ত উম্মুল মুমিনীনদের মধ্যে তিনি একটু স্বতন্ত্রও ছিলেন। কারণ তিনি খায়বার অধিবাসিনী এবং ইহুদী বংশোদ্ভোত ছিলেন। খায়বারেই তিনি হযরত রাসূলুল্লাহর (স.) সাথে বিয়েতে আবদ্ধ হন।

---

৩৫. আত-তাবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১০০।

৩৬. প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

অপরাপর স্ত্রীদের সন্তানদের সাথে সদ্ব্যবহার

পূর্বেই উল্লেখ করেছি হযরত আয়েশা (রাঃ) নিঃসন্তান ছিলেন। তবে রাসূলুল্লাহর (স.) অন্যান্য স্ত্রীদের বেশ ক'জন সন্তান ছিলেন। তাদের সাথে হযরত আয়েশার (রাঃ) সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর, উত্তম, স্নেহ ও মমতাপূর্ণ ছিল। হযরত যায়নাব (রাঃ), হযরত রুকাইয়্যা (রাঃ), হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) ও হযরত ফাতেমা (রাঃ) এ চার মেয়ে ছিলেন হযরত খাদিজার (রাঃ)। হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (স.) ঘরে আসার পূর্বেই একমাত্র হযরত ফাতেমা (রাঃ) ছাড়া অন্য তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। সকলেই নিজ নিজ স্বামীর ঘরে চলেও যান। ৬ষ্ঠ হিজরীতে হযরত রুকাইয়্যা (রাঃ), ৮ম হিজরীতে হযরত যায়নব (রাঃ) এবং ৯ম হিজরীতে হযরত উম্মে কুলছুমের (রাঃ) ইন্তেকাল হয়। সে হিসেবে হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁদেরকে জীবিত অবস্থায় ৬/৭/৮ বছর পেয়েছিলেন। এই দীর্ঘ কালই হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁদের সাথে উত্তম, স্নেহ, মমতা, সুলভ আচরণ ও সদ্ব্যবহার করেন। তাঁদের সাথে তাঁর তিক্ত সম্পর্কও দুর্ব্যবহারের কোন একটি ঘটনাও হাদীস ও সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায় না। বরং তাঁদের সাথে তাঁর যে সকল আচরণ ও মন্তব্য উক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে ভদ্রতা, শালীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের সাথে তাঁর গভীর ও আন্তরিক সম্পর্কের প্রমাণ মিলে। হযরত যায়নাব (রাঃ) মহান আল্লাহর পথে শাহাদত বরণ করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেন, সে আমার খুবই ভালো মেয়ে ছিল। আমাকে ভালবাসার কারণে তাঁকে কষ্ট দেয়া হয়েছে।[৩৭]

প্রত্যেক নারীই স্বাভাবিকভাবে তাঁর স্বামীর ভালবাসার একক অংশীদার হতে চায়। সতীন বা সৎ সন্তান তাদের কাছে হয় অসহনীয়। কিন্তু মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত নবী পত্নী আয়েশা (রাঃ) ছিলেন এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। মহানবী (স.) এর বরকতময় সাহচর্যের ছোয়ায় তাঁর হৃদয়ের যাবতীয় আবিলতা মুছে গিয়ে তা স্বচ্ছ মেঘমুক্ত রক্তিম আভায় উদ্ভাসিত উষার ন্যায় হয়েছিল পরিচ্ছন্ন। সতীন ও সৎ সন্তানদের সাথে আয়েশা (রাঃ) এর জীবন যাপনের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা সত্যিই নারী জাতির জন্য এক শিক্ষনীয় আদর্শ।

আয়েশা (রাঃ) তাঁর সতীনদের প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। খাদীজা (রাঃ) সহ প্রত্যেকের গুণাগুণ ও অবদানকে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার ও বর্ণনা করতেন। মায়মূনা (রাঃ) সম্পর্কে বলেন, তিনি আমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশী পরহযেগার ছিলেন।[৩৮]

রাসূলুল্লাহ (স.) এর অন্যান্য স্ত্রীর সন্তানদের সাথে আয়েশা (রাঃ) এর সম্পর্ক ছিল অতি উত্তম আদর্শমানের। তাঁদের সাথে কখনও আয়েশা (রাঃ) এর তিক্ত সম্পর্কের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। একবছর কাল ফাতেমা (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) এক সাথে, অতিবাহিত করেন ফাতেমার (রাঃ) বিবাহে আয়েশা (রাঃ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন, "ফাতেমার (রাঃ) বিয়ের মত এত চমৎকার বিয়ে আমি আর দেখিনি।"[৩৯] মোটকথা আয়েশা (রাঃ) এর জীবন ছিল সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শের বাস্তব রূপরেখা। কোনরূপ মানবীয় দূর্বলতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

---

৩৭. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮৪; উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ), পৃ. ৯৯।

৩৮. তাহযীবুত তাহযীব, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৫৩।

৩৯. সুনান ইবন মাজা, (দেওবন্দ ঃ আশরাফী বুক ডিপু. তা. বি), পৃ. ১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.)-এর ওফাত ও আয়েশা (রা) এর বৈধব্য

হযরত আয়েশার (রাঃ) বয়স আঠার। হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) পরপারে যাত্রা করলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) ও রাসূলুল্লাহর মধ্যে যে নিখুঁত ভালবাসা, অনাবিল আসক্তি ছিল তা সকল ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। একাদশ হিজরীর সফর মাসের শেষ দশকে হযরত রাসূল (স.) হযরত আয়েশার (রাঃ) হুজরায় তাশরিফ নিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তখন মাথা ব্যথায় অস্থির ছিলেন। ছটফট ও হা হুতাশ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তুমি আমার হাতে আমার জীবদ্দশায় মারা গেলে তো আমি নিজ হাতে তোমার কাফন দাফন করতাম। হযরত আয়েশা (রাঃ) অনেকটা কৌতুচ্ছলেই যেন বলে ফেললেন, আমি মারা গেলে অন্য কাউকে বিয়ে করে এই হুজরায় নিয়ে আসবেন বলেই বুঝি একথা বলছেন। একথা শোনে রাসূল (স.) নিজের মাথায় হাত রেখে হায় আমার মাথা বলে অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগলেন। তখন থেকেই তাঁর মাথা ব্যথা শুরু হল।[৪০] হযরত মায়মূনার ঘরে গিয়ে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন। এহেন করুন অবস্থায়ও স্ত্রীদের সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখছিলেন। নিয়ম মাফিক একেক হুজরায় অবস্থান করছিলেন।

পূর্বের ন্যায়ই নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত স্ত্রীর ঘরে রাত যাপন করতেন। কিন্তু প্রতিদিনই জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইতেন, আগামী দিন তিনি কোন স্ত্রীর ঘরে থাকবেন। আযওয়াজে মুতাহহারাত বুঝেই ফেললেন, রাসূল (স.) হযরত আয়েশার (রাঃ) হুজরায় অবস্থান করতে চাচ্ছেন। সবাই অনুমতি দিয়ে দিলেন। তখন থেকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত হযরত আয়েশার ঘরেই অবস্থান করেছেন।[৪১]

বুখারী শরীফের একটি বর্ণনায় রয়েছে–

عن عائشة (رضـ) قالت إن كان رسول الله صـ ليتعذر فى مرضه اين انا ليوم اين انا غدا استبطاء ليوم عائشة فلما كان يومى قبضه الله بين سحرى ونحرى ودفن فى بيتى -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) রোগশয্যায় (স্ত্রীগণের নিকট অবস্থানের) পালার সময়কাল জানতে চাইতেন। আমার অবস্থান আজ কোথায় হবে? আগামীকাল কোথায় হবে? আয়েশার (রাঃ) পালা বিলম্বিত হচ্ছে ধারণা করেই এই প্রশ্ন করতেন। (হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন) যেদিন আমার পালা আসল সেদিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে আমার কণ্ঠদেশ ও বক্ষদেশের মাঝে (হেলান দেয়া অবস্থায়) রূহ কবয করলেন। এবং আমার ঘরেই তাকে দাফন করা হল।[৪২]

যারকানীতে রয়েছে– সফর মাসের শেষ দশকে একরাতে রাসূল (স.) জেগে উঠে নিজ গোলাম আবু মুয়াইহিবাকে জাগালেন, তাকে বললেন,আমাকে বাকীবাসীর জন্য দুআ, ইস্তেগফার করতে আদেশ করা হয়েছে। এরপর তিনি সেখানে গেলেন। সেখান থেকে ফিরে আসতেই হঠাৎ

৪০. আনসাবুল আশরাফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪১– ৫৪৫।
৪১. সীরাতে আয়েশা, পৃ. ১০৫।
৪২. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

শরীর খারাপ হয়ে গেল। মাথা ব্যথা ও জ্বর হয়ে গেল। বুধবার দিনটি ছিল উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মূনার (রাঃ) বারের দিন এ অবস্থায়ও তিনি নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত আযওয়াজে মুতাহহারাতের ঘরে অবস্থান করছিলেন। অসুস্থতা যখন বেড়ে গেল তখন আযওয়াজে মুতাহহারাতের অনুমতি নিয়ে হযরত আয়েশার (রাঃ) হুজরায় তাশরিফ নিয়ে চলে এলেন। সোমবারে হযরত আয়েশার (রাঃ) হুজরায় তাশরিফ এনেছিলেন আর অপর সোমবারে তাঁর হুজরায়ই পরপারের যাত্রা করলেন। তের/চৌদ্দ দিন অসুস্থ ছিলেন। শেষ সপ্তাহের শুশ্রূষা হযরত আয়েশার ভাগে এলো।[৪৩]

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ায় রয়েছে– হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (স.) যখন জান্নাতুন বাকী থেকে ফিরে এলেন তখন আমার মাথা ব্যথা ছিল। মাথা ব্যথায় অস্থির হয়ে আমি বললাম وا رأساه -হায় আমার মাথা, সম্ভবতঃ এই মাথা ব্যথার কারণেই আমার মৃত্যু চলে আসবে। রাসূল (স.) বললেন, আমিই বরং বলি– وا رأساه -,হায় আমার মাথা। অর্থাৎ আমার মাথাও তো প্রচণ্ড ব্যথা। সম্ভবতঃ এই ব্যথায়ই আমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। এরপর রাসূল (স.) বললেন, আয়েশা! আমার পূর্বে যদি তুমি মৃত্যুবরণ কর তাহলে তাতে তো আমার কোন ক্ষতি নেই। আমি তোমার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করব। তোমার জানাযা পড়ব। মাগফিরাতের দুআ করব। অভিমান করে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলে ফেললেন, আমি মরে গেলে সেদিনই আপনি অন্য কাউকে বিয়ে করে এনে তাকে নিয়ে এই ঘরে থাকবেন– এজন্যই বুঝি আপনি আমার মৃত্যু কামনা করছেন। অর্থাৎ, আমার মৃত্যুর পর আপনি আমাকে ভুলে যাবেন। অন্য স্ত্রীদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। রাসূলুল্লাহ (স.) একথা শোনে মুচকি হাসলেন। (হাসির উদ্দেশ্য হচ্ছে, আয়েশা একজন বেখবর মুমিন নারী) তিনি জানেন না যে, রাসূল (স.) আগে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিবেন। হযরত আয়েশা তারপরও বেঁচে থাকবেন।[৪৪]

সাধারণ মানুষ ভাবতেই পারেন যে, হযরত আয়েশার (রাঃ) প্রতি অত্যাধিক ভালবাসার কারণেই হয়ত! ওফাতের পূর্বের দিনগুলোতে রাসূল (স.) তাঁর হুজরায় থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে এর কারণ শুধু এতটুকুই নয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বভাবগতভাবেই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, প্রখর স্মৃতিশক্তি, দ্রুত উপলব্ধিশক্তি, ইজতিহাদ, গভীর চিন্তাশক্তির অধিকারিনী ছিলেন। রাসূল (স.) হয়ত! চাচ্ছিলেন, তাঁর অন্তিম মুহূর্তগুলোর প্রতিটি কথা, কাজ পৃথিবীতে সংরক্ষিত থাকুক। আর সেজন্য তিনি হযরত আয়েশার হুজরায় থাকতে চাচ্ছিলেন। কারণ হযরত আয়েশার (রাঃ) পক্ষেই এই সংরক্ষণ সম্ভব ছিল। বাস্তবে ঘটেছেও তাই। রাসূল (স.) এর শেষ মুহূর্ত ও ওফাতের অধিকাংশ বিস্তারিত নির্ভুল বিবরণ তাঁর মাধ্যমেই উম্মতের কাছে পৌছেছে।[৪৫] দিন দিন অসুস্থতা বৃদ্ধিই পাচ্ছিল। অবশেষে অবস্থা এ পর্যায়ে দাড়ালো যে, রাসূল (স.) ইমামতির জন্য মসজিদে তাশরিফ নিয়ে যেতে পারলেন না। স্ত্রীগণ শুশ্রূষায় ব্যস্ত ছিলেন। রাসূল (স.) কিছু দুআ পড়ে অসুস্থদের ফু দিতেন। এখন হযরত আয়েশা সেসব দুআ পড়েই রাসূলকে (স.) ফুঁ দিচ্ছিলেন।[৪৬]

---

৪৩. সীরাতে মুস্তাফা উর্দু, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭–১৫৮।

৪৪. ইবনু কাসীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (বৈরূত ঃ মাকতাবাতুল সা'আরিফা, ৬ষ্ঠ সং, ১৯৮৫), ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৪; সীরাতে মুস্তাফা, উর্দু, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৯।

৪৫. সীরাতে আয়েশা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫–১০৬

৪৬. সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় :মাগাযী, অনুচ্ছেদ : রাসূল (স.) অসুস্থতা ও ওফাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

ফজরের নামাযে লোকেরা রাসূল (স.) মসজিদে আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। কয়েকবারই তিনি উঠার চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রতিবারই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। অবশেষে হযরত আবু বকর (রাঃ) কে ইমামতির আদেশ দিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার খেয়াল হলো. যে রাসূল (স.) এর স্থানে ইমামতির জন্য দাড়াবে লোকেরা তাকে অলক্ষী মনে করবে। এজন্য রাসূলুল্লাহর (স.) সবিনয় নিবেদন জানালাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু বকর খুবই কোমল হৃদয়ের মানুষ। আপনার স্থানে ইমামতির জন্য দাঁড়ালে তিনি কেঁদে ফেলবেন। তাঁর দ্বারা অন্তত এ কাজ হবে না। অন্য কাউকে আপনি নামায পড়ানোর জন্য আদেশ করুন। রাসূল (স.) দ্বিতীয়বার একই আদেশ করলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত হাফসাকে (রাঃ) বললেন, তুমি বলতো। হযরত হাফসা (রাঃ) একই নিবেদন করলে রাসূল (স.) বললেন, তোমরা সেই ইউসুফ সংশ্লিষ্ট নারীরাই তো। বলে দাও, আবু বকরই (রাঃ) ইমামতি করবেন। আদেশ পেয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) ইমামতি করলেন। বুখারী শরীফের বর্ণনায় রয়েছে–

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (স.) তাঁকে বললেন, আবু বকর (রাঃ) কে বল তিনি যেন লোকদেরকে নিয়ে নামায আদায় করেন। (নামাযের ইমামতি করেন) আয়েশা (রাঃ) বললেন, তিনি একজন কোমল হৃদয় লোক। তিনি যখন আপনার জায়গায় দাঁড়াবেন তখন তাঁর অন্তর বিনম্র হয়ে পড়বে। নবী করিম (স.) পুনরায় তাই বললেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাই উত্তর দিলেন। শোবা বলেন, হযরত রাসূল (স.) তৃতীয় অথবা চতুর্থবার বললেন, আয়েশা! তোমরা ইউসুফের ঘটনায় নিন্দুক নারীদের মতই। আবু বকর (রাঃ) কে নামাযের ইমামতি করতে বল।[৪৭]

এই অসুস্থ অবস্থায় রাসূল (স.) কিছু আশরাফী হযরত আয়েশার নিকট রেখে ভুলে গেলেন। তখন তা স্মরণ হল। আয়েশাকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, আয়েশা! আশরাফীগুলো কোথায়? সেগুলো আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে ফেল। মুহাম্মদ কি আল্লাহর প্রতি খারাপ নিয়ে তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হবে? তখনই তা দান করে দেয়া হল।[৪৮]

একেবারে অন্তিম সময় ঘনিয়ে এলো। শিয়রের পাশে হযরত আয়েশা (রাঃ) বসে ছিলেন। তখন হযরত আয়েশার (রাঃ) ভাই হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) মিসওয়াক নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। রাসূল (স.) মিসওয়াকের দিকে তাকালেন। হযরত আয়েশা বুঝতে পারলেন, রাসূল (স.) মিসওয়াক করতে চাচ্ছেন। হযরত আব্দুর রহমানের (রাঃ) নিকট থেকে মিসওয়াকটি নিয়ে নিজের দাঁত দিয়ে তা নরম করে রাসূল (স.) কে দিলেন। রাসূল (স.) সুস্থ মানুষের মতই মিসওয়াক করলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) গর্ব করে বলতেন সকল বিবিদের মধ্যে একমাত্র আমারই এই সৌভাগ্য হয়েছে যে, অন্তিম সময়ে রাসূল (স.) আমার ঝুটা নিজের মুখে লাগিয়েছেন।[৪৯]

---

৪৭. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৯।

৪৮. মুসনাদে আহমদ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯; সীরাতে আয়েশা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

৪৯. সীরাতে আয়েশা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

عن عائشة رض كانت تقول إن من نعم الله على ان رسول الله توفى فى بيتى وفى يومى وبين سحرى ونحرى وأن الله جمع بين ريقى وريقه عند موته دخل على عبد الرحمن وبيده السواك وانا مسنده رسول الله صـ فرأيته ينظر اليه وعرفت انه يحب السواك فقلته اخذه لك ؟ فاشار برأسه أن نعم فتناولته فاشتد عليه وقلت الينه لك ؟ فاشار برأسه أن نعم فلينته وبين يديه ركوة اوعلبة يشك عمر - فيها ماء فجعل يد فجعل يدخل فى الماء فيمسح بها وجهه يقول لا اله الا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول فى الرفيق الاعلى حتى قبض ومالت يده ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি প্রায়ই বলতেন, আমার প্রতি মহান আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নিয়ামত যে, নবী আমার ঘরে আমার পালার দিনে এবং আমার হলকুম ও সিনার মধ্যস্থলে থাকা অবস্থায় হযরত রাসূলুল্লাহর ইন্তেকাল হয়। এবং আল্লাহ তায়ালা তার ইন্তেকালের সময় আমার থুথু তার থুথুর সাথে মিশ্রিত করে দেন। এ সময় আব্দুর রহমান আমার নিকট প্রবেশ করে। এবং তার হাতে মিসওয়াক ছিল। আমি রাসূল (স.) কে (আমার বুকে) হেলান লাগানো অবস্থায় রেখেছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি আব্দুর রহমানের দিকে তাকাচ্ছেন। আমি অনুভব করলাম, তিনি মিসওয়াক চাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি আপনার জন্য মিসওয়াক আনব? তিনি মাথার ইশারায় জানালেন, হাঁ, আমি মিসওয়াক আনলাম। মিসওয়াকটি শক্ত ছিল। তাই জিজ্ঞাসা করলাম, মিসওয়াকটি কি আপনার জন্য নরম করে দিব? তিনি মাথার ইশারায় জানালেন, হ্যাঁ। আমি মিসওয়াকটি চিবিয়ে নরম করে দিলাম। তিনি মিসওয়াক করলেন। তাঁর সম্মুখে পাত্র বা পেয়ালা ছিল, তাতে পানি ছিল। তিনি বার বার নিজ হস্তদ্বয় উক্ত পানির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তার দ্বারা চেহারা মাসেহ করলেন। আর তিনি বলছিলেন- لا اله الا الله ان للموت سكرات আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, সত্যিই মৃত্যু যন্ত্রণা বড় কঠিন। তারপর উভয় হাত উপরের দিকে উঠিয়ে বলছিলেন, আমি উর্ধ্বলোকের মহান বন্ধুর সাথে মিলিত হতে চাই। এমতাবস্থায় তাঁর ইন্তেকাল হল। আর হাত শিথিল হয়ে পড়ল।[৫০]

হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূল (স.) -এর সুস্থতার জন্য দুআ করছিলেন। রাসূলুল্লাহর (স.) এর হাত তাঁর হাতের মুঠোয় ছিল। হঠাৎ তিনি হযরত আয়েশার মুঠো থেকে নিজের হাত টেনে নিয়ে বলে উঠলেন- اللهم بالرفيق الاعلى হে আল্লাহ! আমি সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুকে (আপনাকেই) গ্রহণ করছি।[৫১]

৫০. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৭।

৫১. মুসনাদ আহমদ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২৬; সীরাতে আয়েশা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, সুস্থ অবস্থায় রাসূল (স.) বলতেন ওফাতের সময় নবীকে ইহ ও পরলৌকিক জীবনের যে কোন একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহর একথাগুলো শোনে আমি বুঝে ফেললাম, রাসূল (স.) আমাদের ছেড়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে মিলিত হওয়াকেই গ্রহণ করে নিবেন। সুতরাং এটাই তার অন্তিম সময়। তদুপরি হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন অল্প বয়স্কা, নিজ চোখে কাউকে মৃত্যুবরণ করতে দেখেন নি। তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে? রাসূলুল্লাহ (স.) উত্তর দিলেন কষ্টের পরিমাণ অনুসারে সাওয়াবও হয়ে থাকে।[৫২]

বুখারী শরীফের বর্ণনায় রয়েছে–

إن عائشة رض قالت كان رسول الله وهو صحيح يقول انه لم يقبض نبى قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيا او يخير فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشى عليه فلما افاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الاعلى فقلت اذا لا يجاورنا فعرفت انه حديثة الذى كان يحدثنا وهو صحيح -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) সুস্থাবস্থায় বলতেন, কোন নবীর প্রাণ ততক্ষণ কবজ করা হয়নি যতক্ষণ না তাঁকে স্থান জান্নাতে দেখানো হয়েছে। এরপর তাকে জীবিত রাখা হয় অথবা ইন্তেকালের ইখতিয়ার দেয়া হয়। এরপর নবী করিম (স.) যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর মাথা হযরত আয়েশার (রাঃ) উরুতে রাখা অবস্থায় তার প্রাণ কবজের সময় উপস্থিত হল তখন তিনি চৈতন্যহীন হয়ে পড়লেন। এরপর যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন, তখন তিনি ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! মহান উর্ধ্বজগতের বন্ধুর সাথে (আমাকে মিলিত করুন) অনন্তর আমি বললাম, তিনি আর আমাদের মাঝে থাকছেন না। এরপর আমি উপলব্ধি করলাম, এটাতো এমন কথাই যা তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন তাই ঠিক হল।[৫৩]

এতক্ষণ পর্যন্ত হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূল (স.) কে সামনে নিয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ তার কাছে রাসূলের (স.) শরীরের অতিশয় ভার অনুভব করলেন। চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝে ফেললেন, রাসূল (স.) আর নেই, চির বিদায় নিয়ে গেছেন। আস্তে পবিত্র মাথা মুবারক বালিশে রেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।[৫৪]

হযরত আয়েশার (রাঃ) মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের সর্বাধিক সোনালী অধ্যায় হচ্ছে ওফাতের পর রাসূল (স.) কে তার হুজরায়ই দাফন করা হয়।[৫৫]

---

৫২. সীরাতে আয়েশা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

৫৩. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩০।

৫৪. মুসনাদ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৭৪; সীরাতে আয়েশা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

৫৫. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বপ্নে দেখেছিলেন, তাঁর ঘরে তিনটি চাঁদ খসে পড়েছে। তিনি পিতা হযরত আবু বকরের (রাঃ) নিকট স্বপ্নটি বলেছিলেন। ওফাতের পর রাসূল (স.) কে যখন হযরত আয়েশার হুজরায় দাফন করা হল তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আয়েশাকে বললেন, তুমি স্বপ্নে যে তিনটি চাঁদ দেখেছিলে তন্মধ্যে এই একটি। আর এটাই তিনটির মধ্যে সর্বোত্তম।[৫৬] পরবর্তীতে প্রমাণ হয়েছে, দ্বিতীয় চাঁদ হযরত আবু বকর (রাঃ) ও তৃতীয় হযরত উমর (রাঃ)।

এখন হযরত আয়েশা (রা) বিধবা হয়ে গেলেন। বিধবা অবস্থায় জীবনের আটচল্লিশটি বছর কেটে গেল। যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন রাসূলুল্লাহর (স.) রওজার পাশেই ছিলেন, রওজার পাশেই ঘুমাতেন। একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) কে স্বপ্নে দেখলেন, সেদিন থেকে সেখানে থাকা পরিহার করলেন।[৫৭]

হযরত ওমর (রাঃ) কে সেখানে দাফনের পূর্বে তের বছর হিজাব ছাড়া আসা যাওয়া করতেন। কারণ, তখন সেখানে শুধু তার স্বামী রাসূলুল্লাহ (স.) ও পিতা হযরত আবু বকরের (রাঃ) মাজারই ছিল। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) কে সেখানে দাফন করার পর বলতেন, এখন সেখানে পর্দা ছাড়া যেতে লজ্জা লাগে।[৫৮]

আল্লাহ তায়ালা আযওয়াজে মুতাহহারাতের জন্য নবীর পর অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে হারাম করেছেন। আরবের একজন নেতা বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহর (স.) পর আমি হযরত আয়েশা (রাঃ) কে বিয়ে করব। এরই প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়–

النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم -

নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠতর এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মা।[৫৯]

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন,

وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا إن ذلكم كان عند الله عظيما -

তোমাদের কারো পক্ষে আল্লাহর রাসূল (স.) কে কষ্ট দেয়া এবং তার ওফাতের পর তার স্ত্রীদের বিয়ে করা বৈধ নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ।[৬০]

আসল কথা হচ্ছে আযওয়াজে মুতাহহারাত সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত নবী করিমের (স.) সাহচর্যে থেকে নবুওতের তত্ত্বকথা ও গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হয়েছেন। নবীর ঘর তাদের পবিত্র জীবনের অবশিষ্ট সময় পবিত্র স্বামীর শিক্ষা, আমলের সবক প্রচার– প্রসারের কাজেই ব্যয় হবে। তারা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন এই দায়িত্ব আদায়ে প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করবেন, এটাই আল্লাহর ইচ্ছা। তাঁরা উম্মতের মা, তাদের কর্তব্য সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা দেয়া।[৬১]

---

৫৬. ইবনে কাছীর আসসীরাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৫; আনসাবুল আশরাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭১।
৫৭. আত-তাবাবাতে, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫।
৫৮. সীরাতে আয়েশা, পৃ. ১০৮।
৫৯. সূরা আহযাব : ৬।
৬০. প্রাগুক্ত, ৫৩।
৬১. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, পৃ. ১৩৬।

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এভাবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

بنساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذالك على الله يسيرا ـ ومن يقنت منكن لله رسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما ـ ينساء النبى لستن كاحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا – وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلواة واتينن الزكوة واطعن الله رسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ـ واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من ايات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا

হে নবী পত্নীগণ! তোমাদের কেউ স্পষ্ট অশ্লীল কাজ করলে তাকে দ্বীগুণ শাস্তি দেয়া হবে। এবং এটা আল্লাহর জন্য সহজ এবং তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগত হবে, সৎকাজ করবে তাকে আমি দ্বিগুন পুরস্কার দিব। এবং তার জন্য আমি সম্মানজনক রিযক প্রস্তুত রেখেছি।

হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, তবে পর-পুরুষের সাথে এমন ভাবে কোমল কণ্ঠে কথা বলো না যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয়। এবং তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে। আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর। এবং প্রাচীন যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে। হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তা স্মরণ রাখবে। আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী সর্ববিষয়ে অবহিত।[৬২]

হযরত আয়েশার পরবর্তী জীবন ছিল উপরোক্ত আয়াতগুলোর আমলী তাফসীর, বাস্তব ব্যাখ্যা।[৬৩]

৬২ সূরা আহযাব : ৩০–৩৪
৬৩. সীরাতে আয়েশা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮–১১০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

হাদীস শাস্ত্রে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কৃতিত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে আয়েশা (রা)।
- ❑ আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি।
- ❑ আয়েশা (রাঃ)-এর শিক্ষকবৃন্দ।
- ❑ আয়েশা (রাঃ)-এর ছাত্রবৃন্দ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীস শিক্ষাদান পদ্ধতি।
- ❑ আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীস বর্ণনার মূলনীতি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ অন্যান্য বিষয়ে আয়েশা (রাঃ) ঃ

- ❑ তাফসীর বিষয়ে আয়েশা (রাঃ)-এর অবদান।
- ❑ ফিকাহ বিষয়ে আয়েশা (রা)-এর অবদান।
- ❑ আরবী সাহিত্যে আয়েশা (রা)-এর অবদান।
- ❑ পত্র সাহিত্যে আয়েশা (রা)।
- ❑ কাব্য সাহিত্যে আয়েশা (রা)-এর অবদান।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

হাদীস শাস্ত্রে আয়েশা (রাঃ)-এর কৃতিত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে আয়েশা (রাঃ)

আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) ছিলেন নবী পত্নীদের মধ্যে অধিক স্মৃতিধর ও বুদ্ধিমতি মহিলা। হাদীস তথা দ্বীন শিক্ষা ও সম্প্রসারণে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর জ্ঞানের পরিধি ও ব্যাপকতা ছিল সুবিস্তৃত। শুধু উম্মুল মু'মিনদের মধ্যেই নয় বরং তৎকালীন সমগ্র নারী জাতির উপর এবং খ্যাতনামা কিছু সংখ্যক সাহাবী ছাড়া সকল সাহাবীর উপরই তাঁর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা স্বীকার্য ছিল। বিশিষ্ট সাহাবী আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) (মৃ. ৫২/৬৭১) যথার্থই বলেছেন যে, "আমরা মুহাম্মাদ (স.) এর সাহাবীগণ কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে আয়েশা (রাঃ) এর নিকট সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করে সঠিক সমাধান খোঁজে পেতাম"।[১]

রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস হচ্ছে বাস্তব জীবন সত্তার অপর নাম। রাসূলুল্লাহ (স.) এর অধিক নিকটতম সাহচর্য পাওয়ার কারণে এবং তাঁর জ্ঞানের সূক্ষ্মদর্শিতার ফলে আয়েশা (রাঃ) হাদীস বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইমাম যাহাবী (মৃ. ৭৪৮/১৩৭৪) বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা.) এর স্ত্রীগণ অনেক হাদীস মুখস্থ ও সংরক্ষণ করেছিলেন, কিন্তু আয়েশা (রাঃ) ও উম্মু সালামা (রাঃ) এর সমপর্যায়ে কেউ উপনীত হতে পারেননি।[২] এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, আয়েশা (রাঃ) সবচেয়ে অধিক কাল রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন। সাওদা (রাঃ) এর নির্ধারিত রাতটি আয়েশা (রাঃ) কে দান করায় নবী (স.) এর অধিক সঙ্গ লাভ তাঁর পক্ষে সহজতর হয়েছিল।[৩] উপরন্ত তিনি ছিলেন অল্প বয়স্কা, প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্না এবং শিক্ষা লাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বয়সের কিশোরী।

আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) মুকসিরীন[৪] তথা অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাতজন সাহাবীর মাঝে তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছেন[৫] তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২১০টি।[৬]

---

১. জামি' আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৭; সিয়ারু আ'লা মিন নুবালা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯।
২. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, (বৈরূত ঃ দারুল ফিকর, তা. বি), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮।
৩. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮৫।
৪. যাঁদের বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা সহস্রাধিক তাঁদেরকে মুকসিরীন বলা হয়। এমন সাহাবী রয়েছেন সাতজন।
দ্রষ্টব্য ঃ সাইয়েদ মুফতী আমীমূল ইহসান (র) কৃত হাদিস সংকলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৫।
৫. সীরাতে আয়েশা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।
৬. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

নাম	মৃত্যুসন	বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা
১। সাইয়েদ আবূ হুরায়রা (রাঃ)	৫৮/৬৭৭	৫৩৭৪
২। সাইয়েদ আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ)	৬৮/৬৮৭	২৬৬০
৩। সাইয়েদ আয়েশা (রাঃ)	৫৭/৬৭৬	২২১০
৪। সাইয়েদ আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)	৭৩/৬৯২	১৬৩০
৫। সাইয়েদ জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ)	৭৪/৬৯৩	১৫৪০
৬। সাইয়েদ আনাস ইবন মালিক (রাঃ)	৯১/৭০৯	১২৮৬
৭। সাইয়েদ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)	৭৪/৬৯৩	১১৭০

তন্মধ্যে ১৭৪টি হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে, ৫৪টি ইমাম বুখারী এককভাবে এবং ৬৯টি হাদীস ইমাম মুসলিম এককভাবে নিজ নিজ সহীহ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।[৭]

তাছাড়া আমাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস পুনরুক্তিসহ সহীহ বুখারীতে ৮১৯ টি, সহীহ মুসলিম ৬০৮টি, জামি' আত-তিরমিযীতে ২৬৬ টি, সুনান আবু দাউদে ৪১৭টি, সুনান নাসাঈতে ৬৫৬টি এবং সুনান ইবন মাজায় ৩৯৩টি হাদীস সংকলিত হয়েছে।

অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের অনেকেই আয়েশা (রাঃ) এর ইন্তিকালের পরেও জীবিত ছিলেন। ফলে তাঁদের বর্ণনার ধারাবাহিকতাও তখন অব্যাহত ছিল। পুরুষদের তুলনায় আয়েশা (রাঃ) এর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতাও ছিল। যথা ঃ পর্দার বিধানের কারণে তাঁর বিচরণ সংরক্ষিত ছিল। নবী (স.) এর সকল শিক্ষা সমাবেশে তিনি উপস্থিত হতে পারেন নি। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার সুযোগও ছিল তাঁর সীমিত।

আয়েশা (রাঃ) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ) হাদীস শিক্ষার জন্য নিম্নোক্ত পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করতেন ঃ

ক. মসজিদে নববীর শিক্ষা কেন্দ্রে অংশগ্রহণ

আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) ছিলেন মহানবী (স.) এর শিক্ষায়তনের অন্যতম শিক্ষার্থিনী। প্রত্যহ মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ (স.) এর তা'লীম ও ইরশাদের বৈঠক বসতো। এই মসজিদ ছিল রাসূলুল্লাহ (স.) এর গণশিক্ষা কেন্দ্র। সৌভাগ্যক্রমে এ মসজিদের সংলগ্নেই ছিল আয়েশা (রাঃ) এর কক্ষ। ফলে মসজিদে প্রদত্ত রাসূলুল্লাহ (স.) এর ভাষণ, হাদীস বর্ণনা ও শিক্ষা ঘরে বসেই তিনি শুনতে পেতেন। কখনও কোন হাদীস দূরত্ব বা অন্য কোন কারণে বুঝতে না পারলে রাসূলুল্লাহ (স.) ঘরে ফিরে এলে তা বুঝে নিতেন।[৮] মাঝে মধ্যে তিনি বৈঠকের একেবারে নিকটে চলে যেতেন।[৯]

৭. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯।
৮. মুসনাদ ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৭।
৯. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

খ. মহিলাদের জন্য নির্ধারিত শিক্ষাআসর

কিছু সংখ্যক মহিলা সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স.) এর সমীপে এসে আরয করেন ইয়া রাসূলুল্লাহ (স.)! আমাদের (নারীদের) শিক্ষার জন্য একটা দিন নির্ধারিত করে দিন। নবী (স.) তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে বলেন ঃ موعد كن بيت فلان "অমুকের গৃহ তোমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করা হলো"।[১০] সহীহ বুখারীতে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ এক মহিলা (আসমা বিনত ইয়াযীদ) রাসূল (স.) এর কাছে এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ (স.)! আপনার হাদীস শুধু পুরুষরা শিখবারই সুযোগ পাচ্ছে, আমাদেরকেও কোন একদিন শেখার সুযোগ দিন। নবী (স.) বললেন ঃ তোমরা অমুক দিনে অমুক স্থানে একত্রিত হবে। মহিলাগণ নির্দিষ্ট দিনে একত্রিত হলে রাসূলুল্লাহ (স.) তাদেরকে আল্লাহর দীন শিক্ষা দিতেন।[১১] নবী (স.) ঐ নির্ধারিত দিনে সেখানে এসে বিশেষভাবে নারীদেরকে হাদীস শিক্ষা দিতেন।

এসব শিক্ষা বৈঠকে মহিলা সাহাবীগণ নবী (স.) এর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। নবী কারীম (স.) তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। প্রশ্নোত্তরের জন্যও নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত থাকত। এ সময়ে নবী (স.) তাঁদের দীন ও ফাতাওয়া শিক্ষা দিতেন।[১২] উম্মুল মু'মিনীন আয়েশাও (রাঃ) এ জাতীয় বৈঠকে উপস্থিত থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করতেন। এভাবে হাদীস শাস্ত্রে তিনি যে অসাধারণ অবদান রেখে গেছেন সমগ্র মুসলিম নর-নারীর জন্য তা এক বিশেষ আশির্বাদ। এ ধরনের বৈঠকে বিশেষ আনসার মহিলাদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে হাদীস শিক্ষাকরণ সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين "আনসার মহিলাগণ কতই না উত্তম, দীন শিক্ষা বিষয়ে লজ্জা তাঁদের মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি"।[১৩]

গ. ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে

বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমেও আয়েশা (রাঃ) নবী (স.) থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করতেন।

কাসিম ইবন মুহাম্মদ বর্ণনা করেন। আয়েশা (রাঃ) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, একদা তিনি (হযরত আয়েশা) অনেক ছবি সম্বলিত একটি চাদর দ্বারা আবৃত ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহ (স.) প্রবেশ করলেন। অতঃপর দেখা গেল যে, তাঁর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি চাদরটি নিলেন এবং নিজ হাতে ছিড়ে ফেললেন। তৎপর বললেন ঃ কিয়ামতের দিন ঐসব লোকেরা সর্বাধিক শাস্তি পাবে যারা মহা মহিম আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য তৈরি করে।[১৪]

আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ নবী (স.) এর নিকট ইয়াহুদীদের কিছু লোক এসে বললো ঃ السام عليك يا أبا القاسم "হে আবুল কাসিম, তোমার মৃত্যু হোক"। নবী (স.) বললেন ঃ وعليكم "তোমাদের উপরও।" আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম ঃ বরং তোমাদের মৃত্যু ও

---

১০. আস-সুন্নাহ কাবলাত তাদভীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।
১১. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৮৭।
১২. আস-সুন্নাহ কাবলাত তাদভীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।
১৩. ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৯।
১৪. হাকিম নিশাপুরী, মা'আরিফাতু উলূমিল হাদীস, (বৈরূত ঃ দারু. মাকতাবাতিল হিলাল, ১ম সং, ১৪০৯/১৯৮৯), পৃ. ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

ধ্বংস হোক। নবী (স.) বললেন ঃ হে আয়েশা! তুমি বাড়াবাড়ি করো না। আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ আপনি কি শুনেন নাই তারা কি বলেছে? নবী (স.) বললেন ঃ তারা যা বলেছে, আমি কি তাদেরকে তাই ফেরৎ দেই নি এবং বলি নাই যে, وعليكم "অর্থাৎ, তোমাদেরও মৃত্যু হোক"? [১৫]

একদা রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন ঃ من حوسب عذب বিচার দিবসে যার হিসাব নেয়া হবে সে আযাব ভোগ করবে। আয়েশা (রা) এর নিকট এ বিষয়টি খটকা লাগলে তিনি বললেন ঃ হে রাসূল (স.)! আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন ঃ فسوف يحاسب حسابا يسيرا অচিরেই তার থেকে সহজ হিসাব নেয়া হবে।[১৬] রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন ঃ এ হলো আমলের উপস্থাপন। কিন্তু যার কৃতকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই করা হবে তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।[১৭]

একদা সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্যদান কালে মহানবী (স.) বললেন, হাশরের ময়দানে সকল মানুষ বিবস্ত্র অবস্থায় উঠবে। কথাটি আয়েশা (রাঃ) এর মনে দাগ কাটলো। তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! পুরুষ-মহিলা একসঙ্গে উঠবে। তাহলে একে অন্যের প্রতি কি তাকাবে না? নবী (স.) বললেন ঃ সে সময়টা হবে কঠিন ভয়াবহ। অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, অন্যের প্রতি তাকাবার অবকাশই সে পাবে না।[১৮]

জিজ্ঞাসার মাধ্যমে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ

আয়েশা (রাঃ) অনেক সময় নবী (স.) কে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করে তাঁর হাদীস শিক্ষা লাভ করতেন। নিম্নে প্রামাণ্য হাদিস গ্রন্থাবলী হতে এর কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো ঃ

"عن عائشة قالت : سألت رسول الله عن الا لتفات فى الصلاة، فقال : اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد"

"হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক দৃষ্টি ফেরানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন ঃ এটা একটা ছিনতাই ঘটনা। এর দ্বারা শয়তান বান্দার নামায থেকে কিছু ছিনতাই করে নেয়"।[১৯]

* আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূল (স.) কে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স.)! আমরা (নারীরা) কি আপনার সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবো না? নবী (স.) বললেন ঃ বরং উত্তম এবং সুন্দর জিহাদ হলো মাবরূর (কবুল) হজ্জ। আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ নবী (স.) থেকে এ হাদীস শুনার পরে আমি আর কখনও হজ্জ পরিত্যাগ করিনি।[২০]

"عن عائشة رضى الله عنها قالت : سألت رسول الله عن الجدار أمن البيت هو * قال : نعم - قلت : فلم لم يدخلوه البيت؟ : قال : إن قومك قصرت بهمم النفقة - قلت : فما شأن بابه مرتفع؟ قال : فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا" -

১৫. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় কণ্ড, পৃ. ২১৪।
১৬. সূরা আল-ইনশিকাক ঃ ৮।
১৭. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১।
১৮. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩১।
১৯. জামি' আত তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩০।
২০. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫০।

Dhaka University Institutional Repository

"আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে কা'বা গৃহ সংলগ্ন প্রাচীর (হাতিম) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তা কি কা'বা গৃহের অন্তর্ভুক্ত? রাসূল (স.) বললেন ঃ হ্যাঁ। আমি বললাম, তবে কেন তারা তা কা'বা গৃহের অন্তর্ভুক্ত করেনি? রাসূল (স.) বললেন ঃ তোমার জাতির নির্মাণ বাজেট সীমিত হয়ে পড়েছিল। আমি বললাম ঃ কা'বা গৃহের দরজা উঁচুতে স্থাপনের হেতু কি? তিনি বললেন ঃ তোমার জাতি এটা এ জন্য করেছে, যাতে যাকে ইচ্ছা প্রবেশ করাবে এবং যাকে ইচ্ছা বাঁধা দিবে"।[২১]

عن عروة عن عائشة أنها قالت للنبى صلى الله عليه وسلم : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال : لقد لقيت من قومك ما لقيت ـ وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة" ـ

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স.) কে বললেন ঃ উহুদ যুদ্ধের চেয়ে কঠিন কোন দিন কি আপনার জীবনে এসেছিল? তিনি বললেন ঃ তোমার জাতির কাছ থেকে যা পাবার তা পেয়েছি। তবে তাদের থেকে কঠিন কষ্ট পেয়েছি আকাবার দিনে.....।"[২২]

শারঈ দৃষ্টিতে বিবাহে বর ও কনের পারস্পরিক সম্মতি থাকা অপরিহার্য। কিন্তু কুমারী মেয়েরা অনেক সময় লজ্জায় মুখে সম্মতি প্রকাশ করে না। তাই উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ) একদা এ বিষয়ে নবী (স.) কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ চুপ থাকাই সম্মতির লক্ষণ।[২৩]

হাদীস শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে আয়েশা (রাঃ) এর এ জাতীয় বহুবিধ প্রশ্ন ও তার উত্তর বর্ণিত হয়েছে। এগুলো ছিল তাঁর নিত্য দিনের পাঠ। সামাজিক ও নৈতিক বিষয় ছাড়াও নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত তথা শরী'আতের বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত হাদীস অত্যন্ত ধৈর্য্য ও আগ্রহের সাথে রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে তিনি শিক্ষা লাভ করতেন।

ঘ. জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির প্রশ্নের জবাব শ্রবণের মাধ্যমে

কখনও বা অন্য ব্যক্তির নবী (স.) এর নিকট জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর শ্রবণের মাধ্যমেও আয়েশা (রাঃ) হাদীস শিক্ষা লাভ করতেন। নিম্নে এর কিছু উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

হিশাম ইবন উরওয়া তাঁর পিতা থেকে তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ হামযা ইবন আমর আল-আসলামী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (স.) কে সফরে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ তুমি ইচ্ছে করলে রোযা রাখতেও পার আবারও নাও রাখতে পার।[২৪]

হিশাম ইবন উরওয়া তাঁর পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ কতিপয় বিদুঈন লোক নবী (স.) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি সন্তানদের কে চুমো দেন? নবী (স.) বললেন, হ্যাঁ। তারা বললো, আল্লাহর কসম! আমরা সন্তানদের কে চুমো দেই না। ইহা শুনে নবী (স.) বললেন ঃ আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর হতে দয়া-মুহাব্বত তুলে নেন, তবে আমি কি তা ফিরিয়ে দিতে পারবো?[২৫]

---

২১. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩১।
২২. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৬।
২৩. সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৫।
২৪. জামি' আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫২।
২৫. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৪।

عن عائشة أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم إن أمى اقتتلت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت ـ أفأتصدق عنها؟ قال : نعم، تصدق عنها" ـ

"আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন এক ব্যক্তি মহানবী (স.) কে জিজ্ঞেস করলেন, বস্তুত আমার মা হঠাৎ করে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি মনে করি যদি তিনি কথা বলার সুযোগ পেতেন তা হলে দান করে যেতেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে দান করতে পারি? মহানবী (স.) বললেন ঃ হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে দান কর"।[২৬]

আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ

سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان؟ فقال لهم رسول الله : ليسوا بشىء ـ قالوا يا رسول الله! إنهم يحدثون أحيانا بالشىء يكون حقا؟ فقال رسول الله : تلك الكلمة من الجن" ـ

কিছু সংখ্যক লোক নবী (স.) এর নিকট গণক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ তাদের কথার কোন ভিত্তি নেই। লোক সকল বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ (স.)! মাঝে মধ্যে তাদের কথা সত্যে পরিণত হয়। নবী (স.) বললেন ঃ সেটা জ্বীনদের থেকে জানা কথা।[২৭]

এছাড়া অধিকাংশ হাদীস তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে শুনে শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁর থেকে বর্ণিত অনেক হাদীসেই তিনি سمعت (আমি শুনেছি) বা أنها سمعت (তিনি শুনেছেন) এরূপ শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন ঃ উমারা (র.) বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ) কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছেন যে, নবী (স.) বলেছেন ঃ "এক চতুর্থাংশ দীনারের কম মূল্যের সম্পদ চুরি করাতে চোরের হাত কাটা যাবে না"।[২৮]

আয়েশা (রাঃ) এর হাদীস শিক্ষার ব্যাপারে প্রবল আগ্রহ ছিল। তাঁর জ্ঞানও ছিল খুব তীক্ষ্ণ। উপরন্ত তিনি হাদীস শিক্ষার ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতাও অবলম্বন করতেন। ইবন আবী মুলায়কা (মৃ. ১১৭/৭৩৩) বলেন ঃ

أن عائشة زوج النبى كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه ـ

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ) কোন কিছু শুনে বুঝতে না পারলে তা বার বার আলোচনা করতেন যতক্ষণ না তিনি তা বুঝতে পারতেন।[২৯]

---

২৬. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৬।
২৭. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯১৭।
২৮. সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩।
২৯. ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭।

Dhaka University Institutional Repository

আয়েশা (রাঃ) এর শিক্ষকবৃন্দ

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ) প্রধানত রাসূলুল্লাহ (স.) থেকেই হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন। এছাড়াও তিনি কুরআন, হাদীস, শারঈ ও পার্থিব বিষয়ের বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন করেন তাঁর পিতা আবূ বকর (রাঃ), ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমর ফারুক (রাঃ), নবী দুলালী ফাতিমাতুয যাহরা (রাঃ), বিশিষ্ট সাহাবী সা'দ (রাঃ), হামযা ইবন আমর আল-আসলামী (রাঃ) এবং মহিলা সাহাবী জুদামা বিনত ওয়াহাব (রাঃ) এর নিকট থেকে।[৩০]

আয়েশা (রা) এর ছাত্রবৃন্দ

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) এর নিকট থেকে অভিন্ন সময়ে সাহাবী ও তাবেঈদের মধ্য হতে অনেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন। ইমাম শামসুদ্দীন আযযাহাবী ১৯০ (একশত নব্বই) জন ছাত্রের নাম উল্লেখের পরেও বলেছেন, وطائفة سوى هؤلاء এছাড়াও তার থেকে আরো একদল ছাত্র হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন। ইমাম যাহাবী (রা) কর্তৃক উল্লেখিত আয়েশা (রা) এর ছাত্র বা তার থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

ইব্রাহিম ইবন ইয়াযীদ আন-নাখঈ, ইব্রাহিম ইবন ইয়াযীদ আত-তায়মী, ইসহাক ইবনে, তালহা, ইসহাক ইবনে ওমর, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ, আযমান আল-মাক্কী, সুমামা ইবন হাযন, জুবায়র ইবন নুফায়র, জুমাঈ ইবন উমায়র, হারিস ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবু রাবীআ আল মাখযূমী, হারিস ইবন নাওফিল, আল-হাসান, হামযা ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমর, খালিদ ইবন সা'দ, খালিদ ইবন মা'দান, খাব্বাব, খুবায়ব ইবন আবদুল্লাহ ইবনে আয-যুবায়র, খিলাস আল-হাজারী, খিয়ার ইবন সালমা, খায়সামা ইবন আবদুর রহমান, যাকওয়ান আস সাম্মান, তার গোলাম যাকওয়ান রাবীআ আল জুরাশী, আবু উসসর আল-কান্দি জুরায়া ইবনে আওফা, যিররু ইবন হুবায়শ, যায়দ ইবন আসলাম, সালিম ইবন আবিল জা'দ, যায়দ ইবন খালিদ আল জুহানী, সালিম ইবন আবদুল্লাহ, সালিম সাবালান, সাইব ইবন ইয়াযীদ, সাদ ইবন হিশাম, সাঈদ আল মাকবূরী, সাঈদ ইবনুল আস, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, সুলায়মান ইবন ইয়াসার, সুলায়মান ইবন বুরায়দা, শুরায়হ ইবন আরতাত, শুরায়হ ইবন হানী, শারীক আল হাওযানী, শাকীক আবুল ওয়ায়ল, শাহর ইবন হাওশিব, সালিহ ইবন রাবীআ, সাসাআ, আসিম ইবন হুমায়দ আস-সাকূনী, আমির ইবন সা'দ, আশ-শা'বী, আব্বাদ ইবন আবদুল্লাহ, উবাদা ইবনুল ওয়ালীদ, আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা, আবূল ওয়ালীদ আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস আল বাসরী, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র, উরওয়া, আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ আল লায়সী, আবদুল্লাহ ইবন শাকীক, আবদুল্লাহ ইবন শিহাব আল-খাওলানী, আবদুল্লাহ ইবন আমর, ইবন উমর, ইবন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবন ফাররুখ, আব্দুল্লাহ ইবন আবু মুলায়কা, ওবায়েদ, আবদুল্লাহ ও কায়েস, আব্দুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনে আবু আতীক, আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ ইবন ওয়াকিদ আল -উমরী, আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ, আবদুল্লাহ আল-বাহী, আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ, আবদুর রহমান ইবনুল হারিস, আবদুর রহমান ইবন সাঈদ, আবদুর রহমান ইবন শুমাসা, আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন সাবিত, আবদুল আযীয, উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ, উবাদুল্লাহ ইবন আইয়াস, উরওয়া আল-মুযানী, আতা ইবন আবী রাবাহ, আতা ইবন ইয়াসার, ইকরামা, আলকামা ইবন কায়স, আলকামা ইবন ওয়াক্কাস, আলী ইবনে হুসাইন, আমর সাঈদ আল আসদাক, আমর ইবনে শুরাহবীল, আমর ইবন গালিব, আমর ইবন মায়মূন, ইমরান ইবন হিতান, আওফ ইবনুল হারিস আইয়্যাস ইবন উরওয়া, ঈসা ইবন তালহা, গুযায়ফ ইবনুল হারিস, ফুরওয়া ইবন নাওফিল, কা'কা ইবন হাকিম, কায়স ইবন আবু হাযিম, কাসীর ইবন উবায়দ আল কূফী, কুরায়ব, মালিক ইবন আবী আমির, মুজাহিদ।

---

৩০. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫।

মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহিম আত তায়মী, মুহাম্মদ ইবনুল আশ'আস, মুহাম্মদ ইবনুল যিয়াদ আল জুম্মাহী, ইবন সীরীন, মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান ইবনুল হারিস, আবূ জাফর আল বাকির, মুহাম্মদ ইবন কায়স ইন মাখরামা, মুহাম্মদ ইবনুল মুনতাশির, মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির, মারওয়ান আল উকায়লী, মাসরূক, মিসদা আবূ ইয়াহইয়া, মুতাররাফ ইবনুষ শিখখীর মাওলা ইবন আব্বাস, মুত্তালিব ইবন আবদুল্লাহ মাকহূল, মূসা ইবন তালহা, মায়মূনা ইবন আবু শাবীব, মায়মূনা ইবন মিহরান, নাফি ইবন জুবায়র, নাফি ইবন আতা, নাফি আল উমরী, নু'মান ইবন বাশীর, হাম্মাম ইবনুল হারিস, হিলাল ইবন ইসাফ, ইয়াহইয়া ইবনুল জিযার, ইয়াহইয়া ইবন আবদুর রহমান, ইয়াহইয়া ইবন ইয়ামার, ইয়াযীদ ইবন বাবানূস, ইয়াযীদ ইবনুশ শিখখীর, ইয়ালা ইবন উকবা, ইউসূপ ইবন মাহাক, আবূ উমামা ইবন সাহল, আবূ বুরদা ইবন আবু মূসা আবূ বকর ইবন আবদুর রহমান, আবুজ জাওযা আর রাবায়ী, আবূ হুযায়ফা, আবু হাফসা, আবুয যুবায়র আল মাক্কী, আবুস সালমা ইবনে আব্দুর রহমান, আবুস শা'সা আল-মুহারাবী, আবুস সিদ্দীক আল নাজী, আবুয যিবইয়ান, আবুল আলীয়া, আবূ আবদুল্লাহ আল-জাদালী, আবূ উবায়দিল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, আবূ উসমান আল নাহদী, আবূ আতীয়া আল ওয়াদায়ী, আবূ কিলাবা আল জারমী, আবুল মালীহ আল হুযালী, আবূ মূসা, আবূ নাওফিল ইবন আবী আকরাব, আবূ ইউনুস, বুহাইয়্যা, জাসরা বিত দাজাজা, হাফসা বিনত আবদুর রহমান, খাইরা (হাসান আল বসরীর মা), যিফরা বিনত গালিব, যয়নাব বিনত আবু সালমা, যয়নাব বিনত আবু নসর, যয়নাব আস সাহামীয়া, সুমায়য়্যা আল বসরীয়া, শুমাইসা আল ইতকীয়া, সাফিয়্যা বিনত শায়বা, সাফিয়্যা বিনত আবু উবায়দ, আয়েশা বিনত তালহা, আমরা বিনত আব্দির রহমান, মারজানা, মুআযা আল আব্দুববীয়া, উম্মু কুলসূম আত-তায়মীয়া, উম্মু মুহাম্মদ (রাঃ) প্রমুখ। এছাড়াও আরো অনেকেই আয়েশা (রাঃ) হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩১]

নিম্নে তার উল্লেখযোগ্য কতিপয় ছাত্রদের সংক্ষিপ্ত পরিচিত তুলে ধরা হলো ঃ

আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ আন-নাখঈ

আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ ইবন কায়স আন নাখঈ (রাঃ) ছিলেন কূফার বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও জ্ঞান তাপস। তিনি ছিলেন সিকাহ তাবিঈ এবং অধিক হাদীসের বর্ণনাকারী। তিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইব্রাহীম নাখঈর মামা এবং তাবেঈ আলকামার ভাইপো ছিলেন।[৩২]

আয়েশা (রাঃ) ছাড়াও আবু বকর, ওমর, আলী, ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৩] তিনি ছিলেন অত্যন্ত ইবাদত ওজার ব্যক্তি। প্রায় সারা বছর রোযা রাখতেন। রমযান মাসে দুরাতে এবং অন্যান্য মাসে ছয় রাতে কুরআন খতম করতেন। মাগরিব ও ইশার অর্ন্তবর্তীকালীন সময়ে শুধু ঘুমাতেন। জীবনে আশি (৮০) বার হজ্জ ও উমরা পালন করেছেন।[৩৪] তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে ১১৭টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ৭৫/৬৯৪ সনে কুফায় ইন্তিকাল করেন।[৩৫]

---

৩১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬-১৩৯।

৩২. তাযকিরাতুল হুফ্ফায, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০-৫১।

৩৩. তাহযীবুত তাহযীব, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৭।

৩৪. জামালুদ্দীন ইউসুফ ইবনুয যাকী, তুহফাতুল আশরাফ, (হিন্দ ঃ দারুল কাইয়্যিমা, ১ম সং, ১৪০৩/১৯৮২), ১২শ খণ্ড, পৃ. ১০।

৩৫. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উরওয়া ইবন আয-যুবায়র

আবূ আবদুল্লাহ উরওয়া ইবনুয যুবায়র ইবনুল আওয়াম ছিলেন মদীনার প্রসিদ্ধ ফকীহ এবং সিকাহ রাবী। তিনি ছিলেন আবু বকর (রাঃ) এর কন্যা আসমা (রাঃ) এর পুত্র। আয়েশা (রাঃ) ছিলেন তার খালা। তার সহোদর আবদুল্লাহ বড় আলিম এবং সাহাবী ছিলেন।[৩৬]

তিনি আলী, যায়িদ ইবন সাবিত, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, ইবন উমর, আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস, উসামা ইবন যায়িদ, আবূ আইয়্যুব, আবূ হুরায়রা, উম্মু সালমা, উম্মু হানী, উম্মু হাবীবা (রাঃ) প্রমূখ বড় বড় সাহাবী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৭] আয়েশা (রাঃ) হাতে তিনিই সবচেয়ে বেশী হাদীস অর্থাৎ ১০৫০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৮] তিনি খালা আয়েশার (রাঃ) সমস্ত বিদ্যাই আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি বলেন ঃ আয়েশা (রাঃ) এর মৃত্যুর ৪/৫ বছর আগে আমি অনুভব করলাম যে, তিনি যদি মারা যান তবে তার নিকট যে সব হাদীস ছিল তার একটিও আমার আয়ত্ত করার জন্য আক্ষেপ থাকবে না।[৩৯] তাঁর জ্ঞানের বহর সম্পর্কে তাঁর সুযোগ্য পুত্র হিশাম বলেছেন, আমার পিতার হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞানের এক হাজার ভাগের এক ভাগও আমি আয়ত্ত করতে পারিনি।[৪০] তার ছাত্র ইমাম যুহরী বলেন, উরওয়া (রাঃ) ছিলেন অফুরন্ত এক জ্ঞান সমুদ্র।[৪১]

তিনিই প্রথম মাগাযী ও ফিকহের উপর গ্রন্থ লিখেছিলেন কিন্তু হার্রার দাঙ্গায় ইয়াযীদ বাহিনী কর্তৃক মদীনা লুট পাটের সময় তা ভস্মিভূত হয়ে যায়।[৪২] তিনি ছিলেন অত্যন্ত ইবাদত গুজার। রাতে অধিক সময় দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন। প্রত্যেহ এক চতুর্থাংশ কুরআন পাঠ করতেন।[৪৩] এ প্রখ্যাত তাবিঈ ওমর (রাঃ) এর খিলাফত কালে ২২ মতান্তরে ২৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মদীনা ও রাবাযাহ এর মধ্যবর্তী ফুরউ নামক গ্রামে ৯৩ মতান্তরে ৯৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৪৪]

আমারা বিনত আবদুর রহমান

আমারা বিনত আবদুর রহমান ইবন সা'দ আল-আনসারীয়া (রাঃ) ছিলেন আয়েশা (রাঃ) তা'লীম-তারবিয়াত বা শিক্ষা-প্রশিক্ষণের উত্তম নমুনা। আয়েশা (রাঃ) ছাড়াও উম্মু হিশাম, হাবীবা বিনত সাহল, হামনা বিনত জাহাশ (রাঃ) প্রমূখ মহিলা সাহাবী হতে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৪৫] তিনি ছিলেন অত্যন্ত সিকাহ বর্ণনাকারী। আয়েশা (রাঃ) হতে তিনি ৭২টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৪৬] ইবন হিব্বান বলেন, তিনি আয়েশা (রাঃ) এর হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। সুফিয়ান সাওরী বলেন ঃ আমারা, কাসিম ও উরওয়ার হাদীসই হচ্ছে আয়েশা (রাঃ) এর সর্বাধিক শক্তিশালী ও সঠিক হাদীস।[৪৭] শু'বা মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

---

৩৬. ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফিয়াতুল আইয়ান, (বৈরূত ঃ দারুস সাকাফা, ১৯৬৮), ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৮।
৩৭. তাহযীবুত তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৭।
৩৮. তুহফাতুল আশরাফ, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১১।
৩৯. তাহযীবুত তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৭।
৪০. আইনুল বারী, হাদীসের সংরক্ষণ যুগে যুগে, (কলকাতা ঃ কওমী প্রেস, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪), পৃ. ২৬।
৪১. তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২।
৪২. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭।
৪৩. তুহফাতুল আশরাফ, (হিন্দ ঃ দারুল কায়্যিমা, ১ম সং, ১৪০৩/১৯৮২), ১২শ খণ্ড, পৃ. ১১।
৪৪. ওয়াফিয়াতুল আইয়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২১।
৪৫. তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৬৬।
৪৬. তুহফাতুল আশরাফ, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৫।
৪৭. তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

উমর ইবন আব্দিল আযীয বলেছেন, আয়েশা (রাঃ) এর হাদীস সম্বন্ধে আমারা থেকে অধিক জ্ঞানী আর কেউ অবশিষ্ট নেই। উমার ইবনে আব্দুল আযীয ইবন হাযাম (র) এর নিকট চিঠি লিখে ছিলেন তিনি যাতে আমারা (রাঃ) এর হাদীসগুলো তাকে লিখে দেন।[৪৮] তিনি ৭৭ বছর বয়সে ৯৮ মতান্তরে ১০৩ বা ১০৬ হিজরীতে মারা যান।[৪৯]

কাসিম ইবন মুহাম্মদ

তার নাম কাসিম। উপনাম ঃ আবূ আবদুর রহমান। পিতা ঃ মুহাম্মদ। ইসলামের প্রথম খলিফা আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর নাতী এবং উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) এর ভাতিজা ছিলেন তিনি। তার পিতা মুহাম্মদ (রাঃ) আলী (রাঃ) এর পক্ষ থেকে মিসরের গভর্ণর হয়ে সেখানে যান এবং ৩৮ হি. সেখানে শাহাদাতবরণ করেন। কাসিম (রাঃ) ইয়াতিম হয়ে পড়লে ফূফূ আয়েশা (রাঃ) এর কোলে লালিত পালিত হন এবং তার কাছেই শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন মদীনার অন্যতম ফকীহ।[৫০] আবুয যিয়াদ বলেন, আমি কাসিমের (রাঃ) চেয়ে বড় ফকীহ যেমন দেখিনি, তেমনি সুন্নাতের জ্ঞানে তার চেয়ে বড় জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি।[৫১] তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে ১৩৭ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। খালিদ বিন নাযযার বলেন, আয়েশা (রাঃ) এর হাদীস সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞানী ছিলেন তিন জন। তারা হলেন, কাসিম, উরওয়া এবং আমারা।[৫২] বিশুদ্ধ মতানুসার তিনি ১০৬/৭২৪ সনে মারা যান।[৫৩]

আবূ সালামা ইবন আবদুর রহমান

তার নাম আবদুল্লাহ বা ইসমাঈল ছিল বলে জানা যায়। তবে আবূ সালামা উপনামে তিনি অধিক পরিচিত। প্রখ্যাত সাহাবী আবদুর রহমান ইবন আওফ (রাঃ) এর পুত্র ছিলেন তিনি। আয়েশা (রাঃ) সহ অনেক বড় বড় সাহাবী ও তাবেঈদের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৫৪] তিনি ছিলেন তার সময়ের মদীনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম। ইমাম যুহরী বলেন ঃ আমি চারজনকে সাগরের মত পেয়েছি। তারা হলেন, উরওয়া, ইবনুল মুসায়্যিব, আবূ সালমা এবং উবাদুয়াল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ।[৫৫] তিনি ৭২ বছর বয়সে ৯৪ মতান্তরে ১০৪ হিজরীতে পরলোক গমন করেন।[৫৬]

মাসরূক ইবন আজদা

মাসরূক (রাঃ) ছিলেন ইয়ামানের প্রখ্যাত অশ্বারোহী আজদা-এর পুত্র। আরবের খ্যাতনামা বীর আমর ইবন মাদি কারিব-এর ভাগ্নে ছিলেন তিনি। আয়েশা (রাঃ) মাসরূককে পুত্র স্নেহে শিক্ষাদান করেন। একবার তিনি আয়েশা (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি বলেন, আমার ছেলের জন্য শরবত তৈরি কর।[৫৭] তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে ৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৫৮] তার

৪৮. তুহফাতুল আশরাফ, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৫; তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৬৬।
৪৯. তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৬৬।
৫০. তুহফাতুল আশরাফ, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৪।
৫১. তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭।
৫২. তুহফাতুল আশরাফ, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৪।
৫৩. প্রাগুক্ত।
৫৪. তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১২৭।
৫৫. তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম কণ্ড, পৃ. ৬৩।
৫৬. তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১২৭।
৫৭. তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯।
৫৮. বিস্তারিত দ্র. তুহফাতুল আশরাফ, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩০৩-৩২৭।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ হাদীস মুসনাদ আহমদ এবং সহীহ বুখারীতে সংকলিত হয়েছে। তাকে ইরাকের শ্রেষ্ঠ ফকীহরূপে গণ্য করা হতো। ইমাম শাবী বলেন ঃ আমি তার চেয়ে বড় জ্ঞান তাপস আর কাউকে দেখিনি। তিনি কাজী শুরায়হ (রাঃ) থেকেও বড় মুফতী ছিলেন। বিনা ভাতায় তিনি কূফার বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ইবাদতগুজার। নামাযে দাড়িয়ে থাকতে থাকতে তার পা ফুলে যেত। এ প্রখ্যাত তাবিঈ ৬৩/৬৮২ সনে মারা যান।[৫৯]

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব

সাঈদ ইবনুল মুসাঈইয়্যিব (রাঃ) ওমর (রাঃ) এর খিলাফতের ২/৪ বছর পর মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন।[৬০] তিনি ছিলেন একাধারে তাবিঈদের নেতা, নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশারদ, ফকীহ ও জ্ঞান সাধক।[৬১] আয়েশা (রাঃ) ছাড়াও বড় বড় সাহাবী বিশেষত তার শ্বশুর আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৬২] একটি মাত্র হাদীসের খুজে তিনি কয়েক দিন রাত সফর করতেন।[৬৩]

ইমাম মাকহুল বলেন, জ্ঞানের সন্ধানে সারা জীবন সফর করেছি, কিন্তু সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব এর চেয়ে বড় জ্ঞানীর সন্ধান পায়নি।[৬৪] তার বর্ণিত মুরসাল হাদীসকে ইমাম আহমাদ সহীহ এবং ইমাম শাফিঈ (র) হাসান বলে মেনে নিতেন।[৬৫] তিনি ছিলেন অত্যন্ত আবিদ ব্যক্তি। তিনি বলেন ঃ ৫০ বছর যাবৎ আমার কোন নামাযে তাকবীরে উলা বাদ যায় নি। তিনি প্রায় সারা বছর রোযা রাখতেন। ৪০ বার হজ্জ করেছেন। তিনি ছিলেন নির্ভিক ও অন্যায়ের প্রতিরোধক। এজন্য তাকে নির্যাতনও ভোগ করতে হয়েছে।[৬৬] মুহাদ্দিস খলিফা ওয়ালিদের খিলাফতকালে ৭৫ বছর বয়সে ৯৪/৭১২ সনে মদীনায় ইন্তিকাল করেন।[৬৭]

আবুল আলীয়া রিয়াহী

তার নাম রাফী, পিতা ঃ মিহরান। তবে আবুল আলীয়া উপনামেই তিনি অধিক প্রসিদ্ধ। রিয়াহ বংশীয় এক মহিলার কৃতদাস ছিলেন বলে তাকে রিয়াহী বলা হয়।[৬৮] তিনি ছিলেন প্রখ্যাত তাবেঈ। রাসূলের (স.) এর যুগ পেলেও তিনি নবী (স.) এর ইন্তিকালের দু'বছর পরে ইসলাম কবুল করেছেন।[৬৯] আয়েশা (রাঃ) ছাড়াও অনেক প্রসিদ্ধ সাহাবী হতে তিনি হাদীস শিখেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। হাদীস গ্রহণে তিনি সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এ ব্যাপারে প্রকৃত বর্ণনাকারী থেকে হাদীস বা শুনা পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পেতেন না। ইলমুত তাফসীরে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাফসীর সংক্রান্ত হাদীসের জ্ঞানী হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ৯৩/৭১১ সনে মারা যান।[৭০]

---

৫৯. তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯।
৬০. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১০৫।
৬১. আত-তাবাকাত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১০৯।
৬২. তাহযীবুত তাহাযীব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৫।
৬৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১০৫;
৬৪. প্রাগুক্ত।
৬৫. তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫;
৬৬. আল-ওয়াফিয়াত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৭;
৬৭. আত-তাবাকাত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১০৯।
৬৮. তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১।
৬৯. তাহযীবুত তাহযীব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৮।
৭০. তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

আয়েশা বিনত তালহা

প্রসিদ্ধ সাহাবী তালহা (রাঃ) ছিলেন তার পিতা এবং আবূ বকর (রাঃ) এর কন্যা উম্মু কুলসুম ছিলেন তার মা। আয়েশা উম্মুল মুমিনীন (রাঃ) তার খালা হতেন। তিনি খালার তত্ত্বাবধানে থেকে তার থেকে হাদীস শিক্ষা ও বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন খ্যাতনামা মহিলা তাবেঈ। ইবন মুঈন বলেন, তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত রাবী এবং তার বর্ণনা ছিল প্রমাণযোগ্য। আবূ যার'আ দিমাসকী বলেন, লোকজন তার মর্যাদা ও শিষ্টাচারিতায় মুগ্ধ হয়ে তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবন হিব্বান (রাঃ) তাকে সিকাহ রাবীদের মাঝে স্থান দিয়েছেন। তার জন্ম এবং মৃত্যু তারিখে ব্যাপারে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি।[৭১]

সাফিয়্যা বিনত শাইবা

সাফিয়্যা বিনত শাইবা ইবন উসমান ইবন আবু তালহা ছিলেন অন্যতমা তাবেঈ মহিলা। তিনি আয়েশা (রাঃ) সহ অধিকাংশ উম্মুল মুমিনীন (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রাঃ) হতে তিনি ১৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৭২] তিনি নবী (স.) কে দেখেছেন বলে বর্ণিত আছে। কিন্তু ইমাম দারকুতনী (রাঃ) বলেন, ইহা ঠিক নয়।[৭৩] হাদীসের সনদে তাকে 'শাইবার কন্যা সাফিয়্যা, আয়েশা (রাঃ) এর বিশেষ শাগরিদ কিংবা আয়েশা (রাঃ) এর সাহচর্য প্রাপ্তা"- এ ভাবে পরিচয় দেয়া হয়েছে।[৭৪] মানুষ তার কাছে আয়েশার (রাঃ) হাদীস সম্বন্ধে জানতে আসতো। ইবন হিব্বান (রাঃ) তাকে সিকাহ তাবিঈদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৭৫]

আতা ইবন আবু রাবাহ আল -মাক্কী

আতা ইবন আবী রাবাহ (রাঃ) ইয়ামানের একটি ছোট শহর জানাদে ২৭/৬৪৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন।[৭৬] তিনি উঁচুমানের তাবেঈ মহা ফকীহ ও বড় ধরনের মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি আয়েশা (রাঃ) ছাড়াও আরো অনেক বড় বড় সাহাবী (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি দুশ সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন। সে যুগে হজ্জের মাস' আলায় তার চেয়ে বড় আলিম আর কেউ ছিল না।[৭৭] তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে বিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৭৮]

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন, আমি আতা (র) এর চেয়ে উত্তম কাউকে পাইনি। ইমাম আওযাঈ (র.) বলেন, আতা (র) যে দিন মারা যান সে দিন তিনি পৃথিবীবাসীর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন।[৭৯] তিনি শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ১১৪ হি. রমযান মাসে তিনি মক্কায় ইন্তিকাল করেন।[৮০]

---

৭১. তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৬৪।
৭২. তুহফাতুল আশরাফ, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৪-৯৯।
৭৩. তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৫৮।
৭৪. আত-তাবাকাত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৮৪।
৭৫. তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৫৯।
৭৬. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩০।
৭৭. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১১৭-১৮।
৭৮. তুহফাতুল আশরাফ, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৩৫-২৪১।
৭৯. তাহযীবুত তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৯।
৮০. তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইকরামা মাওলা ইবন আব্বাস (রাঃ)

বিশিষ্ট তাবেঈ ইকরামা (রাঃ) ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) এর ক্রীতদাস। তিনি ছিলেন বড় আলিম, খ্যাতনামা মুফাসসির, ফকীহ ও হাদীসবিদ। তিনি বলেন, আমি ৪০ বছর বিদ্যান্বেষণ করেছি, কুরআন ও হাদীস শিক্ষার জন্য ইবন আব্বাস (রাঃ) আমার পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখতেন।[৮১]

তিনি হাদীস অন্বেষণে আফ্রিকা, ইয়ামান, সিরিয়া, ইরাক, খুরাসান প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেছেন। মসজিদে নববীতে দুশ সাহাবীর সাহচর্য লাভ করেন।[৮২] তিনি আয়েশা (রাঃ) ছাড়াও ইবন আব্বাস, আবু হুরায়রা, আলী (রাঃ) প্রমূখ বড় বড় সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রাঃ) হতে তিনি সাতটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৮৩] তাফসীর শাস্ত্রে তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। কাতাদা (রাঃ) বলেন, ইকরামা (রাঃ) ছিলেন তাবেঈদের সবচেয়ে বড় মুফাসসির।[৮৪] শাহর বইন হাওশাব (রাঃ) বলেন, প্রত্যেক জাতিরই একজন বড় আলিম রয়েছে, ইকরামা ছিলেন এই উম্মাতের আলিম। তিনি ১০৫/১০৬/১০৭ বা ১১৫ হিজরীতে ৮০ বা ৮৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[৮৫]

আলকামা ইবন কায়স

আলকামা ইবন কায়স ইবন আবদুল্লাহ আল-কূফী (রাঃ) ছিলেন একজন বিশিষ্ট তাবেঈ। তিনি রাসূলুল্লাহ (স) এর যামানায় জন্মগ্রহণ করলেও বিলম্বে ইসলাম কবুল করায় সাহাবীর মর্যাদায় ভূষিত হতে পারেননি। তিনি আয়েশা, উমার, উসমান, আলী, ইবন মাসউদ, আবুদ দারদা প্রমূখ সাহাবী (রাঃ) হতে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন ও বর্ণনা করেন। ফলে তিনি বড় মুহাদ্দিসে পরিণত হন। ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি যা কিছু পড়েছি ও শিখেছি, সে সবই আলকামা পড়েছে ও শিখেছে।[৮৬] আয়েশা (রাঃ) হতে তিনি তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৮৭] তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। ইবন মাসউদ (রাঃ) এর উপনাম রাখেন আবূ শিবল। অত্যন্ত স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন ও পরহেজগার ছিলেন তিনি। একবার তিনি কাবা ঘরের চার তাওয়াফের ২৮ চক্করে পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করেন।[৮৮] তিনি ২৬/৬৮১ সনে কূফায় ইন্তিকাল করেন।[৮৯]

মুজাহিদ ইবন জাবর

প্রসিদ্ধ তাবেঈ মুজাহিদ ইবন জাবর (রাঃ) ছিলেন সাইয়্যিব ইবন আবু সাইয়্যিব মাখযূমীর ক্রীতদাস। তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ বিষয়ে তিনি বুৎপত্তি অর্জন করেন। আয়েশা (রাঃ) সহ অনেক বড় সাহাবী হতে তিনি হাদীস শিক্ষা ও বর্ণনা করেন। তিনি জাবির (রাঃ) এর সহীফা হতে হাদীস বর্ণনা করতেন।[৯০] আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত অতি গুরুত্বপূর্ণ মুজাহিদ ইবন জাবর (রাঃ) এর মাধ্যমে আমরা লাভ করেছি।[৯১]

---

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।
৮২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪-২৫৬।
৮৩. তুহফাতুল আশরাফ, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৪২।
৮৪. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৫৫।
৮৫. ওয়াফিয়াতুল আইয়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২১।
৮৬. তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮।
৮৭. তুহফাতুল আশরাফ, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৪৪-২৪৫।
৮৮. তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮।
৮৯. তাহযীবুত তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৫।
৯০. আত-তাবাকাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০।
৯১. তুহফাতুল আশরাফ, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৯৩-৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীর বিষয়ে তিনি অধিক পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি নিজেই বলেন, আমি ইবন আব্বাসের (রাঃ) সামনে তিন বার কুরআনকে এমনভাবে পেশ করেছি যে, প্রত্যেক আয়াতেই থেমে থেকে তার থেকে উহার ব্যাখ্যা জেনে নিয়েছি।[৯২] ফিকহ শাস্ত্রেও তিনি ইমাম ও মুজতাহিদ ছিলেন।[৯৩] এ মহান ব্যক্তিত্ব ৮৩ বছর বয়সে ১০১/১০২/১০৩/১০৪ হি. সনে সিজদারত অবস্থায় মক্কায় ইন্তিকাল করেন।[৯৪]

হাদীস সম্প্রসারণে আয়েশা (রাঃ) এর অবদান

আয়েশা (রাঃ) ছিলেন নবী (স.) এর হাদীসের বিশিষ্ট সংরক্ষণকারিণী। রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে অসংখ্য হাদীস শিক্ষা লাভ করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি, বরং সেগুলো অপরকে শিক্ষা দান, প্রচার ও প্রসারেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নবী (স.) এর নির্দেশ ঃ بلغوا عنى ولو آية "আমার থেকে একটি বাণী জানা থাকলেও তা অপরের নিকট পৌঁছে দাও"।[৯৫] فليبلغ الشاهد الغائب। "উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট যেন (আমার বাণী) পৌঁছিয়ে দেয়"।[৯৬] এ সকল নির্দেশ হাদীস বর্ণনায় সাহাবীদেরকে অধিক অনুপ্রাণিত করেছিল। পুরুষ সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসের প্রচার ও প্রসার কল্পে দূর-দূরান্তে সফর করেছেন। যেহেতু মহিলা সাহাবীদের বিচরণ ছিল সংরক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত। তাই হাদীসে রাসূলের অন্যতম জ্ঞানী মহীয়সী নারী ব্যক্তিত্ব আয়েশা (রাঃ) মদীনায় অবস্থান করেই হাদীস বর্ণনা দান ও সম্প্রসারণে ব্রতী হন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সাহাবীদের মাঝে কোন বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলে তাঁরা আয়েশা (রাঃ) এর কাছে এসে তাঁর সমাধান খুজে পেতেন। কাবীসা ইবন যু'আয়ব (রাঃ) বলেন ঃ বড় বড় সাহাবীগণ আয়েশা (রাঃ) সে মাস'আলা জিজ্ঞেস করতেন।[৯৭] যেমন ঃ ইবন যিয়াদ আয়েশা (রাঃ) এর নিকট পত্র মারফৎ জানতে চান যে, কোন ব্যক্তি হজ্জে না গিয়ে কুরবানীর পশু মক্কার হারাম শরীফে প্রেরণ করলে ঐ পশু যবেহ হওয়া পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির জন্য সেই সব বিষয় কি হারাম হবে যা মুহরিম ব্যক্তির জন্য হারাম? একথা শুনে আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি নিজের হাতে রাসূলের (স.) কুরবানীর পশুর রশি পাকিয়েছি। তিনি স্বহস্তে তা কুরবানীর পশুর গলায় পরিয়েছেন। তারপর আমার পিতা সেগুলো নিয়ে মক্কায় গমন করেছেন। তা সত্ত্বেও সবকিছু তাঁর জন্য হালাল ছিল। কোন হালাল বস্তুই কুরবানী পর্যন্ত হারাম হয়নি।[৯৮]

---

৯২. তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯২।
৯৩. শাহ মুয়ীনুদ্দীন আহমদ নদভী, তাবিয়ী'ন, (ভারতঃ আযমগড়, ১৯৫৬), পৃ. ৩৯৬।
৯৪. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৩।
৯৫. জামি' আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৫।
৯৬. সুনান ইবন মাজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
৯৭. তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮।
৯৮. সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৫।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আয়েশা (রাঃ) এর হাদীস শিক্ষাদান পদ্ধতি

বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতির মাধ্যমে আয়েশা (রাঃ) হাদীস শিক্ষা দান করতেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

(ক) পাঠশালায় শিক্ষাদান

মহানবী (স.) এর ইন্তিকালের পর সাহাবীদের বিভিন্ন দল ইসলামী দাওয়াহ কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মক্কা, তায়িফ, বাহরাইন, দামিস্ক, কূফা, বাসরা, মিসর প্রভৃতি শহর ও নগরে ভ্রমণ করলেও মদীনাই ছিল মূলত ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল প্রাণকেন্দ্র। ইবন উমর, ইবন আব্বাস, আবূ হুরায়রা, যায়িদ ইবন সাবিত (রাঃ) প্রমূখ প্রসিদ্ধ সাহাবীদের পৃথক পৃথক শিক্ষা কেন্দ্র মদীনায় অবস্থিত ছিল। তবে আয়েশা (রাঃ) এর পরিচালিত তাঁর হুজরাকেন্দ্রিক মসজিদে নববীর সংলগ্ন শিক্ষা কেন্দ্রটি ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনি নিয়মিত হাদীসের দরস দিতেন।[৯৯]

যিয়ারত ও বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে ইরাক, মিসর, সিরিয়া তথা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মদীনায় আগত অসংখ্য মুসলমান নর-নারী আয়েশা (রাঃ) এর হুজরার দ্বারপ্রান্তে এসে তাঁকে সালাম-সম্ভাষণ, শারঈ বিভিন্ন হুকুম-আহকাম পর্দার আড়াল হতে জিজ্ঞেস করতেন। যারা সর্বক্ষণ আয়েশা (রাঃ) এর সাহচর্যে থেকে জ্ঞান হাসিল করতেন, মুসাফিরগণ তাঁদেরকেও তুষ্ট করতে প্রয়াসী হতেন। এক্ষেত্রে আয়েশা (রাঃ) এর অন্যতম ছাত্রী আয়েশা বিনত তালহার নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন ঃ

كان الناس يأتون من كل مصر، فكان الشيوخ يتنابونى لمكانى منها وكان الشباب يتأخونى فيهدون إلى ويكتبون إلى من الأمصار، فاقول لعائشة : يا خالة هذا كتاب فلان وهديته! تقول لى لعائشة : يابنية! اجيبيه وأثيبيه" .

"আয়েশা (রাঃ) এর সমীপে প্রতিটি শহর হতে লোকজন পাড়ি জমাতো। তাঁর সাথে আমার সুসম্পর্কের কারণে বয়স্করা আমার সাক্ষাৎ প্রার্থী হতো। যুবকরা ভ্রাতৃত্বের অন্বয় স্থাপন করতো। জনগণ আমার নিকট পত্র ও উপঢৌকন প্রেরণ করতো। আমি তা আয়েশা (রাঃ) এর সমীপে পেশ করে বলতাম, খালা! এটা অমুকের পত্র ও হাদিয়া। তিনি বললেন ঃ হে বৎস! তুমি এর উত্তর দাও এবং বিনিময়ে কিছু প্রেরণ কর"।[১০০]

---

৯৯. সীরাতে আয়েশা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯।

১০০. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, (তাসখন্দ ঃ ২য় সং, ১৪০০ হি.) পৃ. ২৮৪

Dhaka University Institutional Repository

আয়েশা (রাঃ) এর পাঠশালায় পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের উপস্থিতি বেশী হতো। তিনি মহিলা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে এবং মুহাররম পুরুষদের (যাদের সাথে শারঈ দৃষ্টিতে বিবাহ হারাম, যথা ঃ পুত্র, ভাতিজা, ভাগিনা প্রমূখ) কে হুজরার অভ্যন্তরস্থ শিক্ষা মজলিশে বসাতেন। আর অন্যদেরকে মসজিদে নববীতে বসাতেন। দরজায় পর্দা ঝুলিয়ে তাঁর আড়ালে তিনি বসে যেতেন।[১০১] উপস্থিত জনতাকে হাদীসের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতেন। বিভিন্ন মাসআলায় তাঁদের মাঝে বিতর্কেরও অবতারণা হতো।[১০২]

এছাড়া বিভিন্ন গোত্রের বালক-বালিকা এবং ইয়াতীমদেরকে নিজ তত্ত্বাবধানে তিনি শিক্ষা দান করতেন। দুগ্ধপান করার সাথে সম্পর্কিত অনেক বয়স্ক দুগ্ধভ্রাতাকেও তাঁর গৃহে প্রবেশপূর্বক হাদীস শিক্ষার অনুমতি দিতেন। হাদীস শিক্ষার এহেন অপূর্ব সুযোগ না পাওয়ার কারণে সে সময়ে অনেকে আফসোস করতেন। কুবায়সা (র.) বলেন ঃ হাদীস তথা শরঈ বিষয়ে উরওয়া (র.) এর জ্ঞান আমার চেয়ে বেশী হওয়ার কারণ হলো ঃ তাঁর আয়েশা (রাঃ) এর হুজরায় প্রবেশাধিকার ছিল।[১০৩] বাল্যকালে ইমাম নাখঈ (র.) আয়েশা (রাঃ) এর সাহচর্যে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল বলে সমসাময়িকদের কাছে তিনি ঈর্ষার পাত্র হয়েছিলেন।[১০৪]

হজ্জের মওসুমেও আয়েশা (রাঃ) এর নিকট বিভিন্ন দেশ থেকে আগত হাদীস পিপাসূ মুসলিমদের ভীড় জমতো। প্রতি বছর হজ্জে হিরা ও সাবীর পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে আয়েশা (রাঃ) এর তাবু স্থাপিত হতো। আগত জ্ঞান পিপাসূগণ সেখানে সমবেত হতেন আর আয়েশা (রাঃ) তাদেরকে হাদীস ও শারঈ বিষয়ে দারস দিতেন। তিনি মুসলমানদের বিভিন্ন সংশয় ও সন্দেহের নিরসন করতেন। তিনি তাঁদেরকে সকল বিষয়ে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করতেন। তিনি বলতেন ঃ তোমরা তোমাদের মার কাছে যেসব প্রশ্ন করতে পার, তা আমার কাছেও করতে পার। বিশিষ্ট সাহাবী আবূ মূসা আশ'য়ারী (রাঃ)কেও তিনি এরূপ কথা বলেছিলেন বলে জানা যায়।[১০৫]

খ. বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দানের মাধ্যমে

হাদীস শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারিনী আয়েশা (রাঃ) এর নিকট যে কোন ব্যক্তি দীনী ব্যাপারে যে কোন ধরনের প্রশ্ন করার অনুমতি পেতেন। মদীনা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলমানগণ তাঁর নিকট অহরহ আসতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসের আলোকে তাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করতেন। এর মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস সম্পর্কে অবহিত করতেন। নিম্নে বিভিন্ন হাদীস থেকে এর কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত হলো ঃ

* আলকামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম যে, নবী (স.) এর আমল কেমন ছিল? তিনি কি আমলের জন্য কোন দিন কে নির্দিষ্ট করতেন? আয়েশা (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ না। বরং তিনি সদা সর্বদা একই রূপ আমল করতেন। তোমাদের কে আছে যে, নবী (স.) এর ন্যায় আমল করতে সক্ষম হবে?[১০৬]

---

১০১. মুসনাদ আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭২;
১০২. সীরাতে আয়েশা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
১০৩. প্রাগুক্ত. পৃ. ২৬০।
১০৪. তাযিকরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪।
১০৫. সীরাতে আয়েশা, প্রাগুক্ত পৃ. ২৬০
১০৬. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮৭;

Dhaka University Institutional Repository

* তাবেঈ মাসরূক (র.) বলেন ঃ আমি আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমল নবী (স.) এর নিকট অধিক পছন্দনীয়? তিনি বললেন ঃ যে আমল সদা-সর্বদা করা হয়। আমি আরো জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স.) কখন ঘুম থেকে জাগ্রত হন? তিনি বললেন ঃ যখন (মোরগের মতান্তরে মুয়াযযিনের) ডাক শুনতে পান।[১০৭]

* মিকদাদ ইবন শুরায়হ তাঁর পিতা হতে তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি আয়েশা (রাঃ) কে বললাম, রাসূল (স.) আপনার গৃহে এসে সর্বপ্রথম কোন কাজটি করতেন? তিনি বললেন ঃ নবী (স.) আমার নিকট এসে সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন।[১০৮]

* আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন ঃ তিনি আয়েশা (রাঃ) এর নিকট এসে রাসূলের (স.) রাতের নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। আয়েশা (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স.) রাতে ১৩ (তের) রাক'আত নামায পড়তেন। তারপর দু'রাকআত ছেড়ে দিয়ে ১১ (এগার) রাক'আত পড়েছেন। ইহা ছিল তাঁর রাতের শেষ নামায"।[১০৯]

* আব্দুল আযীয ইবন জুরায়জ (র.) বলেন ঃ আমরা আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বিতর নামায কোন সূরা দিয়ে পড়তেন? তিনি উত্তরে বললেন ঃ প্রথম রাক'আতে সূরা আ'লা سبح اسم ربك الأعلى দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা কাফিরূন (قل يا يها الكافرون) এবং তৃতীয় রাক'আতে সূরা ইখলাস قل هو الله أحد সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তেন।[১১০]

* আবূ আতিয়া (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এবং মাসরূক আয়েশা (রাঃ) এর নিকট গিয়ে বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাহাবীর মধ্যে দু'জন ব্যক্তি এমন রয়েছেন যাঁদের একজন তাড়াতাড়ি ইফতার করেন এবং তাড়াতাড়ি (প্রথম ওয়াক্তে) নামায পড়েন। আর অপরজন দেরীতে ইফতার করেন ও নামায পড়েন। আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ তাঁদের মধ্যে কে তাড়াতাড়ি ইফতার ও নামায আদায় করেন? আমরা বললাম, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ)। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স.) এরূপ করতেন।[১১১]

হাদীসের প্রামাণ্য গ্রন্থাবলিতে এরূপ আরো অনেক বর্ণনা রয়েছে, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ) তৎকালনি সময়ের মুসলমান নর-নারীদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যার উত্তর প্রদানের মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস প্রচার ও শিক্ষা দান করতেন।

গ. বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে

নবী জীবনের ছোট বড় বিভিন্ন ঘটনা পরবর্তীতে লোকদের মাঝে বর্ণনা করার মাধ্যমেও আয়েশা (রাঃ) তাদেরকে হাদীস শিক্ষা দান করতেন। নিম্নে এর কিছু উপমা পেশ করা হলো ঃ

* হিশাম ইবন উরওয়া আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ নবী (স) এর নিকট একদা এক শিশু আনা হলো। শিশুটি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কোলে পেশাব করে দিলে তিনি ঐ কাপড়ের উপর পানি ছিটা দিয়ে ঝেড়ে ফেললেন, তা আর ধৌত করলেন না।[১১২]

---

১০৭. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৫৭।
১০৮. সুনান ইবন মাজা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫।
১০৯. সুনান আবী দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৩।
১১০. সুনান ইবন মাজা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২।
১১১. সুনান আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩১।
১১২. সুনান ইবন মাজা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

* আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা যখন 'সারফ' নামক স্থানে বা তার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছলাম, তখন আমার মাসিক স্রাব (হায়েয) শুরু হলো। আমি কাঁদতে লাগলাম। নবী (স.) আমার কাছে এসে বললেন, তুমি কি ঋতুবর্তী হয়ে পড়েছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ ইহা তো আদম কন্যাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত। তুমি তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের যাবতীয় কার্য চালিয়ে যাও। আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ নবী (স.) তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে একটি গুরু কুরবানী করলেন।[১১৩]

ইবন কাইয়্যিম (মৃ. ৭৫১/১৩৫০) আয়েশা (রাঃ) এর এ হাদীসটি উল্লেখান্তে বলেছেন ঃ আয়েশা (রাঃ) এর এ হাদীস হতে হজ্জের অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু মূলনীতি গৃহীত হয়েছে।তাহলঃ[১১৪]

১. কিরাণ হজ্জের নিয়তকারীর একটি তাওয়াফ ও সাঈ করলেই চলবে।

২. মহিলাদের ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে 'তাওয়াফুল কুদূম' রহিত হয়ে যাবে।

৩. বিশেষ অবস্থায় মহিলাগণ কা'বার তাওয়াফ বৈ হজ্জের অন্যান্য কার্যাদি আদায় করতে পারবে।

৪. মহিলাদের বিশেষ অবস্থায় হজ্জের পরে উমরার নিয়ত করা বৈধ।

৫. মক্কার বাহিরের লোকেরা মক্কা থেকেই ইহরাম বেঁধে উমরা আদায় করতে পারবে, ইত্যাদি।

* হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কোন পুরুষ মুসল্লীর সামনে দিয়ে যদি নারী, গাধা বা কুকুর অতিক্রম করে তবে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আয়েশা (রাঃ) এ কথা শুনে রাগান্বিত হয়ে বলেন ঃ নারীদেরকে তোমরা গাধা ও কুকুরের সমপর্যায়ভুক্ত করে দিয়েছো? অথচ রাসূলুল্লাহ (স.) নামাযরত অবস্থায় আমি তাঁর সামনে পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকতাম। যখন তিনি সিজদায় যেতেন হাত দিয়ে চাপ দিতেন, আমি পা সরিয়ে নিতাম। তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আবার পা প্রসারিত করতাম। কখনও বা প্রয়োজনে নিজেকে গুটিয়ে সামনে দিয়ে চলে যেতাম।[১১৫]

এরূপ বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (স.) এর সহীহ হাদীস লোকদেরকে শিক্ষা দিতেন।

হাদীস বর্ণনার মূলনীতি

আয়েশা (রাঃ) প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্না ছিলেন বিধায় রাসূলুল্লাহ (স.) এর অধিকাংশ হাদীসই তাঁর মুখস্থ ছিল। অনায়াসেই তিনি সেগুলো লোকদের নিকট বর্ণনা করতেন। অপরপক্ষে যে সকল হাদীস তিনি প্রত্যক্ষভাবে শুনেন নি, বরং অন্যের মাধ্যমে শুনেছেন, সেগুলো বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাই এরপর পূর্ণ আস্থা জন্মিলে তা বর্ণনা করতেন।

---

১১৩. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৮।

১১৪. ইবন কাইয়্যিম, যাদুল মা'আদ, (কায়রো ঃ আল মাকতাবাতুল মিসরিয়্যা, ১ম সং, ১৩৪৭ / ১৯৮২), ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪।

১১৫. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

পরস্পর বিরোধী হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি মূল প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে উহার সমাধান করতেন। যথা ঃ তালাকপ্রাপ্তা মহিলার স্বামীগৃহে ইদ্দত পালন করাই ইসলামের সাধারণ নির্দেশ। কিন্তু ফাতিমা (রাঃ) নাম্নী জনৈকা মহিলা সাহাবী তাঁর নিজের জীবনের একটি ঘটনা থেকে এর বিরোধীতা করেন। তিনি বলেন ঃ নবী (স.) আমায় ইদ্দত পালন কালীন সময়ে স্বামীর গৃহ থেকে অন্যত্র যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর এ ঘটনা অনেক সাহাবীর কাছেই তাঁর সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করলে অনেকেই তা মেনে নেন। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী এতে আপত্তি করেন। ঘটনাক্রমে মারওয়ানের শাসনামলে (৬৮৪-৬৮৫ খৃঃ) এ ধরনের একটি মুকাদ্দমা দায়ের হয়। এক পক্ষ ফাতিমা (রাঃ) এর ঘটনাকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে। আয়েশা (রাঃ) তা জানতে পেরে ফাতিমা (রাঃ) কে তিরস্কৃত করে বলেন, তাঁর এ ঘটনা বর্ণনাতে কোন কল্যাণ নিহিত নেই। তাঁর স্বামীর গৃহটি ভীতিকর ও অপ্রতিরোধ্য ছিল বিধায় রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে অন্যত্র ইদ্দত পালন করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন।[১১৬]

রাসূলুল্লাহ (স.) ব্যতীত অন্যের নিকট থেকে শুনা হাদীস কেউ তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি যথা সম্ভব তাকে মূল বর্ণনাকারীর নিকট প্রেরণ করতেন। যাতে বর্ণনার ধারাটি বলিষ্ঠ হয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, এক ব্যক্তি আয়েশা (রাঃ) এর নিকট এসে মোযার উপর মাসেহ করার বিধান সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি তাকে বললেন, "তুমি আলী (রাঃ) এর কাছ থেকে জেনে নাও। কারণ তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স.) এর সফরসঙ্গী"।[১১৭]

---

১১৬. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০।

১১৭. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অন্যান্য বিষয়ে আয়েশা (রাঃ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) হাদীস ছাড়াও তাফসীর, ফিকহ, সাহিত্য, কাব্য, চিকিৎসা প্রভৃতি শারঈ ও পার্থিব বিষয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো ঃ

তাফসীর বিষয়ে আয়েশা (রাঃ) এর অবদান

পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকে ইসলামের পরিভাষায় তাফসীর বলে।[১১৮] এ ক্ষেত্রেও আয়েশা (রাঃ) এর অসাধারণ অবদান ছিল দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর রাসূলুল্লাহ (স.) এর পবিত্র সাহচর্যে থেকে তিনি কুরআন অবতরণ, নাযিলের প্রেক্ষাপট এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। উপরন্তু তার ঘরেই অধিকাংশ সময়ে রাসূল (স) এর নিকট কুরআনের আয়াত নাযিল হতো। তিনি রাসূল (স.) থেকে কুরআনের (তাফসীর) শিক্ষা লাভ করতেন। আবূ ইউনুস নামে তার এক দাসকে দিয়ে তিনি কুরআন লিখিয়েছিলেন।[১১৯] তার বর্ণনায় আল কুরআনের অনেক আয়াতের সঠিক তত্ত্ব ও তাৎপর্য প্রতিভাত হয়েছে। নিচে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো ঃ

* আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম। সুতরাং যারা বায়তুল্লাহর হজ্জ বা উমরা করবে তাদের জন্য এ দুটির তাওয়াফ (সাঈ) করাতে কোন দোষ নেই"।[১২০]

এ আয়াত সম্পর্কে একদা তার বিশিষ্ট ছাত্র ও ভাগ্নে উরওয়া (রাঃ) বললেন ঃ খালা! অত্র আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সাফা, মারওয়ার তাওয়াফ না করলেও কোন ক্ষতি নেই। আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ "তোমার ব্যাখ্যা সঠিক নয়, যদি আয়াতটির অর্থ তাই হতো, তবে আল্লাহ এ ভাবে বলতেন ঃ لا جناح أن لا يطوف অর্থাৎ ঐ দুটির তাওয়াফ না করাতে কোন দোষ নেই। মূলত এ আয়াতটি আনসারদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা ইসলামে দীক্ষিত হবার পূর্বে মানাত দেবীর অর্চনা করত। এ মূর্তি ছিল কুদায়দ সংলগ্ন মুশাল্লাল পর্বতে। এ কারণে সাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয়কে তারা খারাপ জানতো। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (স.) কে তারা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে অত্র আয়াত নাযিল হয়। অতপর আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ 'নবী (স.) সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করেছেন। সুতরাং এখন তা পরিত্যাগ করার কান সুযোগ নেই।[১২১]

---

১১৮. আল্লামা যুরকানী বলেন ঃ তাফসীর এমন এক শাস্ত্রের নাম যাতে আল-কুরআনের অবতরণের অবস্থা, (স্থান-কাল ও প্রেক্ষাপট) বর্ণনাধারা, উচ্চারণভঙ্গী, শব্দাবলী এবং শব্দ ও হুকুমের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। আব্দুল আযীম আয-যুরকানী, মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন, (কায়রো ঃ দারু ইয়াহইয়া আল-কুতুব আল-আরাবিয়া, ১৯১৮ খৃ.) ২য় খণ্ড, পৃ. ৪;

১১৯. ইমাম আহমাদ, মুসনাদ, (বৈরূত ঃ দারুল ফিকর, ২য় সং, ১৩৯৮/১৯৭৮), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৩।

১২০. সূরা বাকারা ঃ ১৫৮।

১২১. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

* আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى "তোমরা সকল নামাযের ব্যাপার যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের"।[১২২] এখানে মধ্যবর্তী নামায নিয়ে সাহাবীদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যায়িদ ইবন সাবিত এবং উসামা (রাঃ) এর মতে, এর দ্বারা যুহরের নামায, আবার কোন কোন সাহাবীর মতে ফযরের নামাযকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু আয়েশা (রাঃ) আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা হলো আসরের নামায। তিনি এ তাফসীরের উপর এত দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে, স্বীয় মাসহাফের পাদটীকায় "وصلاة العصر" কথাটি লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিলেন। তার মাসহাফ লেখক আবূ ইউনূস বলেন ঃ "তিনি আমাকে তার নিজের জন্য কুরআন লিখার নির্দেশ দিয়ে বললেন ঃ যখন এ আয়াত পর্যন্ত আসবে তখন আমাকে জানাবে। আমি তাকে সে সম্পর্কে জানালে তিনি বললেন ঃ الصلاة الوسطى এর পরে صلاة العصر। কথাটি লিখে দাও। অতঃপর তিনি বলেন, আমি মহানবী (স) এর থেকে এর ব্যাখ্যা এমনই শুনেছি।[১২৩]

* আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ "তোমাদের হৃদয়ে যা কিছু আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের কাছে তার হিসাব নিবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করবেন"।[১২৪] এই আয়াত সম্বন্ধে ইবন আব্বাস ও আলী (রাঃ) বলেন, অত্র আয়াতের বিধান, আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে"।[১২৫] আল্লাহ তাআলার এই বাণীর দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে। ইবন উমর (রাঃ) এর অভিমতও অনুরূপ।[১২৬] জনৈক ব্যক্তি আয়েশা (রাঃ) এর নিকট উদ্ধৃত আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি "যে খারাপ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে"[১২৭] আয়াতটি উল্লেখ করেন।

প্রশ্নকারীর বক্তব্য ছিল এই যদি অবস্থা হয় তাহলে আল্লাহর ক্ষমা ও অনগ্রহ বান্দা কি করে লাভ করবে? আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী (স.) এর নিকট আমি এ আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করার পর সর্বপ্রথম তুমিই এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছো। আল্লাহর কালাম সত্য। তবে আল্লাহ তার বান্দাদের ছোট ছোট অপরাধসমূহ বিভিন্ন মুসিবত বিপদের মাধ্যমে ক্ষমা করে দেন। কোন মুমিন যখন রোগাক্রান্ত হয় বা তার উপর বিপদ নেমে আসে, এমনকি পকেটে কোন জিনিস রেখে ভুলে যায়, আর তা অন্বেষণ করতে করতে অস্থির হয়ে পড়ে, এ সবই তার ক্ষমা ও অনুকম্পা লাভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর অবস্থা এমন হয় যে, সোনা আগুনে জ্বালালে যেমন নিখাঁদ হয়ে যায়, তেমনি মুমিন ব্যক্তিও গুণাহ, থেকে মুক্ত হয়ে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।[১২৮]

* আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (স.) কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা যার কাছ থেকে হিসাব চেয়ে বসবেন সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি বললাম ঃ হে রাসূল (স.)! আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

১২২. সূরা বাকারা ঃ ২৩৮।
১২৩. তাকী উসমানী, দরসি তিরমিযী, (দেওবন্দ ঃ আনোয়ার বুক ডিপু, ১৩৯৬ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭।
১২৪. সূরা বাকারা ঃ ২৮৪।
১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬।
১২৬. সহীহ আল-বুখারী; ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫২
১২৭. সূরা নিসা ঃ ১২৩।
১২৮. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮।

Dhaka University Institutional Repository

فسوف يحاسب حسابا يسيرا -

"অচিরেই তাদের থেকে সহজ হিসাব গ্রহণ করা হবে"।[১২৯] রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন ঃ এর অর্থ হল العرض। অর্থাৎ আমলনামা উপস্থাপন।[১৩০]

ফিকহ বিষয়ে আয়েশা (রাঃ) এর অবদান

ইসলামের প্রধান দু'টি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে শরঈ বিষয়ে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তাকেই ফিকহ বলে।[১৩১] এই ফিকহ শাস্ত্রে আয়েশা (রাঃ) এর অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহানবী (স.) ছিলেন সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত ও ফাতওয়া দানের কেন্দ্রস্থল। তার ইন্তিকালের পর ইসলামী শরীয়াত ও হুকুম আহকামে পারদর্শী সাহাবীদের উপর এ দায়িত্ব বর্তায়। বিশেষ কোন সমস্যা আসলে তাঁরা প্রথমে কুরআন ও সুন্নায় তার সমাধান খোজ করতেন। কিন্তু তাতে স্পষ্ট সমাধান না পেলে কুরআন ও হাদীসের অন্য হুকুমের উপর কিয়াস বা অনুমান করে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগের শেষ পর্যায়ে এসে বিভিন্ন কারণে বড় বড় সাহাবীদের অনেকেই মক্কা, তায়িফ, দামিস্ক, বসরা, কূফা প্রভৃতি নগরীতে ছড়িয়ে পড়েন। কিন্তু ইবন আব্বাস, ইবন ওমর, আবূ হুরায়রা ও আয়েশা (রাঃ) এ চার মহান ব্যক্তিত্ব মদীনায় ফিকহ ও ফাতাওয়ার কাজ সমাধা করতেন।

এক্ষেত্রে ইবন উমর ও আবূ হুরায়রা (রাঃ) এর পদ্ধতি ছিল উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের কোন বিধান কিংবা পূর্ববর্তী খলিফাদের কোন আমল থাকলে তারা তা বলে দিতেন। অন্যথায় নীরবতা অবলম্বন করতেন। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) এ ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ, পূর্ববর্তী খলিফাদের আমলে সমাধানকৃত মাসআলার উপর অনুমান করে নিজের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। নিচে তাঁর গৃহীত ফিকহী মাসআলার কিছু সমাধান উপস্থাপন করা হলো ঃ

* আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ "তালাক প্রাপ্তা নারী তিন 'কুরূ' পর্যন্ত নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে"।[১৩২] অর্থাৎ এ সময় পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) এর এক ভাতিজী স্বামী কর্তৃক তালাক প্রাপ্তা হন। তার ইদ্দতের তিন তুহুর অর্থাৎ পবিত্রতার তিনটি মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে নতুন মাসের প্রারম্ভনায় আয়েশা (রাঃ) তাকে স্বামী গৃহ ছেড়ে চলে আসতে বলেন। কিছু লোক এটাকে কুরআনী হুকুমের পরিপন্থী বলে প্রতিবাদ জানায়। তারা দলীল হিসেবে উল্লেখিত আয়াতটি পেশ করলে আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর বাণী সত্য। কুরূ' এর অর্থ কি তা কি তোমরা জান? কুরূ অর্থঃ পবিত্রতা (তুহুর)। মদীনার ফিকহবিদগণ এ বিষয়ে আয়েশা (রাঃ) এর অনুসরণ করেছেন। তবে ইরাকের ফকীহগণ কুরূ বলতে হায়িয (ঋতুস্রাব) কে বুঝে থাকেন।[১৩৩]

---

১২৯. সূরা আল-ইনশিকাক ঃ ৮।
১৩০. জামি' আত-তিরিমিযী ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭১।
১৩১. আবূ সাইদ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ফিকহ শাস্ত্রের ক্রম বিকাশ, (ঢাকা ঃ ই, ফা, বা, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৯/১৯৮৮), পৃ. ৪-৫।
১৩২. সূরা বাকারা ঃ ২২৮।
১৩৩. ইমাম মালেক, মুয়াত্তা, (দেওবন্দ ঃ আশরাফী বুক ডিপো, তা.বি), পৃ. ২১০।

Dhaka University Institutional Repository

* স্বামী স্ত্রীকে তালাক দানের ক্ষমতা অর্পণ করলে এবং স্ত্রী সে ক্ষমতা স্বামীকে ফিরিয়ে দিয়ে তাকে সর্বোতভাবে মেনে নিলেও কি সেই স্ত্রীর উপর কোন তালাক পতিত হবে? এ ক্ষেত্রে আলী (রাঃ) ও যায়িদের (রাঃ) অভিমত হলো স্ত্রীর উপর এক তালাক পতিত হবে। কিন্তু আয়েশা (রাঃ) এর মতে কোন তালাকই হবে না। তিনি তার মতের সপক্ষে তাখঈর এর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন ঃ রাসূল (স) তার স্ত্রীদেরকে এই স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে, তারা তাকে ছেড়ে পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য গ্রহণ করতে পারেন, অথবা তার সাথে থেকে এ দারিদ্র্যময় জীবন বেছে নিতে পারেন। উম্মুল মুমিনীনগণ (রাঃ) শেষোক্ত সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেন। অথচ এতে তাদের উপর কোনরূপ তালাক পতিত হয়নি।[১৩৪]

আরবী সাহিত্যে আয়েশা (রাঃ) এর অবদান

আরবী ভাষা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা। এ ভাষা অত্যন্ত অলংকার সমৃদ্ধ, ছন্দময় ও প্রাঞ্জল। আয়েশা (রাঃ) তার এ মাতৃভাষার উপর অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এর পশ্চাতে অলংকার সমৃদ্ধ মহাগ্রন্থ আল কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস চর্চা ও অধ্যয়ন সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল বলে অনুমিত হয়। আয়েশা (রাঃ) অত্যন্ত সুমিষ্ট, স্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলতেন। তার ছাত্র মূসা ইবন তালহা এ সম্পর্কে যথার্থ বলেন ما رأيت أفصح من عائشة "আমি আয়েশা (রাঃ) অপেক্ষা অধিকতর অলঙ্কারময় ও প্রাঞ্জল ভাষী কাউকে দেখিনি"।[১৩৫] আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণিত অসংখ্য হাদীসের মধ্যে অনেক হাদীস তিনি নিজের প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনায় রয়েছে শৈল্পিকরূপ ও সৌন্দর্য। উদাহরণস্বরূপ রাসূলুল্লাহ (স.) এর উপর ওহী অবতীর্ণের বর্ণনা উল্লেখ করা যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ

"أول ما بدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح"

"প্রথম রাসূলুল্লাহ (স.) এর উপর ওহী নাযিল হয় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা ভোরের স্বচ্ছ উষার ন্যায় তার কাছে দিপ্যমান হতো"।[১৩৬] রাসূল (স) এর সত্য স্বপ্নসমূহকে সাহিত্যের উচ্চাঙ্গ ভঙ্গীমায় প্রত্যুষের কিরণের সাথে তুলনা করেছেন।

অনুরূপ তার উপর ইফক বা মিথ্যা অপবাদ আরোপের ঘটনার সময়কার এক রাতের করুণ চিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لى دمع، ولا أكتحل بنوم"

১৩৪. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯২।
১৩৫. হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২।
১৩৬. সহীহ আল-বুখারী ১ম খণ্ড, পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

"ঐ রাতটি ক্রন্দন করে কাটালাম। সকাল পর্যন্ত আমার অশ্রুও শুকায়নি এবং আমি চোখে ঘুমের সুরমাও লাগাইনি"।[১৩৭] অর্থাৎ তিনি ঐ রাতটি জেগে কেঁদে কেঁদে অতিবাহিত করেছেন, এ কথাটি তিনি সরল বাক্যে না বলে অলঙ্কার সমৃদ্ধ অভিব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। ভাষার উপর তার যে যথেষ্ট দখল রয়েছে এতে তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

আয়েশা (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত, সূক্ষ্মদর্শিনী মহিলা। প্রাচীন আরবের লোক সাহিত্যের উপর তার বিচরণ ছিল। আরবের এগার সহোদরের একটি দীর্ঘ কাহিনী তিনি একদা রাসূল (স.) কে শুনিয়েছিলেন। রাসূল (স.) একাগ্রচিত্তে তার বর্ণনা শুনেছেন।[১৩৮] এসব কাহিনী বর্ণনাতে তার ভাষার লালিত্য, অনন্য বাচনভঙ্গি, অসাধারণ গাঁথুনী, আরবী সাহিত্যে তার অগাধ নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে।

পত্র সাহিত্যে আয়েশা (রাঃ)

প্রত্যেক ভাষায়ই পত্র সাহিত্যের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী সাহিত্য কিংবা আরবী সাহিত্য এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। ইসলামের ইতিহাসে এমন অসংখ্য পণ্ডিতের নাম পাওয়া যাবে যাদের পত্রাবলী ইসলামী সাহিত্যকে সমাধিক সমৃদ্ধ করেছে। তন্মধ্যে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য। আয়েশা (রাঃ) ছিলেন তৎকালীন সময়ের শারয়ী বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ইসলামী রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিদল বা জ্ঞানপিপাসুগণ তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। প্রয়োজনের তাগিদে অনেক সময় আয়েশা (রাঃ) কেও বিভিন্ন শহর বা অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের সাথে পত্র যোগাযোগ করতে হয়েছে। লিখনী বিদ্যার সাথে তার তেমন পরিচয় না থাকলেও অন্যের মাধ্যমে তিনি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো লিখিয়ে নিতেন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে তার পত্রের ভাব ও ভাষা ছিল একান্তই নিজস্ব। তার পত্রাবলীতেও সাহিত্যের ব্যঞ্জনা, অলংকারিক রূপ ও সৌন্দর্য প্রতিভাত হতো। তাই আরবি সাহিত্যের প্রবীণ সাহিত্যিকগণ আয়েশা (রাঃ) এর এসব পত্রালবীর সাহিত্যমূল্য বিবেচনা করে নিজেদের রচনাবলীতে স্থান দিতে আগ্রহী হয়েছেন। ইবন আবদি রাব্বিহি রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল ইকদুল ফরীদ এর ৪র্থ খণ্ডে আয়েশা (রাঃ) এর অনেকগুলো পত্র সঙ্কলিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে নিচে একটি পত্রের উল্লেখ করা হলো ঃ

আয়েশা (রাঃ) বসরায় পৌঁছে তথাকার এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব যায়িদ ইবন সূহানকে পত্র লিখেছেন এ ভাবে ঃ

من عائشة أم المؤمنين إلى ابنه الخالص زيد بن صوحان، سلام عليك أما بعد : فإن أباك كان رأسا فى الجاهلية وسيدا فى الإسلام، وإنك من أبيك بمنزلة المصلى من السابق، يقال : كان أو لحق، وقد بلغك الذى كان فى الإسلام من مصاب عثمان بن عفان، ونحن قادمون عليك، و العيان أشفى لك من الخبر، فإذا أتاك كتابى هذا فثبط الناس عن على بن أبى طالب، و كن مكانك حتى يأتيك أمرى والسلام -

১৩৭. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৩-৫৯৬।
১৩৮. সীরাতে আয়েশা, পৃ. ৫৪-৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

"মু'মিনদের জননী আয়েশা (রাঃ) এর পক্ষ থেকে তার একনিষ্ঠ সন্তান যায়িদ ইবন সুহানের প্রতি লিখিত। তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর কথা এই যে, তোমার পিতা জাহেলী যুগে সর্দার ছিলেন। ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পরও তিনি নেতৃত্বের আসনে সমাসীন ছিলেন। তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে মাসবুক মুসল্লীর অবস্থানে আছো, যাকে বলা যায় প্রায় কিংবা সুনিশ্চিত ভাবে লাহিক হয়েছ। নিশ্চয়ই তুমি অবগত হয়েছ যে, খলীফা উসমান ইবন আফফানের (রাঃ) হত্যার মাধ্যমে ইসলামে কি বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এসেছি তোমার কাছে, প্রত্যক্ষ দেখা সংবাদের চেয়ে তোমায় অধিক স্বস্তি দেবে। তোমার কাছে আমার এ পত্র পৌছানোর পর মানুষকে আলী ইবন আবু তালিব (রাঃ) এর পক্ষাবলম্বন থেকে বিরত রাখবে। তুমি স্বগৃহে অবস্থান করতে থাকো, যতক্ষণ না তামার পরবর্তী নির্দেশ তুমি পাও। ওয়াস সালাম"।[১৩৯]

কাব্য সাহিত্যে আয়েশা (রাঃ) এর কৃতিত্ব

আরব জাতি কাব্য-কবিতার সাথে অধিক পরিচিত ছিল। স্বভাবতই তারা ছিল কাব্য প্রিয়। কাব্য ও নারী ছিল তাদের সকল কাজের চালিকা শক্তি। জাহেলী যুগ থেকেই আরবরা কাব্য চর্চায় অভ্যস্ত ছিল। ওকায মেলায় প্রতিবছর উন্মুক্ত কাব্য প্রতিযোগিতা হত। কারো সম্মান মর্যাদা বর্ণনা বা কারো কুৎসা বা নিন্দা রটনার প্রধান হাতিয়ার ছিল কবিতা। জাহেলী যুগে আরবের কোন কবির স্থান বা মর্যাদার উল্লেখ করতে যেয়ে ইবন রাশীক আল-কায়রোয়ানী বলেন ঃ "আরবের কোন গোত্রের একজন কবি কাব্য জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে অন্যান্য গোত্র কর্তৃক অভিনন্দিত হতো। বিয়ের অনুষ্ঠানের পর মেয়েরা বাদ্য বাজিয়ে ফূর্তি করতো। নানা রকম খাদ্যের আয়োজন করা হতো। আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা সবাই মিলে উল্লাস করতো। কারণ তাদের মতে, একজন কবি হলো মান মর্যাদার রক্ষক, বংশের প্রতিরোধক এবং সুনাম-সুখ্যাতির প্রসারক"।[১৪০]

ইসলাম আগমনের পরও আরবদের মাঝে কাব্য চর্চারও এ শানিতধারা ব্যাপকভাবে অব্যাহত থাকে। তাদের অনেকেই কাব্যচর্চায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। ইবন কুতায়বা এর ভাষায় ঃ

"الشعراء المعروفون بالشعر عند عشائرهم و قبائلهم في الجاهلية والإسلام أكثر من أن تحيط بهم محيط"

অর্থাৎ, জাহিলী ও ইসলামী যুগে যারা কবিতার জন্য তাদের সমাজ ও গোত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের সংখ্যা এত অধিক যে, কেউ তা গণনা করতে পারবে না।[১৪১]

আনাস ইবন মালিক (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স.) যখন আমাদের নিকট (মদীনায়) আসেন, আনসারদের প্রতিটি গৃহে তখন কাব্য চর্চা হতো।[১৪২] পুরুষদের পাশাপাশি আরবের মেয়েরাও কাব্য চর্চা করতো।

449218

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

১৩৯. ইবন আবদি রাব্বিহি, আল-ইকদুল ফারীদ, (কায়রো ঃ লুজনাতুত তালীফ ওয়াত তরজমা, ১৯৬৮) ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১৬-৩২০।
১৪০. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬-১৮৭।
১৪১. ইবন কুতায়বা, আশ-শি'রু ওয়াশ শু'য়ারাউ, (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সং, ১৯৮১) পৃ. ৩।
১৪২. আল-ইকদুল ফারীদ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ) তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তিকে কুরআন ও হাদীস চর্চার পাশাপাশি কাব্য চর্চা ও তা সংরক্ষণে কাজে লাগিয়ে ছিলেন। তাঁর পরিবেশ ও পারিপার্শিকতাও এ ব্যাপারে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল। তাঁর পরিবারেও কাব্য চর্চা হতো।[১৪৩] আবূ বকর (রাঃ) নিজেও একজন কবি ছিলেন। আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণনা থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় আগমন করলেন, আবূ বকর (রাঃ) ও বিলাল (রাঃ) মদীনায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমি তাঁদের উভয়ের নিকট গিয়ে বললাম, আব্বাজান! আপনার কেমন লাগছে? হে বিলাল (রাঃ) আপনার কেমন অনুভূত হচ্ছে? আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আবূ বকর (রাঃ) জ্বরে আক্রান্ত হলে নিম্নের কবিতা আবৃতি করতেন ঃ

"كل امرئ مصبح فى أهله * والموت أدنى من شراك نعله -

"প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিজনের মাঝে দিনাতিপাত করছে, অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী"।

পিতার কাছ থেকেই তিনি কাব্য বিষয়ের বিভিন্ন জ্ঞান তথা এর আঙ্গিক চিত্রকল্প, ছন্দ, লালিত্য, ভাব-ভাষা প্রভৃতি শিখে নিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি এ বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জনেও সক্ষম হয়েছিলেন। মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদের নিম্নের উক্তি তার সাক্ষ্য বহন করে। তিনি বলেন ঃ

"ما كنت أعلم أحدا من أصحاب رسول الله أعلم بالشعر ولا فريضة من عائشة"

"রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাহাবীদের মধ্যে কবিতা ও ফারাইয বিষয়ে আয়েশা (রাঃ) এর থেকে অধিক জ্ঞানী আর কাউকে জানিনি"।[১৪৪] তাঁর ভাগিনে উরওয়া ইবন যুবায়রও অনুরূপ অভিমত দিয়েছেন।[১৪৫]

ইসলাম পূর্ব ও পরবর্তী যুগে কবিদের অনেক কবিতা আয়েশা (রাঃ) এর মুখস্থ ছিল। তিনি সে সকল কবিতার অংশ বিশেষ বিভিন্ন বিষয়ে উদ্ধৃতি আকারে পেশ করতেন। হাদীসের গ্রন্থাবলিতে তাঁর বর্ণিত কিছু কবিতা বা পংক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। নবী করীম (স.) আয়েশা (রাঃ) কে কবি যুহায়র ইবন জানাবের নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয় আবৃতি করতে শুনতেন ঃ

ارفع ضعيفك لا يحربك ضعفه * يوما فتدركه عواقب ما جنى
يخزيك أو يثنى عليك فإن من * أثنى عليك بعا فعلت كمن جزى -

১৪৩. মুসনাদ আহমাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৭; সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেন : আবূ-বকর (রাঃ) কবি ছিলেন, উমর (রাঃ) কবি ছিলেন। আর আলী (রাঃ) ছিলেন তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি। আল ইকদুল ফারীদ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮৩।

১৪৪. আল-ইকদুল ফারীদ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭৪।

১৪৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

"তুমি উঠাও তোমার দুর্বলকে। যার দুর্বলতা কোনদিন তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। অতঃপর সে যা অর্জন করেছে তার ফলাফল সে ভোগ করবে। সে তোমাকে প্রতিদান দিবে অথবা তোমার প্রশংসা করবে। তোমার কর্মের যে প্রশংসা করে সে ঐ ব্যক্তির মত যে প্রতিদান দিয়েছে"।[১৪৬] এ কবিতা শুনে নবী (স.) মন্তব্য করলেন, "হে আয়েশা, সে সত্য বলেছে?। যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না"।[১৪৭]

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ) উপমা পেশ করতে গিয়ে প্রায়ই নিম্নের দু'টি কাব্য পংক্তির উল্লেখ করতেন ঃ

إذا ما الدهر جرى على أناس * حوادثه أناخ بأخرينا ـ

فقل للشامتين بنا أفيقوا * سيلقى الشامتون كما لقينا ـ

"কালের প্রবাহ যখন বালা-মুসিবতসহ কোন জনগোষ্ঠীর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন তা আমাদের সর্বশেষ ব্যক্তিটির কাছে গিয়ে থামে। আমাদের এ বিপদে যারা প্রফুল্ল হয়, তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলো, সাবধান! অচিরেই তোমরাও অনুরূপ বিপদের মুখোমুখি হবে"।[১৪৮]

আয়েশা (রাঃ) তাঁর মরহুম ভ্রাতা আব্দুর রহমান ইবন আবু বকর (রাঃ) এর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয় আবৃত্তি করেন ঃ

وكنا كندماني جذيمة * من الدهر حتى قيل لن يتصدعا

فلما تفرقنا كأني و مالكا * لطول اجتماع لم نبت ليلة معا

"আমরা দু'জন জাহিমার দু'সাথীর ন্যায় একটা দীর্ঘ সময় একসাথে বসবাস করেছি। এমনকি লোকেরা আলোচনা করত যে, আমাদের এ জুটি কখনো পৃথক হবে না। অতঃপর আমরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম তখন আমি ও মালিক যেন দীর্ঘকাল সহ অবস্থান সত্ত্বেও একটি রজনীও একসাথে থাকিনি।"[১৪৯]

বদরের যুদ্ধে নিহত কুরায়শ নেতাদের অনেককে বদরের কূপে নিক্ষেপ করা হয়। কুরায়শ কবিরা তাদের স্মরণে অনেক শোকগাঁথা রচনা করেছিল, যার অনেকগুলোই আয়েশা (রাঃ) মুখস্থ রেখে কিছু কিছু বর্ণনাও করেছেন। যথা ঃ

وماذا بالقليب بدر من القينات والشرب الكرام

تحى بالسلامة أم بكر * وهل لى بعد قومى من سلام

১৪৬. আল-ইকদুল ফারীদ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭৫।
১৪৭. প্রাগুক্ত।
১৪৮. জামি' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৩।
১৪৯. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

"বদরের কূপে পড়ে থাকা নর্তকী ও অভিজাত মদ্যপায়ীদের কি অবস্থা? উম্মু বকর তাদের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রত্যাশী। আমার স্বগোত্রের লোকদের মৃত্যুর পরে আমার জন্য কোন শান্তি আসতে পারে কি"?[১৫০]

আয়েশা (রাঃ) এর মাঝে কাব্য রস আস্বাদনের প্রবল আগ্রহ ছিল। অনেক কবি তাদের স্বরচিত কবিতা তাঁকে শুনাতেন। হাসসান ইবন সাবিত (রাঃ) ছিলেন আনসারদের সেরা কবি। ইফকের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার কারণে তাঁর প্রতি আয়েশা (রাঃ) এর মনোভাব তিক্ত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আয়েশা (রাঃ) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে স্বীয় কবিতা শুনাতেন।[১৫১] হাসসান (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স.) এর সভা কবি। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নবী (স.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ হাস্‌সান! যতক্ষণ তুমি আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে কাব্যের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করতে থাকবে, জিব্রাঈল আমীন (আ.) এর সাহায্য তুমি লাভ করবে। তিনি আরো বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, হাসসান তাদের যথাযথ প্রত্যুত্তর দিয়ে দুশ্চিন্তা ও কষ্ট থেকে মুক্ত করেছে। এসব কথা বর্ণনার পর আয়েশা (রাঃ) হাসসান ইবন সাবিত (রাঃ) এর নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃতি করেন ঃ

هجرت محمدا فأجبت عنه * عند الله فى ذلك الجزاء

هجوت محمدا برا حنيفا * رسول الله شيمته الوفاء

فإن أبى ووالده و عرضى * لعرض محمد منكم وقاء

فمن يهجو رسول الله منكم * ويمدحه وينصره سواء

وجبريل رسول الله فينا * وروح القدس ليس له كفاء

"তুমি মুহাম্মদ (স.) এর কুৎসা রটনা করেছো, আমি তার জবাব দিয়েছি। আমার এ কাজের পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর সমীপে। তুমি মুহাম্মদের নিন্দা করেছো, অথচ তিনি নেককার, ধার্মিক ও আল্লাহর রাসূল। প্রতিশ্রুতি পালন যার চারিত্রিক ভূষণ।"

আমার পিতা-পিতামহ, আমার মান-সম্মান সবই তোমাদের আক্রমণের হাত হতে মুহাম্মদের মান-সম্মান রক্ষার জন্য ঢালস্বরূপ।

তোমাদের মধ্য থেকে কেউ মুহাম্মদের কুৎসা, প্রশংসা বা সহায়তা করুক না কেন, সবই তার জন্য সম্মান।

"আল্লাহর বার্তাবাহক ও পবিত্র আত্মা জিব্রাঈল আমাদের মধ্যে আছেন, যার সমকক্ষ কেউ নেই।"[১৫২]

১৫০. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৪।
১৫১. সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০০-৩০১।
১৫২. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় খলীফা উসমান (রাঃ) এর শাহাদাৎ বরণকে কেন্দ্র করে মদীনায় গোলযোগ সৃষ্টি হলে আয়েশা (রাঃ) তা অবহিত হয়ে নিম্নের কাব্য চরণটি আবৃত্তি করেন ঃ

ولو أن قومى طاعتنى سراتهم * لأنقذتهم من الحبال و الخبل -

"যদি আমার সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ আমার কথা মানতো তবে আমি তাদের এ ফাঁদ ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারতাম।"[১৫৩]

হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজে যেমন কবিতার প্রতি আসক্ত ছিলেন, তেমনি অন্যদের গঠনমূলক কবিতা চর্চা ও অনুশীলনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলেন ঃ

حسن ومنه قبيح، خذ بالحسن ودع القبيح " منه "الشعر -

কিছু কবিতা ভাল আছে, আবার কিছু খারাপও আছে, তোমরা খারাপটি ছেড়ে দিয়ে ভালটি গ্রহণ কর"।[১৫৪]

আয়েশা (রাঃ) আরো বলেন ঃ رووا أولادكم الشعر تعذب ألسنتهم "তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে কবিতা শিখাও। তাহলে তাদের ভাষা সুমধুর, লাবণ্যময় হবে"।[১৫৫]

এছাড়াও চিকিৎসা, ইতিহাস, কালাম শাস্ত্র, বিবাদমান সমস্যা, প্রভৃতি বিষয়েও আয়েশা (রাঃ) এর কম-বেশী দখল ছিল।[১৫৬]

মোটকথা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ) ছিলেন উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার কাছে একটি নাম, একটি ইতিহাস। হাদীস বিগয়ে তাঁর অনবদ্য অবদান মুসলিম উম্মাহ চিরদিন শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করবে। মহিলা বিষয়ক অনেক শারঈ বিধান মুসলিম নারী সমাজ আয়েশা (রাঃ) এর মাধ্যমেই জানতে পেরেছে। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা, প্রখর মেধা ও মনন এবং অপরিসীম ধৈর্য্য ও সহনশীলতা হাদীস সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর গৌরবোজ্জল অবদান সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন কল্পে বিস্তৃতভাবে ও স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু আমাদের অভিসন্দর্ভের বিষয় "হাদীস বর্ণনায় আয়েশা (রাঃ)-এর অবদান"। তাই অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আয়েশা (রাঃ) এর আলোচনা উপরোক্ত একটি অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখতে প্রয়াসী হয়েছি।

১৫৩. আদাবুল মুফরাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।
১৫৪. আল-ইকদুল ফারীদ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭৪।
১৫৫. আত-তাবাকাত, প্রাগুক্ত ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৬;
১৫৬. সীরাতে আয়েশা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

খুলাফায়ে রাশেদার সোনালী যুগে হযরত আয়েশা (রাঃ) ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরের (রাঃ) যুগে।
- ❑ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পিতৃ বিয়োগ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ)-এর যুগে।
- ❑ তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রাঃ)-এর যুগে।
- ❑ চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ)-এর যুগে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

খুলাফায়ে রাশেদার সোনালী যুগে হযরত আয়েশা (রাঃ)

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর যুগে

রাসূলুল্লাহর (স.) ইন্তেকালের পর খুলাফায়ে রাশেদার আমলে হযরত আয়েশা (রাঃ) রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, সামাজিক বিশেষভাবে নববী ঐশী জ্ঞানের প্রচারে ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অসামান্য অবদান রেখেছেন। কারন, দীর্ঘকাল হযরত রাসূলুল্লাহর সাহচর্যে থেকে তিনি শরীয়ত সম্পর্কে সুগভীর ও অগাধ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।[১]

খুলাফায়ে রাশেদার সোনালী যুগে হযরত আয়েশা (রাঃ) একজন মহিলা মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, মুফতী সর্বোপুরী বহুবিধ জটিল বিষয়াবলীর সমাধা দানকারিনী হিসেবেই বিবেচিত হতেন।

রাসূলুল্লাহর (স.) ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) প্রথম খলিফা নির্বাচিত হলেন। রাসূলুল্লাহর কাফন-দাফন, হযরত আবু বকর (রাঃ) এর খিলাফতের বাইয়াতের কাজ সমাধা হওয়ার পর আযওয়াজে মুতাহহারাত চাইলেন স্ত্রী হিসেবে নবীর উত্তরাধীকার চেয়ে হযরত উসমান (রাঃ) কে খলিফা হযরত আবু বকরের (রাঃ) নিকট পাঠাতে। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) আযওয়াজে মুতাহহারাতকে স্মরণ করিয়ে দিলেন- জীবদ্দশায় রাসূল (স.) ইরশাদ করে গিয়েছিলেন– কেউ আমার ওয়ারিশ হবে না। আমার সকল পরিত্যাজ্য সম্পদ সাদকা বলে বিবেচিত হবে। হযরত আয়েশার (রাঃ) মুখে একথা শুনে আযওয়াজে মুতাহহারাত সবাই নীরব হয়ে গেলেন। এ সম্পর্কে বুখারী শরীফের বর্ণনায় রয়েছে–

عن عائشة (رض) ان ازواج النبى (ص) حين توفى رسول الله (ص) اردن آن يبعثن عثمان الى ابى بكر (رض) يسألنه ميراثهن فقالت عائشة (رض) أليس قال رسو الله (ص) لانورث ماتركنا صدقة –

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহর (স.) ওফাতের পর আপন আপন উত্তরাধিকার চাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহর (স.) সহধর্মিনীগণ হযরত উসমানকে (রাঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রাঃ) নিকট পাঠাতে চাইলেন। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, রাসূল (স.) কি বলেননি যে, আমাদের (নবী-রাসূলদের) কোন উত্তরাধিকারী হবে না। আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ সাদকা হবে।[২] রাসূল (স.) -এর জীবদ্দশায় এমন উল্লেখযোগ্য কি জিনিষই বা তাঁর নিকট ছিল যা তাঁর ওফাতের পর উত্তরাধিকাদের মাঝে বণ্টন করা যেতে পারে? বুখারী শরীফের বর্ণনায় রয়েছে– রাসূল (স.) স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, চতুষ্পদ জন্তু, দাস-দাসী কিছুই রেখে যাননি। বুখারীর হাদিসটি নিম্নরূপ–

১. আত-তাবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৫।

২. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

عن عمروبن الحارث ختن رسول الله ص اخى جورية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صـ عند موته درهما ولا دينارا ولاعبدا ولا مة ولاشيئا الابغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقة دبخارى -

হযরত রাসূল (স.) -এর শ্যালক অর্থাৎ, উম্মুল মুমিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া বিনত হারিসের ভাই আমর ইবনুল হারিস (রাঃ)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল (স.) তাঁর ইন্তেকালের সময় তাঁর সাদা খচ্চরটি, তাঁর হাতিয়ার ও সে জমি যা তিনি সাদকা করেছিলেন– তাছাড়া কোন স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা, কোন দাস-দাসী কিংবা অন্য কোন কিছু রেখে যাননি।[৩]

রাসূল (স.) ইসলামী রাষ্ট্রের মহান রাষ্ট্রপতি ছিলেন বলে সর্বসাধারণের অভিভাবক হিসাবে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কয়েকটি বাগান নিজের দখলে রেখেছিলেন। সেগুলোর আয় জীবদ্দশায় তিনি বিভিন্ন খাতে ব্যয় করতেন। খুলাফায়ে রাশেদার শাসনামলেও সেগুলো ঠিক সেভাবেই ছিল। সেইসব খাতেই সেসব বাগানগুলোর আয় ব্যয় করা হত। রাসূল (স.) এই বাগানগুলোর আয় থেকেই আযওয়াজে মুতাহহারাতের ব্যয় নির্বাহ করতেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) খলিফা হয়েও ঠিক তাই করলেন।

এ সম্পর্কিত বুখারী শরীফের বর্ণনাটি হচ্ছে–

عن عائشة ان فاطمة رض والعباس رض اتيا ابابكر رض يلتمسان ميراثهما من رسول الله ص وهما حينئذ يطلبان ارضيهما من فدك وسهما من خيبر فقال لهما ابوبكر رض سمعت رسول الله صـ يقول لانورث ماتركنا صدقة انما يأكل ال محمد صـ من هذا المال قال ابو بكر رض والله لا ادع امر رائيت رسول الله ص يصنعه فيه الا صنعته قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (একদা) হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও হযরত আব্বাস (রাঃ) (রাসূলুল্লাহর (স.) রেখে যাওয়া সম্পদের উত্তরাধিকার চাওয়ার জন্য) হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রাঃ) নিকট এলেন। তারা তখন ফাদাক ভূখণ্ড এবং খায়বারের তাদের অংশ দাবী করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তখন তাদের উভয়ের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, আমাদের কোন উত্তরাধিকারী হবে না। আমরা যা রেখে যাব তা সবই সাদকা হবে। এ সম্পদ থেকে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বংশধরগণ ভোগ করবেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! এ সম্পদের ক্ষেত্রে আমি হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) কে যা করতে দেখেছি ঠিক তাই করব। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হযরত ফাতেমা (রাঃ) তাকে পরিহার করেছিলেন। তাঁর সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।[৪]

৩. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৫১।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহর (স.) ওফাতের ছয়মাস পর একাদশ হিজরীর শাবান মাসে তাঁর কলিজার টুকরা, আদুরে কন্যা হযরত ফাতেমার (রাঃ) ওফাত হয়। তাঁর ওফাত হযরত আয়েশার শোকাতুর অন্তরকে আরো শোকাতুর করে তোলে। হযরত ফাতেমার (রাঃ) ওফাতের পর হযরত আয়েশা (রাঃ) বহুবার বলেছেন, ফাতেমাকে দেখলে হযরত রাসূলুল্লাহর (স.) বিয়োগ ব্যথা আমার অন্তর হতে সামান্য হলেও লাঘব হত।

এত শোক, এত ব্যথার পরও হযরত আয়েশা (রাঃ) ইসলামের খিদমতে কোনরূপ ত্রুটি করেননি। দ্বাদশ হিজরীতে মিথ্যা নবুওয়তের দাবীদার মুসাইলামাতুল কাযযাবের সাথে মুসলমানদের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক হাফেযে কুরআন শহীদ হন। এতে হযরত আয়েশা (রাঃ) খুবই বিচলিত হয়ে গেলেন। তিনি পিতার নিকট আরজ করেন এভাবে হাফেযে কুরআন শহীদ হতে থাকলে দুনিয়া থেকে পবিত্র কুরআনের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। হযরত আয়েশার (রাঃ) এ কথায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। তিনি এ নিয়ে হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আয়েশার (রা) সাথে পরামর্শক্রমে কুরআন সংরক্ষণের উদ্যোগ নিলেন। সে অনুসারে রাসূল (স.) এর যামানায় ওহী লেখকগণ কুরআনের আয়াত সমূহকে যে সকল কাষ্ঠখণ্ড, চর্মখণ্ড, প্রস্তরখণ্ড, খেজুর গাছের পাতায় লিখে রেখেছিলেন তা একত্রিত করে হযরত হাফসা (রাঃ) এর নিকট আমানত রাখলেন। এবং হযরত যায়দ ইবন ছাবিত (রাঃ) কে তা একত্রিত করে লিপিবদ্ধ করার গুরু দায়িত্ব অর্পণ করলেন। হযরত আয়েশার সেই দূরদর্শিতা ও পরিণাম দর্শিতার ফলেই আজ পবিত্র কুরআন আমাদের সামনে লিপিবদ্ধভাবে সংরক্ষিত রয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পিতৃবিয়োগ

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রাঃ) খিলাফত মাত্র দুই বছরকাল স্থায়ী হয়েছিল। ১৩ হিজরী সনের ৭ জুমাদাল উখরা হযরত আবু বকরের জ্বরে আক্রান্ত হন। প্রায় অর্ধমাস অসুস্থ থাকার পর ২১ জুমাদাল উখরা পরপারে যাত্রা করেন। সুস্থ অবস্থায় তিনি মেয়েকে কিছু বিষয় সম্পত্তি ভোগ দখলের জন্য দিয়ে রেখেছিলেন। অন্তিম সময়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত আবু বকরের (রাঃ) শিয়রেই বসা ছিলেন। হযরত আবু বকর অন্য সন্তানদের বিষয় নিয়ে একটু ভাবিত হলেন। তাই তিনি আদরের কন্যাকে বললেন, মা! তুমি সে সম্পদ তোমার অন্য ভাইবোনদের ভাগ-বণ্টন করে দিয়ে দিবে? হযরত আয়েশা উত্তর দিলেন- আব্বা! এ নিয়ে আপনি কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি তা যথা নিয়মে ভাই-বোনদের ভাগ-বাটোয়ারা করে দিব। কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়, অন্তিম সময় ঘনিয়ে এলে হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) কে বললেন, আমার নিকট একটি দাসী আর দুটি উট ছাড়া আর কিছুই নাই। আমার মৃত্যুর পর তা হযরত উমরের (রাঃ) নিকট পাঠিয়ে দিও। এছাড়া আরো কিছু যদি থাকে তাহলে তাও পাঠিয়ে দিও।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়–

عن عائشة (رضـ) قالت دخلت على ابى بكر (رضـ) فقال فى كم كفنتم النبى (صـ) ؟ قالت ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وقال لها اى يوم توفى رسول الله (صـ) ؟ قالت يوم الاثنين قال فأى يوم هذا ؟ قالت يوم الاثنين قال ارجوا فيما بين وبينى الليل فنظر الى ثوب عليه كان يمض فيه به ردع من زعفران فقال اغسلوا ثوبى هذا اويدوا عليه ثوبين فكفنونى فيها قالت ان هذا خلق ؟ قال ان الحى احق بالجديد من الميت انما هو للمهلة فلم يتوفى حتى امسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل ان يصبح -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু বকর (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কত খণ্ড কাপড়ে নবী করিম (স.) কে কাফন দিয়েছিল? হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, তিন টুকরা সাদা সাহুলী কাপড়ে এগুলোতে সেলাইকৃত জামা ও পাগড়ী ছিল না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কোনদিন রাসূলের (স.) ওফাত হয়েছিল? হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, সোমবার। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কি বার? হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, সোমবার হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, আমি আশা করি এখন থেকে আগত রাতের মধ্যেই (আমার মৃত্যু হবে) এরপর অসুস্থকালীন আপন কাপড়ের প্রতি লক্ষ্য করলেন। তাতে জাফরানী রংয়ের দাগ-চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, আমার এ কাপড়টি ধুয়ে তার সাথে আরো দুখণ্ড কাপড় যোগ করে আমার কাফন দিবে। আমি বললাম, এটা (পরিধেয় কাপড়টি) তো পুরাতন। তিনি বলেন, মৃতদের চেয়ে জীবিতদের নতুন কাপড়ের প্রয়োজন অধিক। আর কাফন হলো বিগলিত শবদেহের জন্য। তিনি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইন্তেকাল করেন। প্রভাতের পূর্বেই তাঁকে দাফন করা হয়।[৫]

হযরত আয়েশার (রা) হুজরায় রাসূলুল্লাহর (স.) এর পাশে আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে একটু পিছনে সরিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কে দাফন করা হয়। ফলে হযরত আয়েশার (রাঃ) হুজরাটি নবুওয়তের চাঁদের পাশাপাশি একটি খিলাফতের চাঁদের অস্তাচল হল। এত অল্প বয়সেই স্বামী হারিয়ে বিধবা হওয়ার মাত্র দু'বছর ব্যবধানে পিতাকে হারিয়ে হযরত আয়েশা অসহায় এতিম হয়ে যান।

৫. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় খলিফা উমর (রাঃ) এর যুগে আয়েশা (রাঃ)

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর শাসনামল শান্তি-শৃঙ্খলার দিক বিবেচনায় স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য মন্ডিত ছিল। তিনি সকল মুসলমানদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। হযরত ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রাঃ) তদীয় গ্রন্থ কিতাবুল খারাজে আযওয়াজে মুতাহহারাতের ভাতা সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

১। সকল আযওয়াযে মুতাহহারাতকেই বার্ষিক ১২০০০ (বার হাজার) দিরহাম দিতেন।[৬]

২। হযরত আয়েশা (রাঃ) কে বার্ষিক ১২,০০০ (বার হাজার) দিরহাম আর অপরাপর আযওয়াজে মুতাহহারাতকে ১০,০০০ (দশ হাজার) দিরহাম দিতেন।[৭]

অন্যান্য আযওয়াজে মুতাহহারাত থেকে হযরত আয়েশা (রাঃ) কে ২০০০/- দুই হাজার দিরহাম অতিরিক্ত দেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত উমর বলেন, আমি তাঁকে ২,০০০/- দুই হাজার দিরহাম বেশী দিচ্ছি কারণ তিনি রাসূল (স.) এর অধিক প্রিয় পাত্রী ছিলেন।

হযরত উমর (রাঃ) আযওয়াজে মুতাহহারাতের সংখ্যানুসারে নয়টি পেয়ালা তৈরী করেছিলেন। কোন হাদিয়া এলে পৃথক পৃথক পাত্রে বন্টন করে প্রত্যেকের নিকট তা পাঠিয়ে দিতেন।[৮]

হাদিয়া- তোহফা বন্টনের ক্ষেত্রে এটা লক্ষ্য রাখতেন যে, কোন জন্তু জবাই হলে উহার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সবই তাদের নিকট পাঠাতেন।[৯]

ইরাক বিজয়কালে মুক্তাপূর্ণ একটি কৌটা মুসলিম মুজাহিদদের হাতে আসে। অন্যান্য গণীমত– যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সাথে এই কৌটাটিও খলিফার দরবারে পাঠানো হয়। মুক্তাগুলো সকলকে সমানভাবে বন্টন করে দেয়া অসম্ভব ছিল। তাই হযরত উমর (রাঃ) সকলকে বললেন, আপনারা অনুমতি দিলে আমি এই মুক্তাগুলো হযরত আয়েশা (রাঃ) নিকট পাঠিয়ে দেই। কারণ তিনি রাসূলের সর্বাধিক প্রিয় পাত্রী ছিলেন, সবাই সন্তুষ্টচিত্তেই অনুমতি দিলেন। পাত্রটি হযরত আয়েশার নিকট পাঠানো হল। তিনি তা খুলে দেখে বললেন, রাসূলুল্লাহর পর ইবনুল খাত্তাব আমার প্রতি বড় বড় অনুগ্রহ করেছেন। হে আল্লাহ! আগামীতে তার এমন সব অনুগ্রহের জন্য আমাকে আর জীবিত রেখোনা।[১০]

খলিফা নির্বাচিত হওয়ার কিছুদিন পরই হযরত উমর (রাঃ) হযরত খালীদ ইবনুল ওয়ালিদ (রাঃ) কে সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করেন। এই সংবাদ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট পৌছলে তিনি হযরত উমরের নিকট এই বার্তা পাঠালেন যে, হযরত খালীদ ইবনুল ওয়ালিদকে (রাঃ) যেন সেনা বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ বরখাস্ত করা না হয়। কারণ এতে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। হযরত উমর (রাঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) এই মূল্যবান পরামর্শের গুরুত্ব পরিপূর্ণই অনুধাবন করলেন। ফলে হযরত খালীদ (রাঃ) কে ডেপুটি সেনাপতি পদে বহাল রাখলেন।

---

৬. ইমাম কাজী আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, (বৈরূত ঃ দারুল মা'আরিফা, ১৯৭৯), পৃ. ২৫।

৭. সীরাতে আয়েশা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

৮. মুয়াত্তা ইমাম মালিক ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৫।

৯. প্রাগুক্ত।

১০. মুস্তাদরাকে হাকিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬১।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টাদশ হিজরীতে আরবে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজে অনেক দরিদ্র দুঃস্থদের সাহায্য-সহায়তা করেন। তদুপরি নিজে হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট গিয়ে দুঃস্থ দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য উপযুক্ত ভাতা নির্ধারণের জন্য তাঁকে অনুরোধও করেন। তিনি তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন। তদুপরি নিজ হাতে গরীব দুঃখীদের দান করার জন্য হযরত আয়েশা (রাঃ) কে কয়েক হাজার মুদ্রা অনুদান হিসাবেও দেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) সে মুদ্রাগুলো বাইতুল মাল থেকে ঋন হিসাবে গ্রহণ করেন। দুর্ভিক্ষ অবসানের সে পরিমাণ অর্থ তিনি বাইতুল মালে ফেরতও দিয়েছিলেন।

উনবিংশ হিজরীতে হযরত উমর (রাঃ) হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) কে চার হাজার সৈন্যসহ মিসর অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। এক বছর অভিযান চালিয়েও হযরত আমর (রাঃ) বিজয়ের পথে একটুও অগ্রসর হতে পারলেন না। এ অবস্থা দেখে বিংশ হিজরীতে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত যুবাইর (রাঃ) কে সেনাপতি বানিয়ে তার অধীনে একটি নতুন সেনাবাহিনী মিসর বিজয়ের জন্য পাঠাতে হযরত উমর (রাঃ) কে অনুরোধ করলেন। হযরত আয়েশার (রাঃ) পরামর্শ যথাযথ মনে করে কোন প্রকার ইতস্তত না করেই হযরত উমর (রাঃ) হযরত যুবাইরকে (রাঃ) মিসর অভিযানে পাঠালেন। তিনি মিসরে গিয়ে হযরত আমর ইবনুল আসের (রাঃ) সাথে মিলিত হলেন। তিনি উভয় দলের সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে সামনে অগ্রসর হলেন। তিনি তার বাহিনী নিয়ে মিসর শহর অবরোধ করে ফেললেন। সাত মাস যাবত শত্রুদের দুর্গ অবরুদ্ধ রাখার পর হঠাৎ একদিন তিনি রজ্জুর সিঁড়ির সাহায্যে দুর্গ প্রাচীরের উপরে উঠে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি করতে লাগলেন। তার সাথে দুর্গ অবরোধকারী সমুদয় মুসলিম বাহিনীও দিগন্ত মুখরিত করে মহাকল্লোলে, আল্লাহু আকবার, ধ্বনিতে গর্জে উঠলেন। ভয়ে শত্রুদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। তারা হযরত যুবাইরের (রাঃ) হাতে আত্মসমর্পণ করল। মিসরের দুর্গ প্রাচীরে ইসলামের মহান পতাকা উড়তে লাগল। হযরত আয়েশা (রা) তাঁর রাজনৈতিক সমর- নৈতিক দূরদর্শিতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেলেন, অনাগত কালের মানুষের সামনে। হযরত আয়েশা (রাঃ) খাযবরের সম্পত্তি থেকে ভাতা পেতেন। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রাঃ) খিলাফত কাল থেকে তা চালু ছিল। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের (রাঃ) শাসনকালেও সে নিয়ম অব্যাহত ছিল। একদিন হযরত উমর (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি পূর্বের ন্যায়, ভাতা হিসাবে নগদ অর্থ গ্রহণ করবেন, নাকি সম্পত্তি নিজের দখলে নিয়ে তার আয় ভোগ করবেন? হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পত্তিই গ্রহণ করলেন। এবং তাঁর আয়ের অধিকাংশই দুঃস্থ, অভাবী, গরীব-দুঃখী মুসলমান ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন। হযরত উসমান (রাঃ), হযরত আলীর (রাঃ) খিলাফতকালে এবং হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) রাজত্বকালেও তিনি এই সম্পত্তির আয় দ্বারা নিজের খরচ নির্বাহ করতেন। হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার (রাঃ) ওফাতের পর হযরত আয়েশার (রা) ভাগিনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) আরবের খলিফা হলেন। তিনি তার খালার যাবতীয় ব্যয়ভারের দায়িত্ব নিজে নিলেন। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) উক্ত সম্পত্তির যাবতীয় আয় দান করতে লাগলেন। এছাড়াও কোন হাদিয়া এলে তাও তিনি তখনই গরীব দুঃখীদের দান করে দিতেন। নিজের জন্য কিছুই রাখতেন না। অধিকাংশ সময় উপবাস ও অনাহারে অর্ধাহারে থাকাই তার অভ্যাস ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উমরের (রাঃ) আকাঙ্ক্ষা ছিল হযরত আয়েশার (রাঃ) হুজরায় হযরত রাসূলের (স.) পায়ের নীচে দাফন হওয়ার। শরীয়তের দৃষ্টিতে মৃত্যুর পর কবরে মাটির নিচে চলে গেলে সেই পুরুষের সাথে নারীর তো আর কোন পর্দার বিধান থাকে না। তদুপরি আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে দাফনের পরও তিনি নিজেকে হযরত আয়েশার গায়ার মাহারিমই মনে করতেন। এজন্য লজ্জায় মনের অন্তিম আকাঙ্খাটি হযরত আয়েশার নিকট ব্যক্ত করতে পারছিলেন না। অন্তিম মুহূর্তে এ চিন্তায় তিনি খুব পেরেশান হয়ে গেলেন। অবশেষে নিজের ছেলে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) কে এই বলে পাঠালেন যে, যাও, হযরত আয়েশাকে (রা) আমার সালাম জানাবে। আর এই নিবেদন করবে যে, হযরত উমরের (রাঃ) অন্তিম বাসনা, শেষ আকাঙ্খা আপন দুই বন্ধু জন (হযরত রাসূল (স.) ও হযরত আবু বকরের পাশে দাফন হওয়া।

হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট গিয়ে হযরত উমরের (রাঃ) এই অন্তিম বাসনা, আকাঙ্খার কথা জানালেন তখন তিনি বললেন, যদিও আমি ঐ স্থানটি একান্তই নিজের জন্য রেখেছিলাম তবুও সন্তুষ্টচিত্তেই আমি তাঁকে অগ্রাধিকার দিলাম। অনুমতি পাওয়ার পরও ওফাতের পূর্বে হযরত উমর (রাঃ) ছেলেকে ওসীয়ত করে গেলেন, ওফাতের পর আমার লাশ উম্মুল মুমিনীনের দ্বারে নিয়ে গিয়ে পুনরায় অনুমতি চাইবে। তিনি অনুমতি দিলে তাঁর হুজরায় আমাকে দাফন করবে। অন্যথায় সাধারণ মুসলমানদের গোরস্তাইে দাফন করবে। তাই করা হল। হযরত আয়েশা (রাঃ) আবার অনুমতি দিলেন। ফলে তাঁর হুজরায় হযরত উমর (রাঃ) কে দাফন করা হল। সুতরাং এখন হযরত আয়েশার (রাঃ) হুজরায় খিলাফতের দ্বিতীয় চাঁদও খসে পড়ল। তাঁর স্বপ্নটি বাস্তব রূপ নিল।[১১]

তৃতীয় খলিফা উসমান (রাঃ)-এর যুগে

ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমানের (রাঃ) খিলাফতকাল বারো বছর। এর প্রথমার্ধ শান্তি, শৃংখলা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার সাথেই কাটে। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী লোকদের পক্ষ থেকে তার ব্যাপারে নানা অভিযোগ আপত্তি উঠতে থাকে। একবার আশতার নাখাঈ ও হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট এসে বললেন, যেহেতু হযরত উসমানের ব্যাপারে নানা অভিযোগ উঠছে সেহেতু তাঁকে খলিফার পদ থেকে অপসারণ করলেই দেশে শান্তি, শৃংখলা, স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাদেরকে ধমক দিয়ে বললেন, এটা তোমাদের জঘন্য অন্যায়, অনাধিকার চর্চা। এ প্রসঙ্গে তিনি তাদেরকে হযরত রাসূল (স.) এর একটি হাদীসও শুনালেন। তিরমিযী শরীফসহ বিভিন্ন হাদীস গন্থে হাদীসটির উল্লেখ রয়েছে–

عن عائشة رضـ ان النبى صـ قال ياعثمان انه لعل الله يقمصك قميصا فان ارادوك على خلعه فلا تخلعه لهم -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত নবী করিম (স.) ইরশাদ করেছেন, হে উসমান! সম্ভবতঃ আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে একটি জামা পরিধান করাবেন। (খিলাফত দিবেন) যদি এরা তা খুলে ফেলতে চায় (তোমাকে খলিফা পদ থেকে অপসারণ করতে চায়) তবে তুমি তাদের কথামত তা খুলবে না।[১২]

১১. সহীহ আল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬।

১২. জামি'আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১০।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে হযরত আয়েশার (রাঃ) খুবই গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা ছিল।[১৩] পবিত্র কুরআনের ভাষায় তিনি তো মুসলমানদের মা। হিযায, ইরাক, মিসর সর্বত্রই তাকে মুসলমানরা মায়ের মত মান্য করতেন। লোকেরা তার কাছে এসে বিভিন্ন অভিযোগ করতেন। তিনি তাদের শান্তনা ও উপদেশ দিতেন।[১৪]

হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ) এবং তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের (রাঃ) সূচনাকাল পর্যন্ত বিশিষ্ট, বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম, পরামর্শদানকারী, উপদেষ্টা ব্যক্তিবর্গ জীবিত ছিলেন। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীতে তাদের পরামর্শ নেয়া হত। স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয়, সরকারী পদে তারাই অধিষ্ঠিত ছিলেন। এবং তারা সেসব পদের যথার্থ উপযুক্তও ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ) এমন ইনভিসাফভিত্তিক খিলাফত, ন্যায়, বিচার, ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে, তাদের ন্যায় ইনসাফের পাল্লা কোন দিকেই ঝুকত না। ফলে গোটা মুসলিম জাহানে তখন শান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রবীন, বিশিষ্ট, বড় বড় সাহাবায়ে কেরামের কোন প্রকার অভিযোগ, আপত্তির সুযোগ ছিল না।[১৫]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ), হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রাঃ), হযরত মারওয়ান ইবনে হাকাম, মুহাম্মদ ইবনে আবী হুযায়ফা, সাঈদ ইবনুল আস প্রমূখ উচ্চাভিলাষী তরুনগণ সেসব প্রবীণদের কারণে দমে থাকতেন। প্রবীণদের কারণে তারা সরকারী উচ্চপদ, নেতৃত্ব নিজেদের নাগালের বাইরে মনে করতেন। প্রবীণদের কেউ সেসব উচ্চপদ ও নেতৃত্বের উপযুক্ত মনে করতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) হচ্ছেন হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রাঃ) নাতী এবং হযরত রাসূলুল্লাহর (স.) ফুফাত ভাই, রাসূলুল্লাহর হাওয়ারী তথা অন্তরঙ্গ বন্ধু দেহরক্ষী হযরত যুবাইরের (রাঃ) ছেলে। তিনি নিজেকে খলিফা হওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত মনে করতেন। হযরত প্রথম দুই খলিফার পর খিলাফতকে উত্তরাধিকার সূত্রে নিজের অধিকার মনে করতেন।[১৬]

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আরবরা ছিল স্বাধীনচেতা। আযাদ প্রকৃতির স্বাধীন পরিবেশ-পরিস্থিতি আবহাওয়ায় তারা লালিত-পালিত হয়েছিল। ইসলাম আরবের সকল গোত্র ও বংশকে এক প্লাটফর্মে এনে দাঁড় করেছিল। সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম যারা ইসলামের তালীম-তারবিয়্যাত, শিক্ষা-দীক্ষার আধার ছিল তারা এ সাম্যের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন। তাদের পরবর্তী যুবক-তরুণ অফিসার, কর্মকর্তা, পদস্থ লোকেরা সে আদর্শ ভুলে গিয়েছিলেন। তারা প্রকাশ্যেই তাদের বিভিন্ন আসর, বৈঠক ও দরবারে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতা, গোত্রীয় আভিজাত্য প্রকাশ করতে লাগলেন। অন্যান্য আরব গোত্র-বংশের নিকট এটা অপ্রীতিকর ও অসহনীয় হয়ে উঠল। তাদের দাবী ছিল নবী যুগের পর ইরান, সিরিয়া, মিসর, আফ্রিকার বিজয়সমূহ তাদের তরবারীর মাধ্যমেই হয়েছে। সুতরাং সকল বিষয়ে তাদের অধিকার সমান হতে হবে। নওমুসলিম অনারবরা তাদের উপর শুধু বনু উমাইয়্যাহ বা কুরাইশই নয় বরং গোটা আরবের শাসনই সহ্য করতে বা মেনে নিতে পারছিল না, এ জন্য এজাতীয় প্রতিটি ফেতনা-ফ্যাসাদেই অংশ গ্রহণ করা

১৩. মুসতাদরাকে হাকীম পৃ. ৩২২।

১৪. সীরাতে আয়েশা (রাঃ) পৃ. ১১৩।

১৫. মুহাম্মদ ইবনে জারীর, তারিখে তাবারী, (বৈরুত ঃ মুয়াসসাসাতুল আ'লামী লিল মাতবু'আত, তা. বি), ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১২।

১৬. আল ইসাবা, ৩য় খণ্ড পৃ. ২৭২।

Dhaka University Institutional Repository

তারা তাদের কর্তব্য মনে করত। কূফা আরব অনারবের সীমান্তে অবস্থিত। এখান থেকেই ফেত্নার সূচনা হল। এটা আরব গোত্র সমূহের সবচেয়ে বড় ছাউনী ছিল। সাঈদ ইবন আস ছিলেন কূফার গভর্ণর। রাতে তাঁর দরবারে শহরের অধিকাংশ গোত্র সমূহের নেতারা সমবেত হতেন। সাধারণতঃ প্রায়ই আরবদের যুদ্ধ-বিগ্রহ, আরব গোত্রসমূহের বংশ মর্যাদা, খানদানী আভিজাত্য নিয়ে আলোচনা হত। আর এটা এমন বিষয় ছিল যে, কোন গোত্রই নিজেদেরকে বংশ মর্যাদায় অন্যদের থেকে খাটো মনে করত না। অধিকাংশ সময়ই তর্ক বিতর্কের পরিণতি হত, বাকবিতন্ডা, ঝগড়া-বিবাদ, কঠোর কথা। এমন ক্ষেত্রে সাঈদ ইবন আসের কুরাইশদের গর্ব-বড়াই আগুনে তেল ঢেলে দিত। ঝগড়া-বিবাদ কে আরো উসকে দিত। তার এমন আচরণের ফলে আরব গোত্রসমূহের নেতাদের পক্ষ থেকে তার প্রতি বিভিন্ন অভিযোগ উঠল। আর এটা যথারীতি একটা ফিত্নার রূপ ধারণ করল।

ঠিক তখন ইবনে সাবা নামক একজন ইহুদী মুসলমান হয়েছিল। ইহুদীদের একটি চিরাচরিত রীতি হচ্ছে, শত্রুরূপে শত্রুর কাছ থেকে যখন তারা প্রতিশোধ নিতে পারে না তখনই রূপ পাল্টে তারা একান্ত বন্ধু সেজে যায়। এবং ধীরে ধীরে গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সর্বণাশ করে। ইহুদীরা বল ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যখন হযরত ঈসার (আঃ) দাওয়াতকে নিষ্ক্রিয় করতে পারল না তখন পালুস নামক তাদেরই এক ইহুদী খ্রীস্টান হয়ে খ্রীষ্টানদের মূল আদর্শই ধ্বংস করে দিল।

ইবনে সাবা লোকদের মধ্যে এ কথা প্রচার করতে লাগল যে, হযরত আলীই (রাঃ) হচ্ছেন হযরত রাসূল (স.)-এর প্রকৃত উপযুক্ত উত্তরসূরী। রাসূলুল্লাহর (স.) পর তিনিই খলিফা হওয়ার উপযুক্ত। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর খলিফা হওয়ার ব্যাপারে ওসীয়ত করে গেছেন। ইবনে সাবা ইহুদী থাকাকালেও হযরত হারুন (আঃ) সম্পর্কেও এই বিশ্বাস গোপন করত। সে পুরোদমে সর্বশক্তি ব্যয় করে তার এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের অপপ্রচার চালাতে লাগল। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের সুযোগে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে সে তার এই হীন ষড়ন্ত্রের জাল বিস্তার করতে লাগল। সে সারাদেশ চষে বেড়াল গণসংযোগ করল। কূফা-বসরা, মিসর যেখানেই বড় বড় সেনা ছাউনী ছিল সেখানেই কিছু না কিছু বিপ্লবী বিদ্রোহী লোক ছিল। সে মিসরকে সকল বিপ্লবী বিদ্রোহীদের আস্তানা ও কেন্দ্র বানিয়ে বিচ্ছিন্ন সকল লোকদের ঐক্যবদ্ধ ও একত্রিত করতে লাগল। ঐতিহাসিকগণ এই দল ও ফেতনাকে সাবাঈ নাম দিয়েছেন।

হযরত উসমানের (রাঃ) যামানায় ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ও আফ্রিকা অঞ্চলে অমুসলিম শক্তির সাথে মুসলিম সেনাবাহিনীর যুদ্ধ চলছিল। সেকারণে অধিকাংশ সেনাবাহিনী সেখানে থাকত। যুদ্ধে অংশগ্রহণের বাহানায় হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ও মুহাম্মদ ইবনে আবু হুযায়ফা স্বাধীনভাবে বিনা বাধায় সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হতেন। তাদের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতেন। যার ফলে মিসর এই বিদ্রোহের কেন্দ্র হয়ে গেল। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারহ মিসরের গভর্ণর ছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর, মুহাম্মদ ইবন আবু হুযায়ফা, আব্দুল্লাহ ইবনে আবু সারহ খলিফা হযরত উসমানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আন্দোলন শুরু করলেন। বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। এবং মিসরে নতুন রাজনৈতিক দলের নেতা হয়ে গেলেন।

Dhaka University Institutional Repository

সময়টা ছিল হজ্জের মৌসুম। পরপর আলোচনা ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে কূফা, বসরা ও মিসর হতে এক এক হাজার লোকের এক একটি দল হজ্জের বাহানায় হিযাযের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। মদীনার নিকটে পৌঁছে তারা সবাই তাঁবু গাড়ল। হযরত আলী (রাঃ) হযরত তালহা (রাঃ), হযরত যুবাইর (রাঃ), হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) ও উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম তাদের নিকট গিয়ে তাদের সকল বক্তব্য মনযোগ ও গুরুত্ব দিয়ে শোনলেন। অতঃপর তাদের বুঝিয়ে শুনিয়ে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিয়ে বিদায় দিলেন। বললেন, তোমাদের অভিযোগগুলো তদন্ত করে উপযুক্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে তোমরা খলিফা হযরত উসমানের (রাঃ) এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না। তারা কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে এসে হযরত উসমান (রাঃ)-এর ঘর অবরোধ করে ফেলল। হযরত উসমান নিরুপায় হয়ে হযরত মুহাম্মদ ইবন আবু বকর কে মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। এবং এ মর্মে একটি তাঁর হাতেই দিয়ে দিয়ে দিলেন। বিদ্রোহীরা এই ফরমান নিয়ে মিসর অভিমুখে রওয়ানা হল। কিছু দূর যেয়ে পথিমধ্যে মিসরের গভর্ণরের নামে খলিফা হযরত উসমানের একটি হাল চিঠি আটক করল। তাতে লিখাছিল। বিদ্রোহীরা মিসরে পৌঁছামাত্রই তাদেরকে হত্যা করবে অথবা বন্দী করবে। মুহাম্মদ ইবন আবু বকর ও তার সঙ্গীরা ধারণা করলেন, চিঠিটি- মারওয়ানের লিখা। এজন্য তারা আবার খলিফার বাসভবন অবরোধ করে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, খলিফা বললেন, তিনি এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তখন বিদ্রোহীরা খলিফাকে দুটি শর্ত দিল। হয় মারওয়ানকে আমাদের হাতে তুলে দিন অথবা খিলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দিন। খলিফা কোনটাই মানলেন না। হযরত আয়েশা (রাঃ) তার ভাই মুহাম্মদ ইবন আবু বকরকে ডেকে এনে বুঝালেন, তুমি এই হঠকারিতা থেকে বিরত হও। কিন্তু মুহাম্মদ কোন ভাবেই তার কথা মানলেন না। নিয়ম মাফিক হযরত আয়েশা (রাঃ) তখন হজ্জে গেলেন। মুহাম্মদ ইবন আব বকরকে সাথে নিয়ে যেতে চাইলেন, তিনি গেলেন না, বিদ্রোহীরা ৩ সপ্তাহ খলিফা হযরত উসমান (রাঃ) কে অবরোধ করে রাখল। অবশেষে তাদের হাতেই তিনি শহীদ হলেন।[১৭]

এমন খেলাফতের ব্যাপারে চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি নজর পড়াটাই স্বাভাবিক। হযরত তালহা (রাঃ) হযরত যুবাইর (রাঃ) হযরত সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) হযরত উসমানের শাহাদাতের পর হযরত সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) নির্জনতা অবলম্বন করলেন। সবকিছু ছেড়ে ঘরের কোনে বসে গেলেন। বসরাবাসী হযরত তালহার পক্ষপাতী ও সমর্থক আর মিসরবাসীর একাংশ হযরত যোবাইরের (রাঃ) সমর্থক ছিল। অপরদিকে মিসরবাসীর অপর অংশ এবং বিপ্লবীদের অধিকাংশ হযরত আলীর পক্ষাপাতী ও সমর্থক মুহাম্মদ বিন আবু বকর আশতার নাখারী ও আম্মার ইবন ইয়াসির ছিলেন তাদের সকলের অগ্রনী ভূমিকায়। নিরপেক্ষরা দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের (রাঃ) ছেলে হযরত আব্দুল্লাহকে সামনে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। বনু উমাইয়্যা তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের (রাঃ) ছেলে হযরত আবানের নাম প্রস্তাব করছিল। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) এর বড় ছেলে হযরত আব্দুর রহমানের (রাঃ) নাম ও প্রস্তাব করা

১৭. আত-তাবাকাতুল কুবরা, মারওয়ান ইবন হাকামের জীবনী অংশ, পৃ. ৫১২।

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছিল। তিনদিনের বাদানুবাদ, বিতর্কের পর কিছু লোক ছাড়া অধিকাংশ মদীনাবাসীর বায়আত গ্রহণের মাধ্যমে হযরত আলী (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হলেন। কিন্তু হিজাযে তখনো মত পার্থক্য চলছিল। সিরিয়ায় হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাঃ) স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছিল। মিসরে হযরত মুহাম্মদ ইবন আবু বকর (রাঃ) তো স্বেচ্ছাচারিতার ঘোষণাই দিয়ে ফেললেন। নবী উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত, মুসলমানদের ইমাম, খলিফা হযরত উসমান (রাঃ) হরমে নববীতে নিষিদ্ধ মাসে স্বয়ং মুসলমানদেরই হাতে শহীদ হওয়াটা এমন একটি দুর্ঘটনাই ছিল যে, মানুষের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হলো। মুসলমানররা এর কারণে মর্মাহত হলেন। যে সকল সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ) এর কোন কাজের ব্যাপারে দ্বীমত পোষণ করতেন, এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আয়েশা (রাঃ)ও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারাও হযরত উসমানের (রাঃ) এমন নির্মম শাহাদাত মেনে নিতে পারেন নি। তাঁকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে শহীদ করা কোন ক্রমেই সমর্থন করেন নি। আদৌ তাঁদের উদ্দেশ্য এটা ছিল না। হযরত উসমানের (রাঃ) শাহাদাতের পূর্বে আশতার নাখরী হযরত আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করেছিল, এই লোকটি কে (হযরত উসমান (রাঃ)) হত্যার ব্যাপারে আপনার মতামত কী? উত্তরে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছিলেন, এটা কখনো হতে পারে না, আমি ইমামদের ইমামের হত্যার আদেশ দিতে পারি?[১৮]

কিছু শত্রুরা এই মিথ্যা খবর রটিয়েছিল যে, এই ঘটনার সাথে হযরত আয়েশা (রাঃ) যোগ সাজশ আছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) সৎ ভাই হযরত মুহাম্মদ ইবন আবু বকর এই বিপ্লবের নেতা ছিলেন বলে হযরত আয়েশার ব্যাপারে কারো মন্দ ধারণা হতেই পারে। কিন্তু একটু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে– হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর সৎ ভাইকে এই বিপ্লব থেকে বিরত রাখার জন্য নিবৃত্ত করার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। তিনি নিবৃত্ত হননি। হযরত উসমানের (রাঃ) আলোচনা প্রসঙ্গে একবার হযরত আয়েশা স্বয়ং বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি কখনো এটা পছন্দ করিনি যে তাঁর কোন অসম্মান অপমান হোক। যদি আমি তা করেই থাকি তাহলে আমার ও অপমান হোক। আল্লাহর শপথ! আমি কখনো পছন্দ করিনি যে, তাঁকে হত্যা করা হোক। যদি আমি তা করেই থাকি তাহলে আমাকেও হত্যা করা হবে।[১৯]

হযরত আয়েশা (রা)-এর ব্যাপারে যা রটানো হয়েছিল, অপপ্রচার চালানো হয়েছিল তা সব মিথ্যা। তার জন্য হযরত আয়েশা (রা)-এর এই বক্তব্যের চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে?

হযরত আলীর (রাঃ)-এর যুগে

হযরত উসমানের (রাঃ) শাহাদাতের ঘটনায় সকল মুসলমানদের মধ্যে এক অবর্ণনীয় শোকের ছায়া নেমে আসে ও চরম অশান্তি ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। অল্পসংখ্যক সাহাবায়ে কেরামের একটি দল-যারা নিজের শরীরের তাজা রক্ত দিয়ে ইসলামের বাগান সতেজ, সজীব করেছিলেন। তারা যখন দেখলেন, তাদের চোখের সামনেই সেই বাগান তছনছ হয়ে যাচ্ছে তখন তারা ইসলাহ তথা সংশোধনের পতাকা উড্ডীন করলেন। এই দলের সম্মানিত সদস্য হচ্ছেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত তালহা (রাঃ) হযরত যোবাইর (রাঃ) হযরত তালহা (রাঃ) হচ্ছেন, কুরাইশ বংশীয় সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সৌভাগ্যবান কাফেলার একজন। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর জামাই রাসূলুল্লাহর (স.) জামানায় সংগঠিত যুদ্ধসমূহে অংশ গ্রহণকারী, বিজয়ী বীরযোদ্ধা, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বিশ্বস্ত সহচর।

---

১৮. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬।

১৯. সীরাতে আয়েশা, পৃ. ১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত যোবাইর (রাঃ) হচ্ছেন হযরত রাসূলুল্লাহর (স.) ফুফাত ভাই, ইসলামের হীরু, ইসলামের বীর যুদ্ধা, حورى رسول الله উপাধীতে ভূষিত। প্রথম খলিফার জামাই। হযরত উমর (রাঃ) তাঁর অন্তিম মুহূর্তে যে ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য কমিটি হিসাবে বানিয়ে দিয়েছিলেন এ দুজন সাহাবী তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর হযরত আয়েশা (রাঃ) কে তো নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। শাহাদাতের দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়লে চতুর্দিকে দলে দলে মানুষ তাঁর কাছে এসে সমবেত হতে লাগলেন। আমর বিনত আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রাঃ) তখন বলেছিলেন, ঐ জাতির মত আর কোন জাতি নেই যারা এই আয়াতটির বিধান আদেশ প্রত্যাখান করেছে।[২০]

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احدهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيئ الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين ـ

মুমিনদের দুটি দল দ্বন্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। আর তাদের একদল অপরদলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করবে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করবে। এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন।[২০]

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত উসমান (রাঃ) অবরুদ্ধ অবস্থায় প্রতি বছরের স্বাভাবিক নিয়ম মাফিক আয়েশা (রাঃ) হজ্বে চলে গিয়েছিলেন। হজ্ব থেকে ফেরার পথে বিদ্রোহীদের হাতে উসমানের (রাঃ) নির্মম শাহাদাতের দুঃসংবাদ পেলেন। আরেকটু সামনে অগ্রসর হওয়ার পরই হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যোবাইরের (রাঃ) সাথে সাক্ষাত হয়। তাঁরা উভয়ে মদীনা থেকে পালিয়ে আসছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) কে তাঁরা বললেন, আমরা অত্যাচারী, বিদ্রোহী, বিপ্লবীদের ভয়ে মদীনা থেকে কোনরকম জান নিয়ে পালিয়ে এসেছি। প্রাণে বেঁচে গেছি। জনগণ কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় বাতিলকে প্রতিরোধ করতেও পারছে না। এবং নিজেদের আত্মরক্ষা ও করতে পারছে না।[২১]

হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, পরস্পর পরামর্শ করো যে, এই পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কি? এরপর তিনি একটি পংক্তিটি আবৃত্তি করলেন, এর অর্থ হলো– আমার জাতির নেতারা যদি আমার কথা মানত তাহলে আমি অবশ্যই তাদেরকে এ মহা বিপদ থেকে বাঁচাতে সক্ষম হতাম। এরপর তিনি হযরত তালহা, (রাঃ) হযরত যুবাইরসহ মক্কায় ফিরে গেলেন।

২০. ইমাম মালিক মুয়াত্তা পৃ. ৫৮১।

২১. সূরা হজরাত– ৯।

২২. সীরাতে আয়েশা, পৃ. ১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বিভিন্ন বিষয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের বিন্যাস ও সংকলন

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের বিন্যাস ও সংকলন

ওহী সংক্রান্ত

সুদীর্ঘ তেইস বছরে রাসূল (স.)-এর নিকট অবস্থার প্রেক্ষাপটে আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা এর কতেক পদ্ধতির কথা জানা যায়। যথা–

রাসূল (স) এর নিকট ওহী আসার বিভিন্ন পদ্ধতি

عن عائشة ام المؤمنين (رض) أت الحارث بن هشام سأل رسول الله فقال يارسول الله كيف يأتيك الوحى فقال رسول الله احيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو اشده على فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال واحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعى مايقول قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হারিছ ইবন হিশাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার নিকট ওহী কীভাবে আসে? রাসূল (স.) বললেন, কোন কোন সময় ঘণ্টা ধ্বনির ন্যায় আসে। আর এটিই আমার উপর সর্বাধিক কষ্টদায়ক হয়। তা সমাপ্ত হতেই ফিরিশতা যা বলেন আমি তা মুখস্ত করি। আবার কখনো ফিরিশতা মানবাকৃতিতে আমার সাথে কথা বলেন। তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্থ করি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, প্রচণ্ড শীতের দিনে ওহী অবতরণরত অবস্থায় আমি তাঁকে দেখেছি। ওহী অবতরণ শেষ হলেই তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ত।[১]

ঈমান বিষয়ক

আমালে সালেহের ক্ষেত্রে রাসূল (স) ছিলেন উম্মতের জন্য মডেল স্বরূপ। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রাপ্ত হওয়ার পরও কোন আমল বাদ দেননি। উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্যই তিনি এমনটি করেছেন। হযরত আয়েশা (র) থেকে নিম্নোক্ত হাদীসটি তারই প্রমাণ বহন করে।

عن عائشة (رض) قالت كان رسول الله اذا امرهم امر هم من الاعمال بما يطيقون قالوا انا لسنا كهيأتك يارسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب فى وجهه ثم يقول إن اتقكم واعلمكم بالله انا ـ

১. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) সাহাবায়ে কেরামকে যখন কোন কাজের নির্দেশ দিতেন তখন তাদের সামর্থ অনুযায়ীই নির্দেশ দিতেন। একবার তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরাতো আর আপনার মত নই। আল্লাহ তায়ালা আপনার পূর্বাপর সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। একথা শুনে তিনি রাগ করলেন। এমনকি তাঁর চেহারা মুবারকে রাগের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছিল। এরপর তিনি বললেন, তোমাদের চাইতে মহান আল্লাহকে আমিই অধিক ভয় করি ও বেশী জানি।[২]

স্বল্প হলেও নিয়মিত কোন আমল করাটা আল্লাহর পছন্দনীয়

عن عائشة (رض) أن النبى (ص) دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها قال مه، عليكم بما تطيقون فوالله لايمل الله حتى تملوا وكان احب الدين اليه ما داوم صاحبه ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স.) একবার তাঁর নিকট আসেন। তাঁর নিকট তখন একজন মহিলা ছিলেন। রাসূল (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে? আয়েশা (রাঃ) উত্তর দিলেন, অমুক, এ বলে তিনি তাঁর (প্রচুর) নামাযের কথা উল্লেখ করতে লাগলেন। রাসূল (স.) বললেন, থাম, তোমরা যতটুকু সামর্থ রাখো ততটুকু আমলই তোমাদের করা উচিত। আল্লাহর কসম। মহান আল্লাহ ততক্ষন পর্যন্ত (ছওয়াব দিতে) বিরত থাকেন না যতক্ষন না তোমরা নিজেরা ক্লান্ত হয়ে পড়। মহান আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল হলো আমলকারী যা নিয়মিত করে।[৩]

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

পবিত্রতা ঈমানের অংশ বিশেষ। পবিত্র হাদীসে কিতাবুত তাহারাতের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো নিম্নে উল্লিখ করা হলো–

পেশাব পায়খানার শিষ্টাচার

عن عائشة (رض) قالت كانت يد رسول الله (ص) اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذى ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ডান হাত ছিল পবিত্রতা ও আহারের জন্য। আর বাম হাত ছিল প্রস্রাব পায়খানা ও অন্যান্য অপবিত্র কাজের জন্য।[৪]

عن عائشه (رض) قالت كان النبى (ص) يعجبه التيمن فى تنعله وترجله وطهوره فى شانه كله ـ

২. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১।
৩. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭।
৪. সুনান আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল (স.) জুতা পায়ে দেয়া, মাথা আচড়ানো, পবিত্রতা অর্জন (এবং এধরনের) সকল বিষয়ে ডান দিক থেকে আরম্ভ করাটাকে পছন্দ করতেন।[৫]

পেশাব-পায়খানায় ঢিলা ব্যবহার করা

عن عاشتة (رض) قالت إن رسول الله (صـ) قال اذا ذهب احدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلثه احجار يستطيب بهن فانها تجزى عنه ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন পায়খানা করতে যায় তখন সে যেন তিনটি ঢিলা সাথে নিয়ে যায় যাদ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন করবে। ইহা তার জন্য যথেষ্ট হবে।[৬]

মলমুত্র ত্যাগ করে বের হাওয়ার পর দুআ

عن عائشة (رض) قالت كان النبى (صـ) إذا خرج من الخلاء قال غفرانك ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত নবী করীম (স.) যখন পায়খানা থেকে বের হতেন তখন বলতেন غفر انك - হে আল্লাহ তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।[৭]

দাঁড়িয়ে পেশাব করা নিষিদ্ধ

عن عائشة (رض) من حدثكم أن النبى (صـ) كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان بيول الا قائما ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে বলে হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) দাড়িয়ে পেশাব করতেন তোমরা তার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করো না। তিনি বসেই পেশাব করতেন।[৮]

মিসওয়াক করা

عن عائشة (رض) قالت قال رسول الله (صـ) عشرمن الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانه وانتقاص الماء يعنى الاستنجاء بالماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضه ـ

৫. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮ – ২৯।
৬. সুনান আবু দাউদ, ১ম খণ্ড পৃ. ৬।
৭. জামে' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭।
৮. জামি আত তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (স.) বলেছেন, দশটি বিষয় স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। গোফ খাট করা, দাড়ি লম্বা করা, মেসওয়াক করা, পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধৌত করা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা, গুপ্তাঙ্গের লোম কাটা, ইস্তে া করা, বর্ণনাকারী মুসআব (রাঃ) বলেন, দশমটি আমি ভুলে গেছি। সম্ভবত তা কুলি করা হবে।[৯]

عن عائشة (رض) قالت ان النبى (ص) لايرقد من ليل ولا نهار فيشيقظ الايتسوك قبل أن يتوضأ ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল (স.) রাতে কিংবা দিনে যখনই ঘুমাতেন অতঃপর জাগ্রত হতেন তখনই তিনি অজুর পূর্বে মিসওয়াক করতেন।[১০]

عن عائشه (رض) قالت كان نبى الله (ص) يستاك فيعطينى السواك لاغسله فابدأ به فاستاك ثم اغسله وادفعه اليه ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল (স.) মিসওয়াক করতেন তা ধৌত করার জন্য আমাকে দিতেন। আমি প্রথমে তা দ্বারা মিসওয়াক করতাম। অতঃপর ধৌত করে তাঁকে দিতাম।[১১]

عن عائشة (رض) قالت كان رسول الله ص بستن وعنده رجلان احدهما اكبر من الاخر فاوصى اليه فى فضل السواك أن كبر اعط السواك اكبر هما ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) মিসওয়াক করতেছিলেন তখন তাঁর নিকট দুজন লোক ছিলেন। যাদের একজন অপরজন হতে বড়। তখন তাঁর প্রতি মিসওয়াকের ফযীলত সম্পর্কে এ বলে ওহী এলো যে মিসওয়াকটি বড় ব্যক্তিকেই দিন।[১২]

عن عائشة (رض) عن النبى (ص) قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত নবী করীম (স.) ইরশাদ করেছেন। মিসওয়াক হচ্ছে মুখ পরিষ্কারকারী এবং মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উপায়।[১৩]

৯. সুনান আবু দাউদ, ১ম খং, পৃ. ৮।
১০. সুনান আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮।
১১. সুনান আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭ - ৮।
১২. সুনান আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭।
১৩. সুনান আন-নাসায়ী, ১ম খণ্ড পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

স্বপ্নদোষে গোসল

عن عائشة (رض) قالت سئل النبى عن الرجل يجد البلل ولايذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولم يجد بللا قال لا غسل عليه قالت ام سلمة يارسول الله هل على المرأ لترى ذالك غسل قال نعم إن النساء شقائق الرجال ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত রাসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন পুরুষ (ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে) বীর্যের আর্দ্রতা পায় অথচ স্বপ্ন দোষের কথা তার মনে পড়ে না। সে কি করবে? তিনি বললেন, সে গোসল করবে। আবার কোন পুরুষের স্বপ্নদোষ হয়েছে বলে মনে হয় অথচ সে বীর্যের আর্দ্রতা পায়না? (সেকি করবে?) তিনি বললেন, তার উপর গোসল ফরয নয়। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, কোন স্ত্রী এরূপ দেখলে তার উপরও কি গোসল ফরয হবে? হযরত রাসূল (স.) বললেন, হ্যাঁ, মহিলারাতো পুরুষের ন্যায়।[১৪]

عن عائشة (رض) قالت اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته انا ورسول الله ص فاغتسلنا ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স.) ইরশাদ করেন, যখন পুরুষের খতনা (গুপ্তাঙ্গ) স্ত্রীর খতনার স্থলে প্রবেশ করবে তখন উভয়ের উপরই গোসল ফরয হয়ে যাবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি ও রাসূল (স.) এমন করেছি। অতঃপর আমরা উভয়ে গোসল করেছি।[১৫]

عن عائشة (رض) قالت كان رسول الله يغتسل ويصلى الركعتين وصلواة الغداة ولااراه يحدث وضؤ بعد الغسل ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) গোসল করে ফজরের পূর্বের দুরাকাত সুন্নাত ও ফজরের ফরয নামায আদায় করতেন। তিনি গোসলের পর অজু করতেন না।[১৬]

عن عائشة (رض) انها حدثته أن النبى (ص) كان يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعه ومن الحجامة ومن غسل الميت ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত রাসূল (স.) চার কারণে গোসল করতেন। নাপাকীর কারণে, জুমার দিন, সিঙ্গা নেয়ার কারণে এবং মৃতকে গোসল করানোর কারণে।[১৭]

১৪. জামে' আত-তিরমিযী ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১।
১৫. জামে' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০।
১৬. সুনান আবু দাউদ, ১ম খণ্ড পৃ. ৩৩।
১৭. সুনান আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

জানাবাতের অবস্থায় কাজকর্ম করা

عن عائشة (رض) قالت كان النبى (ص) اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلوة ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল জানাবাতের অবস্থায় ঘুমাতে চাইলে লজ্জাস্থান ধৌত করতেন এবং নামাযের অজুর মতই অজু করতেন। (অতঃপর ঘুমাতেন)[১৮]

عن جسره بنت دجلة قالت سمعت عائشة (رض) تقول جاء رسول الله (ص) ووجوه بيوت اصحابه شارعة فى المسجد ففال وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبى (ص) ولم يصنع القوم شيئا رجاء ان تنزل فيهم رخصة فخرج اليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فانى لا احل المسجد لحائض ولاجنب ـ

হযরত জাসরা বিনতে দাজলা থেকে বর্ণিত। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত রাসূল (স.) এসে তার সাহাবায়ে কেরামের ঘরসমূহের দরজা মসজিদমুখী পেলেন। তখন তিনি বললেন, এসকল ঘরের দরজা মসজিদ থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দাও অতঃপর আরেকবার রাসূল (স.) মসজিদে প্রবেশ করলেন অথচ তখনো সাহাবায়ে কেরাম কিছুই করেননি। এব্যাপারে তাদের ক্ষেত্রে কোন অনুমতির বিধান আসবে এ আশায়। এরপর পরবর্তীতে তিনি তাদের প্রতি বেরিয়ে এসে বললেন। এসকল ঘরের দরজাগুলো মসজিদ থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দাও, কারণ আমি ঋতুবতী নারী ও অপবিত্র ব্যক্তির জন্য মসজিদকে হালাল সাব্যস্ত করিনা।[১৯]

عن عائشة (رض) قالت قال لى رسول الله ص ناولينى الخمرة من المسجد قلت انى حائض فقال رسول الله ص أن حيضتك ليست فى يدك ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত রাসূল (স.) আমাকে বললেন, মসজিদ থেকে আমাকে মাদুরটি এনে দাও। আমি বললাম, আমি তো ঋতুবতী। তিনি বললেন, তোমার ঋতুস্রাব তো আর তোমার হাতে নয়।[২০]

عن عائشة (رض) قالت كنت اذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله ص ولم ندن منه حتى نطهر ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন ঋতুবতী হতাম তখন বিছানা হতে মাদুরে নেমে আসতাম। তখন আমরা হযরত রাসূল (স.)-এর নিকটবর্তী হতাম না, পবিত্র না হাওয়া পর্যন্ত।[২১]

---

১৮. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩।
১৯. সুনান আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০।
২০. সুনান আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫।
২১. সুনান আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

عن عائشة (رض) قالت كنت انا ورسول الله (ص) نبيت فى الشعار الواحد وانا حائض طامث فان اصابه من شئ غسل مكانه لم يعده ثم يصلى فيه وإن اصاب تعنى ثوبه منه شئ غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ঋতুশ্রাব অবস্থায় আমি ও হযরত রাসূল (স.) একই পোশাকে রাত যাপন করতাম। যদি তার সাথে আমার ঋতুস্রাবের কিছু লাগত তাহলে শরীরের সেস্থানটি ধুয়ে নিতেন। এর বেশী কিছু করতেন না। অতঃপর নামায আদায় করতেন। যদি তার কাপড়ে ঋতুস্রাবের কিছু লেগে যেত তাহলে সেস্থান ধুয়ে নিতেন, এর বেশী কিছু করতেন না। অতঃপর নামায আদায় করতেন।[২২]

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে নারীদের বাড়ির বাইরে যাওয়া

عن عائشة (رض) أن ازواج النبى (ص) كن يخرجن بالليل اذا تبرزن الى المناصع وهى افيح وكان عمر (رض) يقول للنبى احجب نسائك فلم يك رسول الله ص يفعل فخرجت سودة بنت زمعه زوج النبى (ص) ليلة من الليالى عشاء وكانت امرآة طويلة فناد ها عمر (رض) الا قد عرفناك ياسودة حرصا على ان ينزل الحجاب فانزل الله الحجاب ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত নবী করীম (স.) এর স্ত্রীগণ রাতের বেলায় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে খোলা ময়দানে যেতেন। আর হযরত উমর (রাঃ) নবী করীম (স.)-কে বলতেন, আপনার সহধর্মিণীগণকে পর্দায় রাখুন। কিন্তু হযরত রাসূল (স.) তা করেননি। একরাতে এশার নামাযের সময় রাসূল (স.)-এর স্ত্রী হযরত সাওদা বিন যোমআ (রাঃ) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঘর থেকে বের হলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘ কায়া। হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে ডেকে বললেন, হে সাওদা! আমি কিন্তু আপনাকে চিনে ফেলেছি। পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার আগ্রহে তিনি একথা বললেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা পর্দার বিধান অবতীর্ণ করলেন।[২৩]

عن عائشة (رض) عن النبى (ص) قال قد اذن لكن أن تخرجن فى جاجتكن قال هشام يعنى إالى البراز ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) নবী করীম (স.) থেকে বর্ণনা করেন, তোমাদেরকে প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হল। হিশাম বলেন (প্রয়োজনে) অর্থাৎ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে।[২৪]

২২. প্রাগুক্ত পৃ. ৩৫।
২৩. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬।
২৪. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ডান দিকে থেকে অযূ গোসল শুরু করা

عن عائشة (رض) قالت كان النبى (ص) يعجبه التيمن فى تنعله وترجله وطهوره فى شانه كله ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত রাসূল (স.) জুতা পায়ে দেয়া, মাথা আচড়ানো, পবিত্রতা অর্জন (অযু গোসল) ইত্যাদি এধরনের সকল কাজেই ডান দিক আরম্ভ করতে পছন্দ করতেন।[২৫]

কাপড়ে শিশুর প্রশ্রাব লাগলে তা ধৌত করা

عن عائشة ام المؤمنين (رض) انها قالت اتى رسول الله بصبى فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত রাসূল (স.)-এর নিকট একটি শিশুকে নিয়ে আসা হলো। শিশুটি হযরত রাসূল (স.)-এর কাপড়ে পেশাব করেদিল। রাসূল (স.) পানি আনিয়ে কাপড়ের সেস্থানে (যেথায় প্রশ্রাব লেগেছে) পানি ভাসিয়ে দিলেন।[২৬]

অপবিত্র কাপড় ধোয়ার পর শুকানোর পূর্বেই তা পরে নামায আদায় করা

عن عائشة (رض) قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله ص فيخرج الى الصلوة وإن يقع الماء فى ثوبه ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত নবী করীম (স.)-এর কাপড় থেকে নাপাকীর চিহ্ন ধুয়ে দিতাম এবং ক পড়ের ভিজা চিহ্ন নিয়েই তিনি নামাযের জন্য বেরিয়ে যেতেন।[২৭]

গোসলের পূর্বে অযূ করা

عن عائشة (رض) زوج النبى ص أن النبى كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلوة ثم يدخل اصابعه فى الماء فيخلل بها اصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلث غرف بيده ثم يفيض الماء على جلده كله ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) ফরয গোসলের ক্ষেত্রে প্রথমে দু'হাত ধৌত করতেন। তারপর নামাজের অযুর মতই অযূ করতেন। তারপর পানিতে হাত ভিজিয়ে তা দ্বারা চুলের গোড়া খেলাল করতেন। অতঃপর তিন কোশ পানি মাথায় ঢালতেন। অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালতেন।[২৮]

---

২৫. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮ – ২৯।
২৬. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫।
২৭. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬।
২৮. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী স্ত্রী একসাথে গোসল করা

عن عائشة (رض) قالت كنت اغسل انا والنبى (ص) من اناء واحد من قدح يقال له الفرق -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও হযরত নবী করীম (স.) একই পাত্র (কাদাহ) থেকে (পানি নিয়ে) গোসল করতাম। সেই পাত্রকে ফারাক বলা হতো।[২৯]

عن عائشة (رض) قالت كان النبى (ص) اذا اغتسل من الجنابة دعا بشى نحو الحلاب فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على وسط رأسه -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (স.) জানাবাতের (ফরয) গোসল করতেন হিলাবের (উঠনীর দুধ দোহনের পাত্র) অনুরূপ পাত্র চেয়ে নিতেন। তারপর এক আঁজলা পানি নিয়ে প্রথমে মাথার ডান পাশে এবং পরে বাম পাশে ধুয়ে ফেলতেন। দু হাতে মাথার মাঝখানে পানি ঢালতেন।[৩০]

নাপাকী না থাকলে হাত না ধুয়েও পাত্রে প্রবেশ করানো যায়

عن عائشة (رض) قالت كان رسول الله (ص) اذ اغتسل من الجنابه غسل يده -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল (স.) যখন জানাবাতের ফরয গোসল করতেন তখন (পাত্রে হাত ঢুকানোর পূর্বে) হাত ধৌত করতেন।[৩১]

সুগন্ধির চিহ্ন বা ঘ্রান গোসলের পরও বাকী থাকলে তাতে কোন আপত্তি নেই

عن عائشة (رض) قالت كانى انظر الى وبيص الطيب فى مفرق النبى (ص) ومحرم -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহরাম অবস্থায় হযরত রাসূল (স.)-এর মাথার সিথিতে সুগন্ধির উজ্জ্বলতা এখনো যেন আমার নয়নে ভাসে।[৩২]

عن عائشة (رض) قالت انا طيبت رسول الله (ص) ثم طاف فى نسائه ثم اصبح محرما -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত রাসূল (স.)-কে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি। এরপর তিনি তার স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করেন। অতঃপর (ফরয গোসল সেরে) তিনি মুহরিম হয়ে যান।[৩৩]

---

২৯. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯।
৩০. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯-৪০।
৩১. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০।
৩২. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১।
৩৩. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

গোসলের ক্ষেত্রে প্রথমে মাথার ডান পার্শ্ব ধৌত করা

عن عائشة (رض) قالت كنا اذا اصاب احدانا جنابة اخذت بيديها ثلثا فوق رأس تأخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر -

হযরত আয়েশ (রাঃ) বলেন, আমরা ফরয গোসল করতে তিনবার মাথায় পানি ঢালতাম। অতঃপর ডান হাত দ্বারা মাথার ডান পার্শ্ব এবং এরপর বাম হাত দ্বারা মাথার বাম পার্শ্ব ধৌত করতাম।[৩৪]

ঋতুবতী স্ত্রী স্বামীর মাথা ধোয়া ও আচড়ানো

عن عائشة قالت كنت ارجل رأس رسول الله (صـ) وانا حائض -

হযতর আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় হযরত রাসূল (স.) এর মাথা আঁচড়ে দিতাম।[৩৫]

عن عائشة (رض) أن النبى (صـ) كان يتكى فى حجرى وانا حائض ثم يقرأ القران -

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় হযরত রাসূল (স.)- আমার কোলে হেলান দিয়ে পবিত্র কুরআন তিলাওত করতেন।[৩৬]

ঋতুবতী নারীর সাথে ঘুমানো

عن عائشة (رض) قالت كنت اغتسل انا والنبى (صـ) من اناء واحد وكلانا جنب وكان يأمرنى فاترز فيباشرنى وانا حائض وكان يخرج رأسه الى وهو معتكف فا غسله وأنا حائض -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও হযরত নবী করীম (স.) নাপাকী অবস্থায় একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে আমি ইযার পরে নিতাম। আমার হায়েয অবস্থায় তিনি আমার সাথে মিলিত হয়ে শয়ন করতেন। তাছাড়া তিনি এ'তেকাফ অবস্থায় মাথা বের করে দিতেন। আমি হায়েয অবস্থায় মাথা ধুয়ে দিতাম।[৩৭]

---

৩৪. সহীহ আল-বুখারী ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১ - ৪২।
৩৫. সহীহ আল-বুখারী ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩।
৩৬. সহীহ আল-বুখারী ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩ - ৪৩।
৩৭. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

عن عائشة (رض) قالت كانت احدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلى فيه ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কারো হায়েয হলে পাক হওয়ার পর রক্ত ঘষে কাপড় পানি দিয়ে ধুয়ে সেই কাপড়ে তিনি নামায আদায় করতেন।[৩৮]

এস্তেহাযা অবস্থায় এ'তেকাফ

عن عائشة (رض) ان النبى (ص) اعتكف معه بعض نسائه وهى مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عاشئة رأت ماء العصفر فقالت كان هذا شئ وكانت فلانة تجده ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত নবী করীম (স.)-এর সাথে তাঁর কোন এক স্ত্রী ইস্তেহাযা অবস্থায় ইতিকাফ করেন। তিনি রক্ত দেখাতেন। এবং স্রাবের কারণে প্রায়ই তাঁর নীচে একটি পাত্র রাখতেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) হলুদ বর্ণের পানি দেখে বলেছেন, এ যেন রাসূলের অমুক স্ত্রীর ইস্তিহাযার রক্ত।[৩৯]

ঋতুবতী অবস্থায় পরিহিত কাপড় পরে নামায পড়া

عن عائشة (رض) ماكان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا اصابه شى من دم قالت بريقها فمصعته ظفرها ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হযরত রাসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় আর্থিক দৈন্য দশার কারণে) আমাদের কারো তো কেবল একটি মাত্র কাপড়ই থাকত। সে কাপড় পরিহিত অবস্থায়ই তার ঋতুস্রাব হতো। ফলে কাপড়ে ঋতুস্রাবের রক্ত লাগলে থুথুর সাহায্যে নখ দ্বারা ঘষে তা পরিষ্কার করত।[৪০]

হায়েয থেকে পবিত্রতার গোসলে সুগন্ধি ব্যবহার

عن عائشة (رض) ان امرأة سألت النبى عن غسلها من المحيض فامرها كيف تغتسل قال خذى فرصه من مسك فتطهرى بها قالت كيف اتطهر بها قال تطهرى بها قالت كيف قال سبحان الله تطهرى فاجذبتها الى فقلت فتتبعى بها اثر الدم ـ

৩৮. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খং, পৃ. ৪৪-৪৫।
৩৯. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খং, পৃ. ৪৫।
৪০. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খং, পৃ. ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন মহিলা হযরত রাসূল (স.)-কে হায়েযের গোসলের নিয়ম জিজ্ঞাসা করল। কিভাবে গোসল করতে হবে তিনি বললেন, মিশক (সুগন্ধি) যুক্ত কাপড়ের টুকরা নিয়ে (বা তুলার টুকরা) পবিত্রতা অর্জন করবে। (রাসূল (স.) লজ্জাবশতঃ বিষয়টি পরিপূর্ণ খুলে বলছিলেন না আবার মহিলাও বিষয়টি বুঝতে পারছিলনা। তাই মহিলা বলল, কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? হযরত রাসূল (স) আবার বললেন, তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। মহিলা পুনরায় বলল, কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? রাসূল (স.) বললেন, সুবহানাল্লাহ! পবিত্রতা অর্জন করবে। (হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন,) আমি তাকে আমার দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে বললাম, ঋতুস্রাবের চিহ্নসমূহ খুজে খুজে সুগন্ধিযুক্ত সেই তুলা বা কাপড় দ্বারা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করবে।[৪১]

ঋতুবর্তী অবস্থায় কাযা নামায পরে আদায় করতে হবে না

عن معاذة ان امرأه قالت لعائشة (رض) اتجزءى احدانا صلاتها اذا طهرت فقالت احرورية انت؟ قد كنا نحيض مع النبى (صـ) فلا يأمرنا به اوقالت فلا نفعل ـ

জনৈকা মহিলা হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করল, ঋতুবতী অবস্থায় অনাদায়ী নামায পরবর্তীতে পাক হওয়ার পর কাযা করলে চলবে? হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, তুমি কি হারুরিয়াহ? (খারেজী ফেরকার লোক?) হযরত রাসূল (স.)-এর বর্তমানে আমরাতো ঋতবর্তী হতাম। তিনি তো আমাদেরকে তখনকার নামায পরে কাযা করার নির্দেশ দিতেন না।[৪২]

عن عائشة (رض) قالت قال النبى (صـ) اذا اقبلت الحيضة فدعى الصلوة واذا ادبرت فاغسلى عنك الدم وصلى ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হায়েযের সময় হলে নামায ত্যাগ করবে এবং সে সময় চলে গেলে গোসল করে নামাজ পড়বে।[৪৩]

তায়াম্মুমের সূচন

عن عائشة (رض) زوج النبى (صـ) قالت خرجنا مع رسول الله (صـ) فى بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء اوبذات الجيش انقطع عقد لى فاقام رسول الله (صـ) على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء فاتى الناس الى ابى بكر (رض) الصديق فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة اقامت برسول الله (صـ) والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبنى ابو بكر (رض) وقال ما شاء الله ان

৪১. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬।
৪২. সহীহ আল-বুখারী ১ম খণ্ড পৃ. ৪৮।
৪৩. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

يقول وجعل يطعننى بيده فى خاصرتى فلا يمنعنى من التحرك الامكان رسول الله على فخذى فقام رسول الله حين اصبح على غير ماء فانزل الله عز وجل اية التيمم فقال اسيد بن حضير ما هى باول بركتكم ياال ابى بكر قالت فبعثنا البعير الذى كنت عليه فاصبنا العقد تحته ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (স.)-এর সঙ্গে কোন এক (জিহাদের) সফরে গিয়েছিলাম। পথিমধ্যে বায়দা বা যাতুল জায়শ নামক স্থানে পৌছার পর আমার গলার হারটি ছিড়ে পড়ে যায়। হারটির অনুসন্ধানে হযরত রাসূল (স.) ও অপরাপর লোক জন সেখানে অবস্থান করেন। সেখানে পানির কোন ব্যবস্থা ছিলনা। লোকজন হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রাঃ) নিকট গিয়ে (অভিযোগ করে) বলল, আপনি কি দেখছেন না যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) কি কান্ড না ঘটিয়েছেন। হযরত রাসূল (স.) ও অপরাপর লোকজনকে এমন স্থানে অবস্থান করিয়ে রেখেছেন সেখানে কোন পানি নেই এবং তাদের সাথেও কোন পানি নেই। হযরত আবু বকর (রাঃ) আমার নিকট এসে আমাকে তিরস্কার করলেন। আল্লাহর যা ইচ্ছা হল তা বললেন। তিনি আমার কোমরে আঘাত করলেন। আমার উরুর উপর হযরত নবী করীম (স.)-এর মাথা থাকায় আমি নড়তে পারছিলাম না। হযরত রাসূল (স.) ভোরে উঠলেন কিন্তু পানি ছিলনা। তখন মহান আল্লাহ তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করলেন। উসয়াদ ইবন হুযায়র বললেন, হে আবু বকরের পরিবার বর্গ! এটা কিন্তু আপনাদের প্রথম বরকত নয়। তারপর আমি যে উটে ছিলাম তাকে দাঁড় করালে দেখি কি আমার হারটি তার নিচে পড়ে আছে।[৪৪]

নারীর নামাযের পোশাক

عن عائشة (رض) قالت لقد كان رسول الله (ص) يصلى الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات فى مروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن مايعرفن احد ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) ফজরের নামায আদায় করতেন। মুমিন নারীগণ প্রশস্ত চাদরাবৃত হয়ে তাঁর সাথে জামাতে শরীক হতেন। নামাযান্তে তারা যখন বাড়ি ফিরে যেতেন তখন (চাদরাবৃত থাকার কারণে) তাঁদের কেউ চিনতে পারত না।[৪৫]

৪৪. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮।
৪৫. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

কারুকার্যপূর্ণ, পোষাক নামাযের মনোযোগে বিঘ্ন ঘটায়

عن عائشة (رض) أن النبى (ص) صلى فى خميصه لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتى هذه ألى ابى جهم وأتونى بانبجانية ابى جهم فانها الهتنى انفا عن صلواتى وقال هشام عن ابيه قالت عائشه (رض) قال النبى كنت انظر الى علمها وانا فى الصلواة فاخاف أن يفتننى -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল করীম (স.) একটি ডোরাওয়ালা চাদর পরে নামায আদায় করছিলেন। নামাযে তিনি চাদরের ডোরাগুলোর প্রতি একবার তাকালেন। নামায শেষে তিনি বললেন। আমার চাদরটি আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং এর পরিবর্তে তার এবরঙের মোটা পশমী চাদরটি নিয়ে এসো। কারণ, এই মাত্র এই চাদরটি আমাকে নামাযের ধ্যানমগ্নতা থেকে গাফেল করে ফেলেছে। হিশাম তার পিতা থেকে বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (স.) বলেছেন আমি নামাযে এই চাদরটির ডোরাগুলোর দিকে তাকাচ্ছিলাম। আমার আশংকা হচ্ছে, ইহা আমাকে ফেত্নায় ফেলে দিবে।[৪৬]

মসজিদে থুতু, কফ পরিষ্কার করা

عن عائشة (رض) ام المؤمنين (رض) أن رسول الله (ص) رأى فى جدار القبلة مخاطا اوبزاقا او نخامة فحكه -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা হযরত রাসূল (স.) মসজিদের পশ্চিমের দেয়ালে থুথু বা কফ দেখতে পেয়ে তা ঘষে পরিষ্কার করলেন।[৪৭]

গোরস্তানে নামায আদায় করা

عن عائشة (رض) أن ام سلمة ذكرت لرسول الله (ص) كنيسه رأتها بارض الحبشة يقال لها ماريه فذكرت له ما رأت فيها من الصور فقال رسول الله (ص) اولئك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح اوالرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا او صورا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উম্মে সালমা (রাঃ) হযরত রাসূল (স.)-এর নিকট তাঁর হাবশায় দেখা মারিয়া নামক একটি গীর্জার কথা আলোচনা করলেন। তিনি সেখানে যেসব প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন সেগুলোর বর্ণনা দিলেন। তখন হযরত রাসূল (স.) বললেন, এরা এমন সম্প্রদায় যে এদের মধ্যে কোন নেক বান্দা মারা গেলে তার কবরের উপর তারা মসজিদ নির্মাণ করত। আর তাতে ঐসব লোকের প্রতিচ্ছবি স্থাপন করত। এরা আল্লাহ তায়ালার নিকট নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।[৪৮]

---

৪৬. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪।
৪৭. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮।
৪৮. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

عن عائشة (رض) وعبد الله بن عباس (رض) قالا لما نزل برسول الله (ص) طفق يطرح خميصه له على وجهه فاذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذالك لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذواقبور انبياءهم مساجد يحذرما صنعوا ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত নবী করীম (স.)-এর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি তার একটা চাদরে নিজের মুখমন্ডল আবৃত করতে লাগলেন। যখন শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হতো তখন মুখ থেকে চাদর সরিয়ে দিতেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, ইহুদী, নাসারাদের প্রতি মহান আল্লাহর অভিশাপ। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। একথা বলে তিনি (নিজ উম্মতকে) তা থেকে সতর্ক করছিলেন।[৪৯]

মহিলাদের মসজিদে ঘুমানো

عن عائشة (رض) أن وليده كانت سوداء لحى من العرب فاعتقوها فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح احمر من سيور قالت فوضعته اووقع منها فمرت به حدياة وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهمونى به قالت قطفقوا يفشونى حتى فتشوا قبلها قالت والله انى لقائمة معهم اذمرت الحدياة فالقته قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذى اتهمتمونى به زعمتم وانا منه بريئه وهو ذا هو قالت فجاءت الى رسول الله (ص) فاسلمت قالت عائشه رض ـ فكانت لها خباء فى المسجد ـ او حفش ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কোন আরব গোত্রের একটা কালো দাসী ছিল। তারা তাকে আযাদ করেছিল। সে তাদের সাথেই থেকে গেল। সে বলেছে যে, তাদের একটি মেয়ে গলায় লাল চামড়ার উপর মূল্যবান পাথর খচিত হার পরে বাইরে গেল। দাসী বলেছে, সে হারটা হয়ত নিজে কোথাও রেখে দিয়েছিল অথবা কোথাও পড়ে গিয়েছিল। তা পড়ে থাকা অবস্থায় একটি চিল গোশতের টুকরা মনে করে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। দাসী বলেছে, তারপর গোত্রের লোকেরা বেশ খোঁজাখুঁজি করতে লাগল কিন্তু তারা তা পেলনা। তখন তারা আমার উপর এর দোষ চাপাল। তারা আমার উপর তল্লাশী শুরু করল। এমনকি তারা আমার লজ্জাস্থানেও তল্লাশী চালাল। আল্লাহর কসম! আমি তাদের সাথে সে অবস্থায় দাড়ানো ছিলাম এমন সময় চিলটি উড়ে যেতে যেতে হারটি ফেলে দিল। তাদের সামনেই তা পড়ল। তখন আমি বললাম, তোমরাতো এর জন্যেই আমার উপর দোষ চাপিয়েছিলে। তোমরা আমাকে সন্দেহ করেছিলে। অথচ আমি এব্যপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ। এই তো সেই হার। তার পর সে হযরত রাসূল (স.)-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, তার জন্য মসজিদে একটি তাঁবু অথবা ছাপড়া করে দেয়া হয়েছিল।[৫০]

---

৪৯. প্রাগুক্ত।

৫০. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২ - ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদে জিহাদের প্রশিক্ষণ

عن عائشة (رض) قالت لقد رأيت رسول الله (ص) يوما على باب حجرتى والحبشة يلعبون فى المسجد ورسول الله (ص) يسترنى بردائه انظر الى لعبهم ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা হযরত রাসূল (স.)-কে আমার দরজায় দাড়ানো দেখলাম। কয়েকজন হাবশী লোক মসজিদে অস্ত্র চালনার খেলা করছিল। হযরত রাসূল (স.) স্বীয় চাদর দ্বারা আমাকে পর্দা করছিলেন। আমি তাদের সে খেলা দেখছিলাম।[৫১]

মসজিদে শরীয়তের বিধান বর্ণনা করা

عن عائشة (رض) قالت انزلت الايات من سورة البقره فى الربوا خرج النبى (ص) الى المسجد فقرأ هن على الناس ثم حرم تجارة الخمر ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, সূরা বাকারার সূদ সম্পর্কিত আয়াত গুলো অবতীর্ণ হলে নবী করীম (স.) মসজিদের উদ্দেশ্যে হুজরা থেকে বেরিয়ে গেলেন। (মসজিদে গিয়ে) লোকদের সামনে আয়াতগুলে পড়ে শোনালেন। এরপর মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ করলেন।[৫২]

রোগীকে মসজিদে আশ্রয় দেয়া

عن عائشة (رض) قالت اصيب سعد يوم الخندق فى الاكحل فضرب النبى (ص) خيمة فى المسجد ليعوده من قريب وفى المسجد خيمة من بنى غفار الا الدم يسيل اليهم فقالوا يا اهل الخيمة ما هذا الذى يأتينا من قبلكم فاذا سعد يغذ و جرحه دما فمات منها ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে হযরত সাদ (রাঃ)-এর হাতের শিরা যখম হয়েছিল। হযরত নবী করীম (স.)-তার জন্য মসজিদে একটি তাঁবু স্থাপন করলেন। যাতে কাছে থেকে তার দেখাশোনা করতে পারেন। মসজিদে বনূ গিফারেরও একটা তাঁবু ছিল। সাদের প্রচুর রক্ত তাদের দিকে প্রবাহিত হওয়ায় তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। হে তাবুঁর লোকেরা! তোমাদের তাঁবু থেকে আমাদের দিকে কি প্রবাহিত হচ্ছে? তখন দেখা গেল, সাদের আঘাত থেকে প্রচুর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, অবশেষে এতেই তাঁর ইনন্তিকাল হল।[৫৩]

৫১. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫।
৫২. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫।
৫৩. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো

عن عروه أن عائشه رضـ قالت اعتم رسول الله (صـ) بالعشاء حتى ناداه عمر (رضـ) الصلوة نام النساء والصبيان فخرج فقال ماينتظرها من اهل الارض احد غيركم قال ولا يصلى يومئذ الا بالمدينة قال وكانوا يصلون فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত রাসূল (স.) এশার নামায আদায়ে অনেক বিলম্ব করলেন। অবশেষে হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে এই বলে ডাকলেন, নারী ও শিশুরাতো ঘুমিয়ে পড়ল। অতঃপর রাসূল (স.) বেরিয়ে গিয়ে বললেন। গোটা পৃথিবীতে এই নামাযের জন্য তোমরা ছাড়া আর কেউই অপেক্ষারত নাই। তখন মদীনা ব্যতীত অন্য কোথাও নামায আদায় করা হতোনা। তারা সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে দৃশ্যমান লাল আভা অদৃশ্য হওয়ার সময় থেকে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এশার নামায আদায় করতেন।[৫৪]

عن عائشة (رضـ) قالت ماصلى رسول الله (صـ) صلواة لوقتها الاخر مرتين حتى قبضه الله ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স.) মৃত্যু পর্যন্ত কোন নামায দুই দিন শেষ ওয়াক্তে আদায় করেন নি।[৫৫]

আযানের জবাব কিভাবে দিতে হবে

عن عائشة (رضـ) أن رسول الله (صـ) كان اذا سمع المؤذن يتشهد قال وانا وانا ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স.) যখন মুয়াজ্জিনকে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলতে শুনতেন তখন তিনি বলতেন, আর আমি আমি।[৫৬]

عن عائشة (رضـ) قالت صلى رسول الله (صـ) فى بيته وهو جالس فصلى ورائه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ـ

৫৪. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০-৮১।
৫৫. জামি' আত-তিরমিযী ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩।
৫৬. সুনান আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স.)- তার বাড়িতে বসে নামায আদায় করলেন। তখন একদল লোক তার পিছনে একতেদা করে দাড়িয়ে নামায আদায় করলেন। তিনি তাদেরকে বসে পড়ার জন্য ইঙ্গিত করলেন। নামাযান্তে তিনি বললেন, ইমাম বানানোই হয় তার অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং ইমাম যখন রুকু করবে তখন তোমরাও রুকু করবে, যখন রুকু থেকে উঠবে তখন তোমরাও উঠবে। আর ইমাম যখন বসে নামায আদায় করবে তখন তোমরাও বসে নামায আদায় করবে।[৫৭]

রাতে সিজদায়ে তেলাওয়াতে পড়ার দুআ

عن عائشة (رض) قالت كان النبى (ص) يقول فى سجود القران بالليل سجد وجهى للذى خلقه شق سمعه وبصره بحوله وقوته ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূল (স.) রাতের বেলায় কুরআন তেলাওয়াতের সিজদায় বলতেন, سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ـ

অর্থাৎ, সেজদা তার জন্য যিনি সৃষ্টি করেছেন, শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি স্থাপন করেছেন।[৫৮]

তাশাহুদের মধ্যে দুআ

عن عائشة (رض) زوج النبى (ص) اخبرته أن رسول الله (ص) كان يدعو فى الصلوة اللهم انى اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم انى اعوذ بك من المأثم والمغرم فقال له قال ماكثر مانستعيذ من المغرم فقال ن الرجل اذا غرم حدث فكذب واذا وعد اخلف ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) নামাযের মধ্যে (সালাম ফিরানোর পূর্বে) দুআ করতেন, হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কবর আযাব হতে। আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি দাজ্জালের ফেতনা হতে। আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জীবন মৃত্যুর পরীক্ষা হতে। হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি গুনাহ ও ঋণের বোঝা হতে। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স.) আপনি বড় বেশী ঋণের বোঝা হতে আশ্রয় চেয়ে থাকেন। (এর কারণ কি?) রাসূল (স.) বললেন, কেউ যখন ঋণী হয়ে পড়ে তখন কথা বললে মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করে।[৫৯]

---

৫৭. সুনান আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৯।

৫৮. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮০।

৫৯. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫; সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৭।

Dhaka University Institutional Repository

নামাযের পর দুআ

عن عائشة (رض) قالت كان النبى (ص) اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) সালাম ফিরানোর পর এই দুআটি পড়া পরিমাণ সময়ের অধিক সময় বসতেন না। اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام ـ হে আল্লাহ তুমি শান্তি এবং তোমার থেকেই শান্তি, হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী তুমি বরকতময়।[৬০]

নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক তাকানো

عن عائشة (رض) قالت سألت رسول الله (ص) عن الالتفات فى الصلواة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত রাসূল (স.)-কে নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তর দিলেন এটা হচ্ছে, শয়তানের ছোঁ মারা। শয়তান ছোঁ মেরে বান্দার নামাযের কিছু অংশ নিয়ে যায়।[৬১]

عن عائشة (رض) قالت جئت ورسول الله (ص) يصلى فى البيت والباب عليه مغلق فمشى حتى فتح لى ثم رجع الى مكانه ووصف الباب فى القبلة ـ

হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আসলাম, রাসূল (স.) তখন ঘরে (নফল) নামায আদায় করছিলেন। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। তিনি সামনের দিকে কিছু হেঁটে এসে আমাকে দরজা খুলে দিলেন। এরপর আবার স্বস্থানে ফিরে গেলেন।[৬২]

ঋতুবতী সাবালেগা মেয়েকে উড়না পরে নামায আদায় করতে হবে

عن عائشة (رض) قالت قال رسول الله (ص) لا تقبل صلواة الحائض الا بخمار ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, উড়না ব্যবহার করা ছাড়া ঋতুবতী মেয়ের নামায কবূল হয় না।[৬৩]

---

৬০. সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৮।
৬১. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৪; জামে' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩০।
৬২. জামি' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩১।
৬৩. জামি' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

عن عائشة (رض) قال رسول الله (صـ) ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স.) ইরশাদ করেন। কাতারের ডান দিকের প্রতি আল্লাহ তায়ালা রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ দু আ করেন।[৬৪]

عن عائشة (رض) قالت قال رسول الله (صـ) لايزال قوم يتأخرون عن الصف الاول حتى يؤخرهم الله فى لنار ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) ইরশাদ করেন একদল লোক সর্বদা প্রথম কাতার থেকে পিছনে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পিছাইতে পিছাইতে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।[৬৫]

ফযরের পূর্বের সুন্নাতের গুরুত্ব

সুন্নাত নামাযসমূহের মধ্যে ফযরের পূর্বের দুরাকাত সুন্নাতই সর্বাধিক গুরুত্ব ও ফযীলতপূর্ণ। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত হয়। এসম্পর্কে হযরত আয়েশা বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসও তাই প্রমাণ করে।

عن عائشة (رض) قالت لم يكن النبى (صـ) على شئ من النوافل اشد منه تعاهدا عن ركعتى الفجر ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স.) কোন নফল নামাযকে ফযরের দু'রাকাত সুন্নাতের মত এত অধিক গুরুত্ব দিতেন না।[৬৬]

عن عائشة (رض) قالت صلى النبى (صـ) العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتيه جالسا وركعتين بعد النداءين ولم يكن يدعهما ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স.) এশার নামায আদায় করলেন। এরপর আট রাকাত নামায আদায় করলেন এবং বসে আরো দু'রাকাত আদায় করলেন। আর দু'রাকাত নামায আদায় করেন (ফযরের) আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে। এ দুরাকাত তিনি কখনো ত্যাগ করতেন না।[৬৭]

মাগরিবের পরে নফল নামায

عن عائشة (رض) عن النبى (صـ) قال من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتا فى الجنة ـ

৬৪. সুনান আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৮।
৬৫. সুনান আবু দাউদ ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯।
৬৬. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬।
৬৭. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত নবী করীম (স.) থেকে বর্ণনা করেন। যে ব্যক্তি মাগরিবের পর বিশ রাকাত নামায আদায় করবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।[৬৮]

আসরের পরে নামায আদায় করা

عن عائشة (رض) ابن اختى ماترك النبى (ص) لسجدتين بعد العصر عند ى قط ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি (হযরত উরওয়াকে) বললেন, ভাগিনা! নবী করীম (স.) আমার নিকট আসরের দু'রাকাত নামায কখনো ত্যাগ করেননি।[৬৯]

عن عائشة (رض) قالت ركعتان لم يكن رسول الله (ص) يد معها سرا ولا علانية ركعتان قبل صلواه الصبح وركعتان بعد العصر ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে কোন অবস্থাতেই রাসূল (স.) দু'রাকাত নামায ত্যাগ করতেন না। ফজরের পূর্বের দু'রাকাত ও আসরের পরের দু'রাকাত।[৭০]

عن عائشة (رض) قالت ما كان النبى (ص) ياتينى فى يوم بعد العصر الا صلى ركعتين ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) যেদিনই আসরের পর আমার নিকট আসতেন দু'রাকাত নামায আদায় করতেন।[৭১]

তাহাজ্জুদ নামায

নফল নামাযসমূহের মধ্যে তাহাজ্জুদের নামায একটি গুরুত্বপূর্ণ নামায। রাসূল (স.) নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন। আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (স.)-এর রাতের তাহাজ্জুদ নামাযের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। কারণ, রাসূল (স.) তাহাজ্জুদ মসজিদে নয় বরং হুজরাতেই আদায় করতেন। ফলে হযরত আয়েশা (রাঃ)-সহ অন্যান্য আযওয়াজে মুতাহারাতগন তা স্বচক্ষে দেখতেন। হযরত রাসূল (স.)-এর রাতের তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কিত হযরত আয়েশা বর্ণিত কতিপয় হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হল।

عن عائشة (رض) أن رسول (ص) كان يصلى احدى عشر ركعة ـ كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذالك قدرمايقرأ احدكم خمسين اية قبل أن يرفع رأسه فيركع ركعتين قبل صلوه الفجر ثم يضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المنادى للصلوة ـ

৬৮. জামে' আত-তিরমিযী ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৮।
৬৯. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৩।
৭০. প্রাগুক্ত
৭১. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স.) (তাহাজ্জুদ হিসাবে) এগার রাকাত নামায আদায় করতেন। এই নামাযে সিজদা থেকে মাথা উঠানোর পূর্বে কেউ পঞ্চাশ আয়াতে পড়তে পারে এই পরিমাণ সময় একটি সিজদা করতেন। ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। এরপর তার নিকট নামাযের ঘোষক আসা পর্যন্ত ডান পাশে শুইতেন।[৭২]

عن مسروق قال سألت عائشة (رض) عن صلوة رسول الله (صـ) بالليل فقالت سبع وتسع واحدى عشرة ركعة سوى ركعتى الفجر -

হযরত মাসরূক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূল (স.)-এর রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বলেন, ফযরের দুই রাকাত সুন্নাত ব্যতীত কখনো সাত রাকাত, কখনো নয় রাকাত আবার কখনো এগার রাকাত আদায় করতেন।[৭৩]

عن عائشة (رض) قالت كان النبى (صـ) يصلى من الليل ثلث عشر ركعة منها الوتر وركعتا الفجر -

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত রাসূল (স.) রাতে তের রাকাত নামায আদায় করতেন। যার মধ্যে বিতির ও ফযরের দুই রাকাত সুন্নাতও অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৭৪]

عن ابى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه اخبره انه سأل عائشة كيف كانت صلوة رسول الله (صـ) فى رمضان فقالت ما كان رسول الله (صـ) يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة يصلى اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى اربعا فلاتسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلثا قالت عائشة رض فقلت يارسول الله اتنام قبل ان توتر فقال ياعائشه ان عينى صـ تنامان ولا ينام قلبى -

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ আয়েশা (রাঃ) রাসূল (স.) এর রমযানের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রমযান ও রমযান ছাড়া অন্য মাসে কখনোই হযরত রাসূল (স.) (রাতের তাহাজ্জুদ) এগার রাকাতের অধিক নামায আদায় করতেন না। চার রাকাত পড়তেন। সে চার রাকাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আর জিজ্ঞাসা করোনা। এরপর আরো চার রাকাত পড়তেন। সে চার রাকাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কেও আর জিজ্ঞেসা করো না। এরপর তিন রাকাত পড়তেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দেখি বিতির আদায়ের পূর্বেই ঘুমিয়ে যান। রাসূল (স.) উত্তর দিলেন, আমার চোখ দুটিই কেবল ঘুমায়। অন্তর কিন্তু ঘুমায়না।[৭৫]

---

৭২. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫১।
৭৩. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৩।
৭৪. প্রাগুক্ত
৭৫. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

عن الاسود قال سألت عائشة (رض) كيف كان صلوة النبى (ص) بالليل قالت كان ينام اوله ويقوم اخره فيصلى ثم يرجع الى فراشه فاذا اذن المؤذن وثب فان كانت به حاجة اغتسل والا توضأ وخرج -

হযরত আসওয়াদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম রাসূল (স.)-এর রাতের নামায কেমন ছিল? হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, তিনি রাতের প্রারম্ভভাগে ঘুমাতেন এবং শেষভাগে নামায আদায় করতেন। অতঃপর বিছানায় ফিরে আসতেন। যখন মুয়াজ্জিন ফজরের আযান দিত তখন লাফ দিয়ে উঠতেন। প্রয়োজন হলে গোসল করতেন। অন্যথায় অজু করেই মসজিদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যেতেন। [৭৬]

বসে নামায আদায় করা

عن عائشة (رض) قالت مارأيت النبى (ص) يقرأ فى شئ من صلوة الليل جالسا حتى اذا كبر قرأ جالسا فاذا بقى عليه من السورة ثلثون او اربعون اية قام فقرأهن ثم ركع -

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি কখনো রাসূল (স.)-কে রাতের নামাযে বসে বসে কিরাত পড়তে দেখিনি। তবে অবশেষে যখন তিনি বয়বৃদ্ধ হয়ে গেলেন তখন বসে বসে কিরাত পড়তেন। সূরার ৩০ / ৪০ আয়াত বাকী থাকতে দাড়িয়ে যেতেন। দাড়িয়ে সেই ৩০ / ৪০ আয়াত পড়ে রুকু করতেন। [৭৭]

عن عائشة (رض) قالت لما بدن رسول الله (ص) وثقل كان اكثر صلوته جالسا -

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (স.)-এর যখন বয়স হলো এবং তার শরীর ভারী হয়ে গেলে তিনি অধিকাংশ নামাযই বসে বসে পড়তেন। [৭৮]

রাতের নামাযের সুচনা কিভাবে করবে

عن عائشة (رض) قالت كان رسول الله (ص) اذا قام من الليل ليصلى افتتح صلوته بركعتين خفيفتين -

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (স.) রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে উঠতেন তখন সংক্ষিপ্ত দু'রাকাত নামায দ্বারা তা শুরু করতেন। [৭৯]

---

৭৬. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪।
৭৭. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪; সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩।
৭৮. সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫২ - ৫৩।
৭৯. সহীহ মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসফিরীন, বাবু সালাতিন নবী ওয়া দুয়াইহী বিললায়লি, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬২।

Dhaka University Institutional Repository

রাতে জাগ্রত হয়ে পড়ার দুআ

عن عبد الرحمن بن عوف (رض) قال سألت عائشة (رض) ام المؤمنين باى شئ كان نبى الله (ص) يفتتح صلواته اذا قام من الليل قالت كان اذاقام من الليل افتح صلواته اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهاد انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لماختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم ـ

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাতে জেগে নবী করীম (স.) কি দ্বারা নামায শুরু করতেন? হযরত আয়েশা (রাঃ) উত্তর দিলেন, নবী করীম (স.) যখন রাতে জাগ্রত হতেন তখন এই দুআ দ্বারা নামায সূচনা করতেন।

اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهد نى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم ـ

হে আল্লাহ! জিবরাঈল মিকাইল ও ইসরাফীলের প্রভূ! আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা; দৃশ্য অদৃশ্যজ্ঞাত। বান্দারা যে বিষয়ে পরস্পর মতবিরোধ করত তুমিই তাদের মধ্যে সে বিষয়ে মিমাংসা করবে, বান্দারা যে সত্য সম্পর্কে মতবিরোধে লিপ্ত সে সত্য সম্পর্কে তুমি আমাকে পথ প্রদর্শন কর। কেননা তুমি যাকে ইচ্ছা কর সিরাতে মুসতাকীম তথা সরল পথ প্রদর্শন কর। [৮০]

তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় নামায না পড়া

عن عائشة (رض) ان النبى (ص) قال اذا نعس احدكم فى الصلوة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لعلى يذهب يستغفر فيسب نفسه ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত নবী করীম (স.) বলেন, তোমাদের কেউ যখন (নামাযের মধ্যে) তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তখন সে যেন শুয়ে পড়ে যতক্ষণ না তন্দ্রা দূর হয়। কারণ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় যখন কেউ নামায আদায় করবে তখন হয়ত ইস্তেগফার করতে নিজকে গালিও দিতে পারে। [৮১]

৮০. সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩।
৮১. সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

তারাবীর নামায

عن عائشة (رض) ام المؤمنين أن رسول الله (ص) صلى ذات ليلة فى المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثه او الرابعه فلم يخرج اليهم رسول الله (ص) فلما اصبح قال قدرأيت الذى صنعتم ولم يمنعنى من الخروج اليكم الانى خشيت ان يفرض عليكم وذالك فى رمضان ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রমযানে একরাতে হযরত রাসূল (স.) মসজিদে নামায আদায় করলেন। কিছু লোক তার পিছনে একতেদা করে নামায আদায় করলেন। পরদিনও তিনি নামায আদায় করলেন সে রাতে লোক সংখ্যা বেড়ে গেল। তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাতে অনেক লোক সমবেত হলো। রাসূল (স.) বেরিয়ে আসলেন না। সকালে তিনি বললেন, তোমরা যা করেছ তা কিন্তু আমি দেখেছি। তবে এ নামায তোমাদের উপর ফরয হয়ে যেতে পারে এ আশংকাই আমাকে তোমাদের প্রতি বেরিয়ে আসতে বারণ করেছে। [৮২]

শবে বরাতের ফযীলত

عن عائشة (رض) قالت فقدت رسول الله (ص) ليلة فخرجت فاذا هو بالبقيع فقال اكنت تخافين ان يخيف الله عليك ورسوله قلت يارسول لله طننت انك اتيت بعض نسائك فقال ان الله تبارك وتعالى ينزل ليله النصف من شعبان الى سماء الدنيا فيغفر لاكثرمن عدد شعرغنم كلب ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি হযরত রাসূলুল্লাহকে (স.) না পেয়ে ঘর থেকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ তাঁকে বাকী গোরস্থানে গিয়ে পেলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি আশংকা করছ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার উপর কোন অন্যায় করবেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ধারণা হয়েছিল আপনি আপনার অন্য কোন স্ত্রীর নিকট চলে গেছেন। তিনি বললেন, শোন! আল্লাহ তায়ালা মধ্য শাবানের রাতে পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশে নেমে আসেন। অনন্তর বনূ কালব গোত্রের বকরী পালের লোমের সংখ্যার চেয়েও অধিক সংখ্যক লোককে তিনি ক্ষমা করে দেন। [৮৩]

৮২. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫২।
৮৩. জামি' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

সফরের নামায

عن عائشة (رض) قالت الصلواة اول مافرضت ركعتان فاقرت صلواة السفر واتمت صلوة الحضر ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামায সর্বপ্রথম দু রাকাত করেই ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর সফরের নামায কে পূর্বর অবস্থায়ই বহাল রাখা হয়। আর আবাসের নামায পূর্ণ করা হয়। [৮৪]

জুমার দিনে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য

عن عائشة (رض) زوج النبى (ص) قالت كان الناس ينتابون الجمعه من منازلهم والعوالى فيأتون فى الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فاتى رسول الله ص انسان منهم وهو عندى فقال النبى ص لو انكم تطهرتم ليومكم هذا ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, লোকজন তাদের বাড়ী ঘর ও গ্রাম এলাকা থেকে জুমার নামাযের জন্য আসত। তারা ধূলোর মধ্য দিয়ে আসত বলে ধূলিধুসরিত ও ঘর্মাক্ত হয়ে যেতন। তাদের দেহ থেকে ঘাম বের হত। তাদের একজন হযরত রাসূল (স.)-এর নিকট এল। তিনি তখন আমার নিকট ছিলেন। নবী করীম (স.) তাকে বললেন, তোমরা যদি এ দিনটিতে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হতে তাহলে কতনা ভাল হত। [৮৫]

সালাতুল ইস্তিসকা (বৃষ্টিবর্ষন প্রার্থনা) এর নামায

عن عائشة (رض) أن رسول الله (ص) كان اذا رأت المطر قال اللهم صيبا نافعا ـ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত রাসূল (স.) যখন বৃষ্টি দেখতেন তখন বলতেন اللهم صيبا نافعا হে আল্লাহ! প্রচুর ও উপকারী বৃষ্টি দাও। [৮৬]

عن عائشة (رض) قالت شكا الناس الى رسول الله (ص) قحوط المطر فامر بمنبر فوضع له فى المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشة فخرج رسول الله (ص) حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عزوجل ثم قال انكم شكوتم جدب دياركم واستبخار المطر عن ابان زمانه عنكم وقد امركم الله عزوجل ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم ..... ـ

৮৪. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৮।
৮৫. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড পৃ. ১২৩।
৮৬. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার লোকেরা রাসূল (স.)-এর নিকট অনাবৃষ্টির অভিযোগ করল। তিনি একটি মিম্বর স্থাপন করতে বললেন। সে মতে তার জন্য ঈদগাহে একটি মিম্বর স্থাপন করা হল। তিনি একটি নির্দিষ্ট তারিখে ঈদগাহে বের হবেন বলে কথা দিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, সূর্যের কিনারা দেখা দিলে হযরত রাসূল (স.) বের হলেন এবং মিম্বরে বসলেন। অতঃপর আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা করলেন এবং তার প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন, তোমরা তোমাদের শহরে অনাবৃষ্টি, যথাসময় থেকে বৃষ্টি বিলম্বিত হওয়ার অভিযোগ করেছো। আল্লাহ তো তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা যেন তাঁকে ডাক। তিনি ওয়াদা দিয়েছেন তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেন। এরপর বললেন, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই, তিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। প্রভূ দয়াময় ও দয়ালু প্রতিফল দিবসের মালিক। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি যা ইচ্ছা তা করেন। হে আল্লাহ! তুমিই আল্লাহ তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তুমি বেনিয়াজ, কারো মুখাপেক্ষী নও। আমরা তোমার মুখাপেক্ষী। আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ কর। যা বর্ষণ করবে তা আমাদের শক্তির উপকরণ ও দীর্ঘ সময়ের পাথেয় হবে। এরপর দু'হাত এ পরিমাণ উঠালেন যাতে তাঁর বগলের সাদা অংশ প্রকাশিত হয়ে পড়ল। তৎপর জনতার দিকে পিঠ দিলেন আপন চাদর ঘুরিয়ে নিলেন, তখনো তাঁর হস্তদ্বয় উঠানোই ছিল। এরপর লোকদের দিকে মুখ করলেন এবং মিম্বর হতে নেমে পড়লেন। তখন আল্লাহ তায়ালা মেঘ সৃষ্টি করলেন, মেঘ গর্জন করল, বিদ্যুত চমকালো। তৎপর আল্লাহর হুকুমে বৃষ্টি বর্ষিত হলো। তিনি স্বীয় মসজিদে না পৌছতেই ঢল নেমে গেল।[৮৭]

চাশতের নামায

عن عائشة (رض) قالت ما رأيت النبى (ص) سبح الضحى وانى لاسبحها ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত নবী করীম (স.)-কে চাশতের নামায আদায় করতে দেখিনি[৮৮]। তবে আমি কিন্তু চাশতের নামায পড়ি।[৮৯]

বিতির নামাযের সময় পরিবার পরিজন জাগিয়ে দেয়া

عن عائشة (رض) قالت كان النبى (ص) يصلى وانا راقدة معترضه على فراشه فاذا اراد ان يوتر ايقظنى فاوترت ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (স.) রাতে নামায আদায় করতেন। আমি তখন তাঁর বিছানায় আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম। যখন তিনি বিতির পড়ার ইচ্ছা করতেন তখন আমাকে জাগিয়ে দিতেন। আমিও বিতির আদায় করতাম।[৯০]

---

৮৭. সুনান আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, ১৬৫।

৮৮. হাদীস ভাষ্যকারগন বলেন, আমি নবী (স.)-কে চাশতের নামায পড়তে দেখিনি হযরত আয়েশার (রাঃ)-এ উক্তির অর্থ হচ্ছে তিনি সব সময় চাশতের নামায পড়তেন না। বরং মাঝে মধ্যে পড়তেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত অপর একটি হাদীস এ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে। এছাড়া হযরত উম্মে হানী) (রাঃ) বর্ণিত হাদীসেও রয়েছে হযরত রাসূল (স.) তাঁর ঘরে চাশতের নামায আদায় করেছেন। সহীহ আল-বুখারী ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭।

৮৯. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭।

৯০. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

কাফন দাফন অধ্যায়

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বলে মানুষের জীবন মরণের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর বিধান রয়েছে। ইসলামে রোগ শোক, মুমূর্ষু অবস্থা, অন্তিম মুহূর্ত, মৃত্যুর পর কাফন দাফন, শোক পালন, আপনজনের মৃত্যুতে ব্যথা বেদনার অভিব্যক্তি কোন কিছুর আলোচনা রাসূল (স.) এর হাদীসে বাদ পড়েনি। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসেও সেসবের আলোচনা বিদ্যমান।

সাদা কাপড়ে কাফন দেয়া

রাসূল (স.) পোশাকের জন্য সাদা কাপড়ই পছন্দ করতেন। তিনি নিজে সাদা পাঞ্জাবী পরতেন। আবার অন্যদেরকেও বলেছেন তোমরা সাদা কাপড় পরিধান কর, সাদা কাপড়েই মৃতদের কাফন দাও। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে সে প্রসঙ্গই এসেছে।

عن عائشة (رض) قالت كفن النبى (ص) فى ثلاثه اثواب بيض يمانيه ليس فيها قميص ولاعمامة قال فذكروا لعائشه (رض) قولهم فى ثوبين وبرد حبرة فقالت قد اتى بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه ـ

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনটি সাদা ইয়ামানী কাপড়ে নবী করীম (স.)-কে কাফন দেয়া হয়েছে। এতে জামা ও পাগড়ী অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বর্ণনাকারী বলেন। লোকেরা হযরত আয়েশা (রা.) কে বলেন, অন্যরা তো বলেন, তাকে দু'টি রেখাযুক্ত চাদরে কাফন দেয়া হয়েছিল। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, একটি চাদর আনা হয়েছিল বটে তবে তা ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। তাতে কাফন দেয়া হয়নি।[৯১]

আপনজনের মৃত্যুতে কান্নাকাটি করা

আপনজনের মৃত্যুতে মানুষের দুঃখ ও হৃদয় ব্যথাভারাক্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক। ব্যথিত হৃদয় গলে চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়বে তাও স্বাভাবিক। হযরত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর ছেলে ইবরাহীমের মৃত্যুতে বিয়োগ বেদনায় কেদেছিলেন। তবে কান্না কাটিরও একটি সীমা থাকতে হবে। উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি, কেঁদে কেঁদে আশোভন কথা বলা, মৃতের কুকীর্তি উল্লেখ করে গৌরবসহ বিলাপ করা ইসলামী বহির্ভূত বিষয়। এ প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর হাদীসগুলো একত্রিত করলে এসত্যই বেরিয়ে আসে। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে সবগুলো প্রসঙ্গে আসেনি বলে অন্যান্য বর্ণনাকারী সাহাবীদের হাদীসগুলোও আমাদের উল্লেখ করতে হবে।

عن عمرة انها اخبرته انها سمعت عائشة (رض) وذكر لها ان ابن عمر يقول ان الميت ليعذب ببكاء الحى عليه فقالت عائشه رض غفر الله لابى عبد الرحمن ـ

৯১. জামে' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৫; সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

اما انه لم يكذب ولكنه نسى اواخطأ انما مر رسول الله على يهودية يبكى عليها فقال انهم ليبكون عليها وانها لتعذب فى قبرها ـ

হযরত আয়েশা (রা.) নিকট উল্লেখ করা হলো যে, হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, জীবিতদের কান্নাকাটির কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়। তখন হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, মহান আল্লাহ তায়ালা আবু আব্দুর রাহমানকে ক্ষমা করুন। তিনি তো মিথ্যা বলেননি, তবে হয়ত ভুলে গেছেন বা সঠিকভাবে বলতে পারেননি।

একবার হযরত রাসূল (স.) জনৈকা ইহুদী মহিলার (লাশের) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তার জন্য কান্নাকাটি করা হচ্ছিল তখন তিনি বললেন, এরা তো তার জন্য কান্নাকাটি করছে অথচ (এসময়) কবরে তাকে আযাব দেয়া হচ্ছে।[৯২]

কারো মৃত্যুতে শোকাবিভূত হওয়া

আপনজনের প্রিয়জন মৃত্যুতে শোকাবিভূত হওয়াটা স্বাভাবিক। হযরত মুহাম্মদ (স.)ও তাঁর ছেলের মৃত্যুতে এবং সাহাবায়ে কেরামের শাহাদাতে শোকাভিভূত হয়েছিলেন। এমনই একটি ঘটনা হযরত আয়েশা (রা.) নিম্নোক্ত হাদীসে উল্লেখ করেছেন–

عن عائشة (رض) قالت لماجاء النبى (ص) قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وانا انظر من صائر الباب شق للباب فاتاه رجل فقال ان نساء جعفر وذكر بكاءهن فامره ان ينهاهن فذهب ثم اتاه الثانية لم يطعنه فقال انهن فاتاه الثالثة قال والله غلبننا يارسول الله فزعمت انه قال فاحث فى افواههن التراب فقلت ارغم الله انفك لم تفعل ما امرك رسول الله ص ولم تترك رسول الله ص من العناء ـ

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত রাসূল (স.)-এর নিকট যখন হযরত যায়দ ইবনে হারিছা, (রা.) হযরত জাফর (রা) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার (রা.) শাহাদাতের সংবাদ এল তখন তিনি এমনভাবে শোকাবিভূত হয়ে বসে রইলেন যে, তাঁর চেহারায় চুশ্চিন্তার ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আমি দরজার ফাঁক দিয়ে তাঁকে দেখছিলাম। এক ব্যক্তি এসে তাকে জানাল, হযরত জাফর (রা.) এর পরিবারের মহিলারা কাঁদছে। তিনি তাকে বললেন, তাদের কে কাঁদতে নিষেধ কর। লোকটি চলে গেল এরপর দ্বিতীয়বার লোকটি এসে জানালো তারাতো নিষেধ মান্য করলো না। হযরত রাসূল (স.) বললেন, তাদেরকে কাঁদতে নিষেধ কর। লোকটি তৃতীয়বার এসে বলল তারা

৯২. জামে' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৫; সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭২।

Dhaka University Institutional Repository

আমার কথায় কান দেয়নি। হযরত রাসূল (স.) বললেন, তাদের চেহারায় ধুলি ছিটিয়ে দাও। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, শোকাবিভূত অবস্থায় হযরত রাসূল (স.)-কে বার বার বিরক্তে আমার রাগ এল, তাই আমি তাকে ভৎসনা করে বললাম, আল্লাহর রাসূল যা বললেন তা করতে তো পারলেই না তদুপরি তাকে অব্যহতিও দিচ্ছনা।[৯৩]

কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা

আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকে সিজদা করা শিরক, সেটা জীবিতকে হোক আর মৃতকে হোক। কিন্তু ভারত উপমহাদেশে এই শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে কবরপুজার মাধ্যমে। কতেক লোকদের পীরের কবরে সিজদা করতে দেখা যায়। হযরত মুহাম্মদ (স.) নবী, রাসূল, পীর আউলিয়ার কবরে সিজদা করার তীব্র নিন্দা করেছেন। কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করে ইবাদত করলে শিরক হয় বলে হাদীসে তারও নিষেধ এসেছে। হযরত আয়েশা বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে সে প্রসঙ্গটিই উঠে এসেছে।

عن عائشة (رض) عن النبى (ص) قال فى مرضه الذى مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت ولولا ذالك لا برز قبره غير انى اخشى ان يتخذ مسجدا ـ

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত রাসূল (স.) মৃত্যু শয্যায় বলেছেন, ইয়াহুদী নাসারাদের উপর আল্লাহ তায়ালার অভিশাপ, তারা তাদের নবীগণের কবরকে সিজদার স্থান বানিয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, সিজদার স্থান বানানোর আশংকা না থাকলে হযরত রাসূল (স.)-এর কবরকে উন্মুক্ত রাখা হত। আমার আশংকা হয় তা সিজদার স্থান বানানো হবে।[৯৪]

কবর আযাব

পবিত্র কুরআনে এবং অনেক সহীহ হাদীসে কবর আযাবের প্রসঙ্গ এসেছে। মানুষের পাপের কারণে তাকে কবরে ভয়াবহ শাস্তি দেয়া হবে বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। বিশেষ বিশেষ গুনাহের কারণে বিশেষ ধরনের শাস্তির কথা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কবর আযাব এমন মারাত্মক ও ভয়ানক এবং বাস্তব সত্য বিষয়। তাই স্বয়ং হযরত রাসূল (স.) কবর আযাব থেকে মহান আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসেও এ বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।

عن عائشة (رض) قالت انما قال النبى (ص) انهم ليعلمون الان ان ماكنت اقول لهم حق وقد قال الله تعالى انك لاتسمع الموتى ـ

৯৩. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৩।

৯৪. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (স.) বলেছেন, এখনই তারা জানতে পারবে, আমি তাদের যা বলতাম তা সত্য। আর আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, আপনি মৃতদের শোনাতে পারবেন না।[৯৫]

عن عائشة (رض) ان يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها اعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رض عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق قالت عائشة رض فما رأيت رسول الله (ص) بعد صلى صلواة الا تعوذ من عذاب القبر ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা একজন ইহুদী মহিলা তার নিকট প্রবেশ করল এবং কবর আযাবের কথা উল্লেখ করে তাঁর জন্য দু আ করল, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে কবর আযাব থেকে রক্ষা করুন। এটা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) হযরত রাসূল (স.) কে কবর আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূল (স.) বললেন, হ্যাঁ। কবর আযাব সত্য। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, সেদিন থেকে আমি প্রত্যেক নামাযের পরই কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শোনেছি।[৯৬]

সোমবারে মৃত্যুর ফযীলত

সোমবারে মৃত্যুর একটা স্বতন্ত্র তাৎপর্য রয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স.) ওফাত সোমবারে হয়েছিল বলে এদিনের মৃত্যু বৈশিষ্টমন্ডিত হবে এটা স্বাভাবিক। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে সে কথা সহজেই প্রতীয়মান হয়।

عن عائشة (رض) قالت دخلت على ابى بكر (رض) فقال فى كم كفنتم النبى (ص) قالت فى ثلثه اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولاعمامة وقال لها فى اى يوم توفى رسول الله ص قالت يوم الاثنين قال فاى يوم هن قالت يوم الاثنين قال ارجو فيما بينى وبين الليل فنظر الى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع ومن زعفران فقال اغسلوا ثوبى هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنونى فيهما قلت ان هذا خلق قال ان الحى بالجديد من الميت انما هو للمهلة فلم يتوف حتى امسى من ليلة الثلثاء ودفن قبل ان يصبح ـ

৯৫. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩।
৯৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি (আন্তিম সময়ে) আমার পিতার নিকট হাজির হলাম তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত রাসূল করীম (স.)-কে তোমরা কয়টি কাপড়ে কাফন দিয়েছিলে? আমি বললাম, তিনটি সাদা সূতী বস্ত্রে যার মধ্যে সাধারণ জামা ও পাগড়ী ছিল না। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত রাসূল (স.) কোনদিন ইন্তিকাল করেছিলেন? হযরত আয়েশা (রা.) উত্তর দিলেন, সোমবার। আগামী রাত পর্যন্ত আমিও আশা করি (ইহলোক ত্যাগ করব) এরপর তিনি তার পরিধেয় কাপড়ের প্রতি তাকালেন। তাতে জাফরানের দাগ ছিল। তিনি বললেন, ইহা ধৌত কর এবং এর সঙ্গে আরো দুটি কাপড় মিলিয়ে আমাকে কাফন দিবে। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, এই কাপড়টি তো পুরাতন। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, জীবিতরাই নতুন কাপড়ের অধিক উপযুক্ত। কাফনের কাপড়তো নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) এর ওফাত সেদিন হলো না। মঙ্গলবার বিকালে তাঁর ওফাত হলো। ভোর হওয়ার পূর্বেই তাঁকে দাফন করা হলো।[৯৭]

আকস্মিক মৃত্যু

عن عائشة (رضـ) ان رجلا قال للنبى (صـ) ان امى افتلتت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم ـ

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত নবী করীম (স.)-কে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলল্লাহ! আমার মা হঠাৎ মৃত্যু বরণ করেছেন। (কোন কিছু বলে যাওয়ায় সুযোগ পাননি) আমার ধারণা, (অন্তিম মুহূর্তে) কথা বললে কিছু সদকা করার ওসীয়ত করতেন। এখন আমি তার পক্ষ থেকে সাদকা করলে কি তিনি তার সওয়াব পাবেন? হযরত রাসূল (স.) বললেন, হাঁ।[৯৮]

মৃতের ব্যাপারে মন্দ বলা

মৃত্যের প্রশংসা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। নিন্দা, গালি গালাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী। তোমরা মৃতের ব্যাপারে যা সাক্ষী দিবে তাই অবধারিত হবে। তিনি আরো বলেন, কোন মুসলমানের পক্ষে তিন জন লোকও যদি ভাল সাক্ষী দেয় তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। অপরদিকে তিনি বলেছেন, তোমরা মৃতদের গালমন্দ করে জীবিতদের কষ্ট দিও না। হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীসে মৃতদের গালমন্দ করার নিষেধাজ্ঞা উল্লিখিত হয়েছে।

عن عائشة (رضـ) قالت قال النبى (صـ) لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا ـ

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন হযরত রাসূল (স.) বলেছেন, মৃতদের গালি গালাজ করো না। তারা তাদের কৃতকর্মের দিকে পৌঁছে গেছে।[৯৯]

---

৯৭. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড পৃ. ১৮৬

৯৮. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬।

৯৯. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদে জানাযার নামায আদায় করা

বিশেষ প্রয়োজনে মাঝে মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (স.) মসজিদে জানাযার নামায আদায় করেছেন। হযরত আয়েশা বর্ণিত নিম্নের হাদীসে এমন একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

عن عائشة (رض) قالت صلى رسول الله (صـ) على سهيل بن بيضاء فى المسجد ـ

হযরত আয়েশা (রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূল (স.) সুহাইল ইবন বায়জার সালাতুল জানাযা মসজিদে আদায় করেছেন।[১০০]

আল্লাহর সাক্ষাতকে ভালবাসা

عن عائشة (رض) انها ذكرت ان رسول الله قال من احب لقاء الله احب الله لقائه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت فقلت يارسول الله كلنا نكره الموت قال ليس ذالك ولكن المؤمن اذا بشر برحمة الله رضوانه وجنته احب لقاء الله واحب الله لقاءه وان الكافر اذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি উল্লেখ করেন, হযরত নবী করীম (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর সাক্ষাত ভালবাসেন। আর যে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা সবাই তো মৃত্যু অপছন্দ করি। তিনি বললেন আসল ব্যপার কিন্তু তা নয়। বরং আসল কথা হচ্ছে, মুমিনকে যখন (মৃত্যুর সময়) আল্লাহর রহমত, তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার নিকট আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত প্রিয় হয়ে উঠে। আর আল্লাহ ও তার সাক্ষাত ভালবাসেন। পক্ষান্তরে কাফিরকে (মৃত্যুর সময়) আল্লাহর আযাব ও তাঁর অসন্তুষ্টির সংবাদ দেয়া হয় তখন তার নিকট আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত অপ্রিয় উঠে। আর আল্লাহও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন।[১০১]

---

১০০. জামে' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০০।

১০১. জামে' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

মৃত ব্যক্তির জন্য সুপারিশ

জানাযায় অশংগ্রহণকারী মৃত ব্যক্তির ক্ষমার জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে সুপারিশ করেন এবং তিনি সে সুপারিশ কবুলও করেন। এসব বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তিন কাতার মানুষ কারো জানাযা আদায় করলে তাঁর ক্ষমা অবধারিত হয়ে যায়। এজন্য লোকসংখ্যা কম হলে জানাযায় তিন কাতার করা ভাল। হযরত মালিক ইবন হুরায়রা তেমনটিই করতেন। হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীসে সুপারিশের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।

عن عائشة (رض) عن النبى (صـ) قال لا يموت احد من المسلمين فتصلى عليه امة من المسلين يبلغون ان يكونوا مأة فيشفعوا له الا شفعوا فيه وقال على بن حجر فى حديثه مأة فما فوقها ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স.) বলেছেন। কোন লোক মারা গেলে যদি একশত মুসলমানের একটি দল তার জানাযার নামায আদায় এবং তার জন্য শাফায়াত করে তবে তার ব্যাপারে অবশ্যই তাদের শাফায়াত কবুল করা হবে। আলী ইবন হুজর তার হাদীসে একশত বা ততোধিক কথাটি উল্লেখ করেছেন।[১০২]

রাসূল (স)-এর রওজা

عن عائشة (رض) قالت لما قبض رسول الله (صـ) اختلفوا فى دفنه فقال ابو بكر رض سمعت من رسول الله صـ شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا الا فى الموضع الذى يحب ان يدفن فيه فدفنوه فى موضع فراشه ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (স.)-এর ওফাতের পর তাঁর দাফন সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দেয়। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমি এ বিষয়ে নবী করীম (স.) থেকে কিছু শুনেছি যা ভুলিনি। তাহলো, তিনি বলেছেন, যে স্থানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর দাফন হওয়া পছন্দ করেন, সেস্থানেই তার রূহ কবয হওয়া পছন্দ করেন। পরে সাহাবায়ে কেরাম হযরত নবী করীম (স.) তাঁর শয্যাস্থানেই দাফন করেন।[১০৩]

---

১০২. জামে' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০০।

১০৩. জামে' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৭ - ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

রোযা প্রসঙ্গ

তাহাজ্জুদের আযানের পরও সেহরী খাওয়া যাবে

عن عائشة (رض) ان بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله (ص) كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لايؤذن حتى يطلع الفجر -

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত বিলাল (রা.) রাতেই (সোবহে সাদিকের পূর্বেই তাহাজ্জুদের) আযান দিতেন। রাসূল (স.) বললেন, ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। কারণ তিনি ফজর উদয় না হওয়া পর্যন্ত আযান দেন না।[১০৪]

রোযাদার ব্যক্তি ভোর পর্যন্ত জানাবাত অবস্থায় থাকা

عن عائشة و ام سلمة (رض) ان رسول الله (ص) كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم -

হযরত আয়েশা ও হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। (কোন কোন সময়) জুনুবী অবস্থায় নবী করীম (স.)-এর ফজর হয়ে যেত। এরপর তিনি গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন।[১০৫]

عن عائشه رض قالت كان النبى ص يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه -

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত নবী করীম (স.) রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করতেন এবং আলিঙ্গন করতেন। তবে তিনি তোমাদের চেয়ে অধিক নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমর্থ ছিলেন।[১০৬]

রোযা রেখে স্ত্রীকে চুম্বন করা

عن عائشة (رض) قالت ان كان رسول الله (ص) ليقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم ضحكت -

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত রাসূল (স.) তাঁর কোন স্ত্রীকে রোযা অবস্থায় চুম্বন করতেন। একথা বলার পর তিনি (আয়েশা রা.) হাসলেন।[১০৭]

---

১০৪. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৭।
১০৫. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮।
১০৬. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮।
১০৭. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

সাওমে বিসাল (একাধারে দিনরাত রোযা) রাখা

عن عائشة (رض) قالت نهى رسول الله (ص) عن الوصال رحمة لهم فقالوا انك تواصل قال انى لست كهيئتكم انى يطعمنى ربى ويسيقين -

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (স.) সাওমে বিসাল (ইফতার না করে একনাগারে রাতদিন রোযা রাখা) রাখতে নিষেধ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আপনি সাওমে বিসাল পালন করেন। তিনি বললেন, আমি তো আর তোমাদের মত নই। আমার প্রতিপালক তো আমাকে পানাহার করান।[১০৮]

সফর অবস্থায় রোযা

عن عائشة (رض) زوج النبى (ص) ان حمزة بن عمر الاسلمى قال للنبى ص اصوم فى السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر -

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত হামযা ইবন আমর আল আসলামী (রা.) নবী করীম (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি সফর অবস্থায় রোযা রাখব? হযরত হামযা ছিলেন খুব বেশী রোযাদার। নবী করীম (স.) বললেন, তোমার ইচ্ছা হলে রোযা রেখো, ইচ্ছা হলে রেখো না।[১০৯]

রমজানের রোযা কাযা করার নিয়ম

عن عائشة (رض) قالت كان يكون على الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضى الا فى شعبان -

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমার রমযানের রোযা কাযা বাকী থেকে যেত। আমি শাবান ছাড়া অন্য সময় কাযা আদায় করতে পারতাম না।[১১০]

কাযা রোযা আদায়ের পূর্বে মৃত্যুবরণ করা

عن عائشة (رض) ان رسول الله ص قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه -

১০৮. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩।
১০৯. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড পৃ. ২৬০ ।
১১০. সহীহ আল-বুখারী, ১ম কণ্ড পৃ. ২৬১।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত রাসূল (স.) বলেছেন, কেউ কাযা রোযা আদায় না করে মারা গেলে তার পক্ষ থেকে তার উত্তরাধিকারীগণ রোযা রাখবে।[১১১]

শাবান মাসের রোযা

عن عائشة (رض) قالت كان رسول الله (ص) يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر الا رمضان ومارأيته الشهر صياما منه فى شعبان -

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (স.) (কখনো এমনভাবে একনাগাড়ে) রোযা রাখতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম তিনি মনে হয় আর রোযা ভাঙ্গবেন না। আবার কখনো এমনভাবে (এমনাগাড়ে) রোযা ভাঙ্গতেন যে আমরা বলাবলি করতাম, তিনি মনে হয় আর রোযা রাখবেন না। রমযান ছাড়া আর কোন মাসেই পূর্ণ একমাস রোযা রাখতে আমি তাকে দেখিনি। শাবান মাস অপেক্ষা অধিক রোযা আর কোন মাসে রাখতে দেখিনি।[১১২]

عن عائشة (رض) قالت مارأيت النبى (ص) يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان -

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (স.)-কে শাবান ও রমযান মাস ব্যতীত আর কখনো দুই মাস লাগাতার রোযা রাখতে দেখিনি।[১১৩]

عن عائشة (رض) قالت مارأيت النبى (ص) فى شهر اكثر صياما منه فى شعبان كان يصومه الا قليلا بل كان يصومه كله -

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (স.)-কে শাবান মাসের মত আর কোন মাসে এত অধিক নফল রোযা রাখতে দেখিনি। এ মাসের কিছুদিন ব্যতীত বাকী পুরো মাসই তিনি রোযা রাখতেন।[১১৪]

---

১১১. হযরত ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে কেউ কাযা রোযা আদায় না করে মারা গেলে এবং ওসীয়ত করে গেলে তার পক্ষ থেকে কাফফারা হিসাবে প্রতি দিনের রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে অর্ধসা (পৌনে দুই সের) গম দিতে হবে। ওসীয়ত না করে গেলে তা দিতে হবে না। নাসাঈ শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা ইমাম আবু হানিফা (র.) দলীল দিয়ে থাকেন। নাসাঈর হাদীসটি হচ্ছে কেউ কারো পক্ষে থেকে নামায আদায় করতে পারে না; বরং কাফফারা স্বরূপ দরিদ্রকে আহার করাবে। ইবন উমর (রা.) বর্ণিত আরেকটি হাদীসে রয়েছে যে ব্যক্তি একমাসের রোযার কাযা আদায় না করে মারা গেল তার পক্ষ থেকে প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন দরিদ্রকে আহার করাতে হবে।
সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড পৃ. ২৬২।

১১২. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৪।

১১৩. জামে' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬।

১১৪. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

লাইলাতুল কদর-এর সময়কাল

عن عائشة (رض) ان رسول الله (صـ) قال تحروا ليله القدر فى الوتر من العشر الاواخرمن رمضان ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত রাসূল (স.) বলেছেন, তোমরা পবিত্র রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে শবে কদর খোঁজ কর।[১১৫]

রাসূল (স)-এর ইতিকাফ

عن عائشة (رض) زوج النبى (صـ) ان النبى (صـ) كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স.) ওফাত পর্যন্ত পবিত্র রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। তাঁর ওফাতের পর তাঁর সহধর্মিনীগণ ইতিকাফ করেছেন।[১১৬]

ইতিকাফ অবস্থায় বাড়ি যাওয়া নিষিদ্ধ

عن عائشة زوج النبى قالت وان كان رسول الله (صـ) ليدخل على رأسه وهو فى المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة ـ

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত নবী করীম (স.) মসজিদে ইতিকাফ রত অবস্থায় আমার দিকে মাথা ঝুকিয়ে দিতেন। আমি তাঁর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম। তিনি অত্যাবশ্যক কোন কারণ ছাড়া ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে ঘরে আসতেন না।[১১৭]

হজ্জের ফযীলত

عن عائشة ام المؤمنين (رض) انها قالت يارسول الله نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد؟ قال لا لكن افضل الجهاد حج مبرور ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.) আমরা তো জিহাদকেই সর্বোত্তম আমল মনে করি। তাহলে আমরা নারীরা কি জিহাদ করব না? তিনি বললেন, না, সর্বোত্তম জিহাদ তো মাবরুর হজ্জ।[১১৮]

---

১১৫. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ২৭০।
১১৬. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭১।
১১৭. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭২।
১১৮. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬

Dhaka University Institutional Repository

এহরামের পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা

عن عائشة زوج النبى (صـ) قالت كنت اطيب رسول الله صـ لاحرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল (স.) যখন এহরাম বাধতেন তখন তাঁর এহরামের জন্য এবং তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে হালাল হওয়ার জন্য আমি তাঁকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।[১১৯]

তালবিয়া পাঠ

عن عائشة (رضـ) قالت انى لاعلم كيف كان النبى صـ يلبى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমি অবগত আছি হযরত নবী করীম (স.) কিভাবে তালবিয়া পাঠ করতেন। তিনি বলতেন, لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك আমি উপস্থিত। হে আল্লাহ আমি উপস্থিত। তোমার কোন অংশীদার নেই এই সাক্ষ্যদানের জন্য আমি উপস্থিত। সকল প্রশংসা ও নিয়ামত একমাত্র তোমারই।[১২০]

ঋতুস্রাব অবস্থায় এহরাম ও তালবিয়া

عن عائشه (رضـ) زوج النبى (صـ) قالت خرجنا مع النبى فى حجة الوداع فاهللنا بعمرة ثم قال النبى صـ من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكة وانا حائض ولم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذالك الى النبى فقال انقضى رأسك وامتشطى واهلى بالحج وعى العمرة ففعلت فلما قضينا الحج ارسلنى النبى صـ مع عبد الرحمن بن ابى بكر الى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى واما الذين جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا ـ

১১৯. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৮

১২০. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১০

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায়ে হজ্জে আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে রওয়ানা হলাম। আমরা প্রত্যেকেই উমরার এহরাম বাঁধলাম। রাসূল (স.) বললেন, যাদের সঙ্গে কুরবানীর পশু আছে তারা হজ্জের এহরামও বেঁধে নাও এবং হজ্জ ও উমরা সম্পন্ন না করা পর্যন্ত হালাল হবে না। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি যখন মক্কায় পৌছলাম তখন আমার ঋতুশ্রাব চলছিল। ফলে আমি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়ার সাঈ করতে পারলাম না। বিষয়টি সম্পর্কে নবী করীম (স.)-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি বললেন, চুলের বেণী খুলে ফেল মাথা আচড়ে নাও এবং উমরার নিয়ত ত্যাগ করে শুধু কেবল হজ্জের এহরাম বেঁধে নাও। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি তাই করলাম। অতঃপর আমাদের হজ্জ সমাপ্ত হলে হুজুর (স.) আমাকে (আমার ভাই) আব্দুর রাহমান ইবন আবু বকরের সাথে তানঈমে পাঠালেন। আমি সেখান থেকে উমরা আদায় করলাম, অতঃপর রাসূল (স) আমাকে বললেন, এটাই তোমার এহরামের স্থান। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, যারা উমরার এহরাম বেধেছিল তারা বাইতুল্লাহর তওয়াফ ও সাফা মারওয়া সাঈ করল। এরপর তারা হালাল হল। মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তারা আবার তওয়াফ করল। আর যারা হজ্জ ও উমরা একসাথে আদায় করল তারা কেবল একবারই তওয়াফ করল।[১২১]

হজ্জে তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ

عن عائشه رض قالت خرجنا مع رسول الله ص عام حجه الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بالحج واهل رسول الله ص بالحج فاما من اهل بالحج اوجمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের বছর আমরা হযরত রাসূল (স.)-এর সঙ্গে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমাদের মধ্যে কেউ উমরার এহরাম বাঁধল। কেউ হজ্জ ও উমরা উভয়ের এহরাম বাঁধল। আবার কেউ শুধুই হজ্জের এহরাম বাঁধল। হযরত রাসূল (স.) হজ্জের এহরাম বাঁধলেন। যারা হজ্জের এহরাম বেঁধেছিলেন। অথবা হজ্জ উমরা উভয়ের এহরাম বেধেছিলেন তারা ইয়াউমুন নহর (কুরবানীর দিন) পর্যন্ত হালাল হতে পারেননি।[১২২]

কাবা শরীফকে গিলাফাচ্ছাদিত করা

عن عائشه رض قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبه فلما فرض الله رمضان قال رسول الله ص من شاء ان يصومه فليصمه ومن شاء ان يتركه فليتركه ـ

১২১. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১০ - ২১১।

১২২. সহীহ আল-বুখারী,, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১২।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে লোকেরা আশুরার রোযা রাখত। আর এ দিনে কাবা শরীফে গিলাফ দ্বারা আচ্ছাদিত করা হত। যখন আল্লাহ তায়ালা রমযানের রোযা ফরয করলেন তখন রাসূল (স.) বললেন, যার ইচ্ছা হয় সে আশুরার রোযা রাখুক। আর যার ইচ্ছা না রাখুক।

মক্কার প্রবেশ পথ

عن عائشه رضـ أن النبى صـ لماجاء الى مكة دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها ـ

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম (স.) যখন মক্কায় আসতেন তখন তার উচ্চভূমি দিয়েই প্রবেশ করতেন এবং নিম্নভূমি দিয়ে বেরিয়ে যেতেন।[১২৩]

عن عائشه رضـ ان النبى صـ دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدى من اعلى مكة ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর হযরত নবী করীম (স.) কাদা নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছেন। আর মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থিত কোদা নামক স্থান দিয়ে বেরিয়ে গেছেন।[১২৪]

মক্কা ও মক্কার বাড়ী ঘরের শ্রেষ্ঠত্ব

عن عائشة (رضـ) زوج النبى (صـ) ان رسول الله صـ قال لها الم ترى ان قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد ابراهيم فقلت يارسول الله الا تردها على قواعد ابراهيم قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت فقال عبد الله لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله (صـ) ما ارى رسول الله ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر الا ان البيت لم يتمم على قواعد ابراهيم ـ

১২৩. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪।

১২৪. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

হযতর আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (স.) তাকে বললেন, আয়েশা তুমি কি জানো না তোমার সম্প্রদায় যখন কাবাঘর নির্মাণ করেছিল তখন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভিত অপেক্ষা ছোট করে নির্মাণ করেছিল। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি আবার তা হযরত ইবরাহীম (আ.) ভিত অনুযায়ী নির্মাণ করবেন না? জবাবে তিনি বললেন, কুফরীর সাথে তোমার কওমের সম্পর্ক অতি অল্প কাল পূর্বের না হলে অবশ্যই আমি তা করতাম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বলেন, হযরত আয়েশা নিশ্চিতভাবেই রাসূল (স.) থেকে এ কথা শুনেছেন। সুতরাং আমার মনে হয় এ জন্যই রাসূল (স.) হাজরে আসওয়াদের নিকট রোকন দুটিতে চুম্বন করা ত্যাগ করেছেন। কেননা কাবাগৃহ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভিত অনুযায়ী নির্মাণ করা হয় নাই।[১২৫]

عن عائشه (رضـ) قالت قال لى رسول الله (صـ) لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيت على اساس ابراهيم فان قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا ـ

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (স.) আমাকে বললেন, কুফরী ধ্যান ধারণার সাথে তোমার সম্প্রদায়ের সম্পর্ক অতি অল্পকাল পূর্বের না হলে আমি কাবাঘর ভেঙ্গে তা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর তৈরী ভিত অনুযায়ী নির্মাণ করতাম। কারণ, কোরাইশরা তা ছোট করে নির্মাণ করেছে। আর আমি এর মধ্যে আরো একটি দরজা করতাম।[১২৬]

ফজর ও আসরের পর তাওয়াফ করা

عن عائشه (رضـ) ان ناسا طافوا بالبيت بعد صلوة الصبح ثم قعدوا الى المذكر حتى اذا طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشه قعدوا حتى اذا كانت الساعة التى يكره فيها الصلوة قاموا يصلون ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। কিছু লোক ফজরের নামাযের পর বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করে একজন বক্তার বক্তৃতা সোনার জন্য তার নিকট গিয়ে বসল। সূর্যোদয়ের সময় সবাই নামাযের জন্য উঠে দাড়াল। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, তারা এতক্ষণ বসে থাকল আর এখন নামাযের মাকরূহ সময় হলে নামাযের জন্য উঠে দাড়াল।[১২৭]

১২৫. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৫।
১২৬. প্রাগুক্ত।
১২৭. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২০ - ২১।

Dhaka University Institutional Repository

মুযদালিফা হতে পরিবারের দুর্বল লোকদের আগে পাঠিয়ে দেয়া

عن عائشه (رض) قالت استأذنت سودة النبى (ص) ليلة جمع وكانت ثقيلة تبطة ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাওদা মুযদালিফার রাতে যাত্রা করার জন্য নবী করীম (স.)-এর নিকট অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি ছিলেন। সাওদা ধীরগতি স্থূলদেহী মহিলা ছিলেন। (এজন্য নবী করীম তাকে রাতে যাত্রা করার অনুমতি দিয়ে ছিলেন।)[১২৮]

হজ্জে কুরবানীর পশুর গলায় মালা পরানো

عن عائشه (رض) انها قالت فتلت قلائد هدى رسول الله ثم لم يحرم ولم يترك شيأ من الثياب ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত রাসূল (স.)-এর হজ্জের কুরবানীর পশুর মালার রশি পাঁকিয়েছি। এরপর রাসূল (স.) ইহরামও বাঁধেননি এবং সাধারণ পোষাকও ছাড়েননি।[১২৯]

عن عائشه (رض) قالت كنت افتل قلائد هدى رسول الله كلها غنما ثم لم يحرم ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হজ্জের কুরবানীর পশুর মালা পাঁকিয়েছি। এই সবগুলোই ছিল বকরী। এরপর তিনি ইহরাম বাঁধেননি।[১৩০]

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া তার পক্ষ হতে কুরবানী করা

عن عائشة (رض) تقول خرجنا مع رسول الله (ص) لخمس بقين من ذى القعدة لا نرى الا الحج فلما دنونا من مكة امر رسول الله (ص) من لم يكن معه هدى اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا قال نحر رسول الله (ص) عن ازواجه ـ

১২৮. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৮।
১২৯. জামে' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮১।
১৩০. জামে' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, যুলকাদা মাসের পাঁচ দিন বাকী থাকতে আমরা রাসূল (স.)-এর এর সাথে মদীনা হতে রওয়ানা করলাম। কেবল হজ্জ আদায় করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমরা মক্কার নিকটবর্তী হলে রাসূল (স.) আমাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, যার সাথে কুরবানীর পশু রয়েছে বাইতুল্লাহর তওয়াফ, ছাফা মারওয়ার সাঈর পর সে যেন এহরাম খুলে ফেলে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, কুরবানীর দিন আমাদের নিকট গরুর গোশত আনা হলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম এটা কি? লোকেরা বলল, হযরত রাসূল (স.) তার স্ত্রীদের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছেন।[১৩১]

ঋতুবতী মহিলা হজ্জের কি কি কাজ করতে পারবে

عن عائشه (رض) قالت حضت فامرنى رسول الله (صـ) ان اقضى المناسك كلها الا الطواف بالبيت ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের সময় আমার ঋতুশ্রাব শুরু হলে হযরত নবী করীম (স.) আমাকে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের বাকী সব আমল সম্পাদন করতে নির্দেশ দিলেন।[১৩২]

তওয়াফে যিয়ারতের পর কোন মহিলার ঋতুশ্রাব হলে

عن عائشه (رض) انما قالت ذكرت لرسول الله (صـ) ان صفية بنت حيى حاضت فى ايام منى فقال احابستنا هى قالوا انها قد افاضت فقال رسول الله (صـ) فلا اذا ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল (স.) এর নিকট উল্লেখ করা হলো যে, উম্মুল মুমীন) হযরত সাফিয়্যা বিনত হুওয়াইয়ের মিনা অবস্থানের দিনগুলোতে ঋতুশ্রাব শুরু হয়েছে। তখন তিনি বললেন, এ আমাদের আটকে রাখবে নাকি? অন্যরা বলল, তিনিতো তওয়াফে যিয়ারত করে ফেলেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তাহলে আর আটকানোর বিষয় নেই।[১৩৩]

ইহরাম পালনকারী ব্যক্তি কি কি প্রাণী হত্যা করতে পারবে?

عن عائشه (رض) قالت قال رسول الله (صـ) خمس يقتلن فى الحرم الفارة والعقرب والغراب والحديا والكلب العقور ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন পাঁচটি অনিষ্টকারী প্রাণী হরমের ভিতরেও হত্যা করা যায়। ইদুর, বিচ্ছু, কাক, চিল ও হিংস্র কুকুর।[১৩৪]

---

১৩১. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৩।

১৩২. জামে' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড পৃ. ১৮৮।

১৩৩. জামে' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮ সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড ২৩৭।

১৩৪. জামে' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭১।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাসাসাব হয়ে মদীনায় গমন

عن عائشه (رض) قالت انما كان منزلا ينزله النبى ليكون اسمح لخروجه تعنى الابطح -

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবতাহ (মুহাসসাব) রাসূল (স.)-এর অবতরণ স্থল ছিল শুধু একারণে যে, সেখান থেকে মদীনা যাত্রা সহজ ছিল।[১৩৫]

যাকাত, দান, সাদকাহ প্রসঙ্গ

যাকাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অলংঘনীয় ফরয বিধান। মুসলিম সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ, সাম্য প্রতিষ্ঠা ও দারিদ্র বিমোচনের মুখ্য সহায়ক। যাকাত ধনীর সম্পদের দরিদ্রের ন্যায্য পাওনা। যাকাত দ্বারা সম্পদ পবিত্র হয়, যাকাত দিলে সম্পদ হ্রাস পায় না বরং বৃদ্ধি পায়। দান-সদকা দ্বারা বিপদাপদ দূর হয়। মহান আল্লাহ ক্রোধ প্রশমিত হয়। সর্বোপরি যাকাত ও সাদাকা দ্বারা একজন সামর্থবান বঞ্চিত অসহায় দরিদ্রদ্রের প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন করে থাকে। আর এই সহানুভুতিই পরকালে তার জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ ও উপায় হতে পারে। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে যাকাত ও সাদাকা সম্পর্কে খুব স্বল্প সংখ্যক হাদীসই বর্ণিত হয়েছে। এখানে সেসব হাদীস উল্লেখ করা হল।

ক্ষতিসাধন ও মন্দ অভিপ্রায় ছাড়া স্বামীর ঘর থেকে স্ত্রী ব্যয় করা

স্ত্রীকে স্বামী তার ঘরের সম্পদ থেকে সামান্য ব্যয় করার সুস্পষ্ট অনুমতি দিয়ে থাকলে বা স্ত্রী স্বামীর ঘরের সম্পদ পরিমিত পরিমাণে ব্যয় করার প্রচলন ও অনুল্লিখিত অনুমতি থাকলে স্ত্রী যদি তা দান সাদকা করে তাহলে স্বামী স্ত্রী উভয়েই সওয়াবের অধিকারী হবে। হযরত আয়েশা বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি তাই প্রমাণ করে।

عن عائشه (رض) عن النبى (ص) قال اذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها اجر والزوج مثل ذالك وللخازن مثل ذالك ولا ينقص كل واحد منهم من اجر صاحبه شيئا بما كسب ولها بما كسبت -

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত নবী করীম (স.) বলেন, কোন মহিলা তার স্বামীর ঘর থেকে দান সাদকা করলে এতে তার সওয়াব হয়। স্বামীরও অনুরূপ সওয়াব হয়। খাজাঞ্চীয়ও রয়েছে অনুরূপ সওয়াব। এদের কেউ কারো থেকে কম পাবে না। স্বামী সওয়াব পাবে উপার্জনের আর স্ত্রী সওয়াব পাবে ব্যয় করার।[১৩৬]

১৩৫. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭।
১৩৬. জামে' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

عن عائشه (رض) قالت قال رسول الله (صـ) اذا اعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسده كان لها مثل اجره لها ما نوت حسنا وللخازن مثل ذالك ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যখন কোন মহিলা তার স্বামীর ঘর থকে মন্দ অভিপ্রায় না নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে কিছু দান করে তখন তার জন্য রয়েছে তার স্বামীর সমান সাওয়াব। স্ত্রী এই সওয়াব পাবে তার ভাল নিয়তের কারণে। খাজাঞ্চীও সেই পরিমাণ সওয়াব পাবে।[১৩৭]

এক টুকরা খেজুর বা বস্তু দান করে জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা করা

দান সাদকা দ্বারা আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ প্রশমিত হয়। জাহান্নামের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা সম্ভব হয়। এজন্য অনেক বেশী দান সাদকা করতে হবে তা কিন্তু নয়। খাঁটি নিয়তে দান করলে সামান্য দান সাদকা দ্বারাও এ মহা ফযীলত পাওয়া যাবে। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি সেকথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

عن عائشة (رض) قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندى شيئا غير تمرة فاعطيتها اياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت تخرجت ودخل النبى (صـ) علينا فاخبرته فقال النبى ـ من ابتلى من هذه البنات بشئى كن له سترا من النار ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা তার দুটি কন্যা সন্তান নিয়ে প্রবেশ করল। সে কিছু চাচ্ছে। আমার নিকট একটি খেজুর ব্যতীত কিছুই পায়নি। আমি তা তাকে দিলাম সে তা তার দু'সন্তানের মাঝে নিজে না খেয়ে বণ্টন করে দিলেন। অতঃপর মহিলা দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল। এমতাবস্থায় রাসূল আমাদের মাঝে এলে এ সংবাদ দিলাম। অতঃপর রাসূল (স) বললেন, যে ব্যক্তি এ সকল কন্যা সন্তানদের দিয়ে পরীক্ষিত হবে। কিয়ামতের দিন তারা জাহান্নামের পর্দা হবে।[১৩৮]

১৩৭. জামে' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫; সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, ১৯৩।
১৩৮. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯০।

Dhaka University Institutional Repository

নবী সহধর্মিনী সাওদা (রা.)-এর দানশীলতা

রাসূল (স.)-এর সকল সহধর্মিনীগণ দানশীলা ছিলেন। অভাবে অনটনে নিজে উপোষ করেও অন্যের প্রতি দানের হাত বাড়িয়ে দেয়া ছিল তাঁদের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে বিশেষভাবে হযরত সাওদা (রা.)-এর দানশীলতার আলোচনা এসেছে।

عن عائشة (رضـ) ان بعض ازواج النبى (صـ) قلن للنبى اينا اسرع بك لحوقا قال اطولكن يدا فاخذوا قصبه يذرعونها فكانت سودة اطولهن يدا فعلمنا بعد انما كانت طول يدها الصدقه وكانت اسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة ـ

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবীর কোন এক সহধর্মিনী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের মধ্যে কে আপনার সাথে সর্বাধিক দ্রুত মিলিত হবে তিনি বলেন, তোমাদের দীর্ঘহাত বিশিষ্ট জন। নবীসহধর্মিনীরা একটি বাঁশ নিয়ে নিজেদের হাত মাপতে লাগলেন। সাওদা (র.) এর হাতই ছিল সর্বাধিক লম্বা। কিন্তু পরবর্তীতে আমরা জানতে পারলাম। দীর্ঘ হাত অর্থ ছিল দান সাদকা। সাওদাই নবীর সাথে সর্বাধিক দ্রুত মিলিত (ওফাত) হয়েছিলেন। তিনি দান সাদকা করতে ভাল বাসতেন।[১৩৯]

১৩৯. সহীহ আল-বুখারী, বাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ে প্রসঙ্গ

ইসলামে বৈরাগ্য বাদের কোন স্থান নেই। কুরআন ও হাদীসে বিয়ের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, বিয়ে আমার সুন্নাত যে আমার সুন্নাত বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত নয়। তিনি আরো বলেছেন, যে বিয়ে করল তার অর্ধেক ঈমান পূর্ণ হয়ে গেল, বাকীটুকুতে সে যেন মহান আল্লাহকে ভয় করে। দায়িত্বশীলতা, নৈতিকতা ও চরিত্র রক্ষার নিয়ামক হচ্ছে বিয়ে। এটা হাদীসে যেমন উল্লেখ হয়েছে তেমনি এটি বাস্তবতাও বটে। বিবাহের বিভিন্ন প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

বিয়েতে কনের অনুমতি

বিয়ের জন্য কুমারী, বিবাহিতা সকল ধরনের কনেরই অনুমতি নেয়া উচিত। তবে বিবাহিতা আর কুমারীর অনুমতির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে সে পার্থক্যেরই উল্লেখ রয়েছে।

عن عائشة (رض) انها قالت يارسول ان البكر تستحى قال رضاها صمتها ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ কুমারী মেয়েরাতো লজ্জাশীলা। নবী করীম (স.) বললেন, নিরবতাই তার সম্মতি।[১৪০]

শরীয়ত বিরোধী কাজে স্বামীর আদেশ মান্য করা নিষিদ্ধ

স্ত্রীর জন্য স্বামীর আনুগত্য একান্ত আবশ্যক বিষয়। শরীয়তের গন্ডির ভিতরে থেকে স্বামীর যেকোন আদেশই স্ত্রীকে মানতে হবে। তবে স্বামী শরীয়ত গর্হিত কাজের আদেশ করলে তা কোনভাবেই মান্য করা যাবেনা। এ বিষয়টিই হযরত আয়েশা (রা)-এর নিম্নোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়।

عن عائشة (رض) أن امرأة من الانصار زوجت ابتنها فتمعط شعر رأسها فجاءت الى النبى (ص) فذكرت ذالك له فقالت ان زوجها امرنى ان اصل فى شعرها فقال لا انه قد لعن الموصلات ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক আনসারী মহিলা তার মেয়েকে বিয়ে দিলেন। কিন্তু তার মাথার চুলগুলো উঠে যেতে লাগল। এরপর সে নবী করীম (স.) এর কাছে এসে এ ঘটনা বর্ণনা করল, তার স্বামী আমাকে নির্দেশ দিয়েছে আমি যেন তার মাথায় কৃত্রিম চুল লাগিয়ে দেই। তখন নবী করীম (স.) বললেন, না এটা করবে না। যে সকল মহিলারা মাথার কৃত্রিম চুল লাগায় তাদের উপর আল্লাহর লানত।[১৪১]

---

১৪০. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭১।

১৪১. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

সফর সঙ্গিনী নির্বাচনের জন্য স্ত্রীদের মাঝে লটারী দেয়া

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকতেই পারে। একাধিক স্ত্রীদের মধ্য থেকে নিজের ইচ্ছেমত যেকোন একজনকে নিয়েই সে ভ্রমনে যেতে পারে। এক্ষেত্রে কোন সমতা বিধান, সমানবণ্টন আবশ্যক নয়। তদোপরি সকলের মন জয় করা এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব এড়ানোর জন্য লটারী দেয়াটা ভালো। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীস থেকে একথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এখানে হাদীস থেকে বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত অংশটুকুই কেবল উল্লেখ করা হলো।

عن عائشة (رضـ) ان النبى (صـ) كان اذا خرج اقرع بين نسائه ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই হযরত নবী করীম (স.) ভ্রমণে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখনই স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন।[১৪২]

নিজের পালার দিন সতীনকে দিয়ে দেয়া

একাধিক স্ত্রী থাকলে রাত যাপনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সমতা বিধান আবশ্যক, কোনরূপ অসমতা অবৈধ। তবে কোন স্ত্রী স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে তার পালার দিন সতীনকে দিয়ে দিলে তা জায়েয। নিম্নোক্ত হাদীসে এমনি একটি ঘটনা উল্লেখ হয়েছে।

عن عائشة (رضـ) أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبى (صـ) يقسم لعائشة (رضـ) بيومها ويوم سودة ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাওদা বিনত জাম আ (রা.) তার পালার রাত আয়েশা কে দান করেছিলেন। সে মতে হযরত নবী করীম (স.) হযরত আয়েশার (রা.) জন্য দু'রাত বরাদ্ধ করেন, একদিন হযরত আয়েশার (রা.) নিজের নির্ধারিত দিন আর অপর দিন হযরত সাওদার দিন।[১৪৩]

দিনের বেলা ভাগ-বণ্টন ছাড়াই সকল স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করা

একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে রাত যাপনের ক্ষেত্রে সমান ভাগ বণ্টন জরুরী হলেও দিবসে সাক্ষাতের বেলায় কোন সমতা বিধান আদৌ আবশ্যক নয়। সেকথাই নিম্নের হাদীস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে।

عن عائشة (رضـ) كان رسول الله (صـ) اذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من احداهن فدخل على حفصة فاحتبس اكثر ما كان يحتبس ـ

১৪২. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮৪।
১৪৩. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (স.) আসরের নামাযান্তে স্ত্রীদের সাথে সাক্ষাত করতেন। সকলের নিকট কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন। একদা তিনি হযরত হাফসার (রা.) নিকট গেলেন এবং স্বাভাবিক নিয়মের অধিক সময় অবস্থান করলেন।[১৪৪]

আত্মমর্যাদাবোধ

প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ থাকাটা বাঞ্চনীয়। আত্মমর্যাদাবোধ একটি প্রশংসনীয় গুণ, আত্মমর্যাদাহীনতা নিন্দনীয়। হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা.) বলেন, আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে অপর পুরুষকে দেখতে পাই তাহলে তাকে তরবারী দিয়ে আঘাত করব। নবী করীম (স.) সাহাবায়ে কেরামকে বলেন, সা'দের আত্মমর্যাদাবোধে কি তোমরা আশ্চর্যান্বিত হচ্ছো? আল্লাহর কসম আমার আত্মমর্যাদাবোধ তার চেয়েও অনেক বেশী। আর আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ তো আমার চেয়েও বেশী। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত নিম্নের হাদীসে আত্মমর্যাদাবোধের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে।

عن عائشة (رضـ) ان رسول الله (صـ) قال يا امة محمد ما احد اغير من الله ان يرى عبده اوامته ان تزنى يا امة محمد لوتعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, হে উম্মতে মুহাম্মদী! আল্লাহর চেয়ে বেশী আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন আর কেউ নেই। তিনি তার কোন বান্দা বান্দীকে ব্যভিচার করতে দেখতে চাননা। হে উম্মতে মুহাম্মদী! আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে খুব কম হাসতে এবং বেশী বেশী কাঁদতে।[১৪৫]

নারীর ক্রোধ

عن عائشة (رضـ) قالت قال لى رسول الله (صـ) انى لاعلم اذا كنت عنى راضية على غضبى قالت فقلت من اين تعرف ذالك فقال اما اذا كنت عنى راضية فانك تقولين لا ورب محمد واذا كنت غضبى قلت لا ورب ابراهيم قالت قلت اجل والله يارسول الله (صـ) ما اهجر الا اسمك ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বললেন, আমি জানি কখন তুমি আমার প্রতি খুশী থাক আর কখন রাগান্বিত হও। আমি বললাম, কী করে আপনি তা বুঝতে পারেন? তিনি বললেন, তুমি প্রসন্ন থাকলে বল, না। মুহাম্মদ (স.)-এর রবের কসম! আর রাগান্বিত থাকলে বল, না। ইবরাহীমের (আ.)-এর রবের কসম। আমি বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন, আল্লাহর কসম! ইহা রাসূলাল্লাহ! আমি তো (তখন) শুধু আপনার নাম উচ্চারণ থেকে বিরত থাকি।[১৪৬]

---

১৪৪. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮৫।
১৪৫. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮৬।
১৪৬. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনে মহিলাদের ঘরের বাইরে যাওয়া

عن عائشة (رض) قالت خرجت سوده بنت زمعه ليلا فراها عمر فعرفها فقال انك والله يا سودة ما تخفين علينا فرجعت الى النبى (ص) فذكرت ذالك له وهو فى حجرتى يتعشى وان فى يده لعرقا فانزل عليه فرفع عنه وهو يقول قد اذن الله لكن ان تخرجن لحوائجكن ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাতে সাওদা (রা.) (কোন প্রয়োজনে) ঘরের বাইরে গেলেন। হযরত উমর (রা.) তাঁকে দেখে চিনে ফেললেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! হে সাওদা! তুমি নিজেকে আমাদের থেকে লুকাতে পারনি। সাওদা (রা.) হযরত নবী করীম (স.)-এর নিকট গিয়ে উক্ত ঘটনা তাঁর নিকট আলোচনা করলেন। তিনি তখন আমার ঘরে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে গোশত পূর্ণ একখানা হাড় ছিল। এমতাবস্থায় তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হল। ওহী অবতীর্ণ হওয়া শেষ হলে তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা প্রয়োজনে তোমাদেরকে ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।[১৪৭]

শিশুদের দুগ্ধদান অধ্যায়

শিশুকালে দুগ্ধপানের মাধ্যমে নসবের মতই দুধ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। হাদীস দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

নসবসূত্রে যারা হারাম দুগ্ধপান সূত্রেরও তারা হারাম

নসব সূত্রে যারা হারাম দুগ্ধপানের সূত্রেও তারা হারাম, একথা হাদীসে সুস্পষ্ট এসেছে। তবে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে সেকথাটি পরোক্ষভাবে তাঁর হাদীসে এমন একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যা থেকে সে কথাই প্রমাণিত হয়।

عن عائشة (رض) قالت جاء عمى من الرضاعة يستأذن على فابيت ان اذن لها حتى استأمر رسول الله فقال رسول الله فليلج عليك فانه عمك قالت انما ارضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل قال فانه عمك فليلج عليك ـ

১৪৭. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দুগ্ধ সম্পর্কীয় চাচা আমার কাছে আসতে অনুমতি চাইলেন। হযরত রাসূল (স.)-এর নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করে তাকে আমার কাছে আসতে অনুমতি দিতে আমি অস্বীকৃতি জানালাম। অনন্তর হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তিনি অবশ্যই তোমার কাছে আসতে পারেন। কারণ তিনি তোমার (দুগ্ধ সম্পর্কীয়) চাচা। আয়েশা (রা.) বললেন, আমাকে তো একজন মহিলা দুধ পান করিয়েছেন। কোন পুরুষতো আর আমাকে দুধ পান করাননি। তিনি বললেন, তিনি তোমার চাচা। সুতরাং তিনি তোমার নিকট আসতে পারেন।[১৪৮]

যেপরিমাণ দুধ পান করলে রাযাআত সাব্যস্ত হবে

عن عائشة (رض) عن النبى (ص) قال لا تحرم المصة ولا المصتان -

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত নবী করীম (স.) বলেছেন, এক ও দুই চুমুক দুধ পান (কাউকে) হারাম করেনা।[১৪৯]

দুই বছরের বাহিরে দুধ পান করালে রাযাআত সাব্যস্ত হবে না

শিশু দুই বছর বয়সের মধ্যে কারো দুধ পান করলে রাযাআতের সম্পর্ক স্থাপন হবে। দুই বছরের পর পান করলে তাতে রাযাআত সাব্যস্ত হবে না। বিষয়টি আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হযরত আয়েশা বর্ণিত নিম্নের হাদীস সে দিকে ইঙ্গিত করে।

عن عائشة (رض) ان النبى (ص) دخل عليها وعندها رجل فكانه تغير وجهه كانه كره ذالك فقالت انه اخى فقال انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة -

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) নবী করীম (স.) তার নিকট এলেন। সে সময় একজন লোক তাঁর নিকট বসা ছিল। এতে হযরত রাসূল (স.)-এর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হয়ে গেল। (অবস্থা দৃষ্টে মনে হল) যেন তিনি তা অপছন্দ করলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, এ আমার (দুধ) ভাই। রাসূল (স.) বললেন, তোমাদের (দুধ) ভাই কারা তা কিন্তু যাচাই করে দেখ। যখন দুধই একমাত্র খাদ্য শিশুরা তা দ্বারাই প্রাণ রক্ষা করে, তখনকার দুধ পান দ্বারাই দুধের সম্পর্ক হয়।[১৫০]

---

১৪৮. জামি' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৮; সহীহ আল- বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬৪।

১৪৯. জামি' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৮।

হানাফী মাযহাব মতে সামান্য দুধ পান করলে ও রাযাআতের সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যাবে। وامهاتكم التى ارضعنكم এবং তোমাদের দুধ মায়েরা এবং واخواتكم من الرضاعة তোমাদের দুধ বোনেরা আয়াতের শব্দের ব্যপকতা থেকে হানাফী মাযহাব প্রমাণিত হয়। হানাফী মাযহাব মতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস রহিত। সেদিকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

১৫০. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

তালাক প্রসঙ্গ

ইসলামে তালাক সর্বাধিক নিকৃষ্ট, অপছন্দনীয় একটি বৈধ বিষয়। দাম্পত্য সম্পর্ক যথাসাধ্য টিকিয়ে রাখার কথাই ইসলামে কাম্য। বিয়ে বিচ্ছেদ ইসলামে আদৌ কাম্য নয়। একান্ত নিরুপায় হয়েই কেবল তালাক দেয়া যেতে পারে। পবিত্র কুরআনও হাদীসে তালাকের বিধি বিধান বিশদভাবে উল্লিখিত হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসেও এসম্পর্কিত কিছু কিছু প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

তিন তালাক দেয়া প্রসঙ্গে

একই সাথে স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়া অনুচিত। পর্যায় ক্রমে এক তালাক করে চূড়ান্ত তিন তালাক দিতে হবে। সর্ব প্রথম তো এক তালাক দিয়ে স্ত্রী সতর্ক (সাবধান) করতে হবে যাতে সে সংশোধন হয়। কোনভাবেই সংশোধন না হলে তখনই তিন তালাক দিতে পারে। তদুপরি একই সাথে তিন তালাক দিলেও তা কার্যকর হবে। তিন তালাক দেয়ার পর আবার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চাইলে হীলার প্রয়োজন পড়বে। হযরত আয়েশা (রা.) হাদীসে সে প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

عن عائشة (رضـ) ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبى (صـ) اتحل للاول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল। মহিলাটি অন্যত্র বিয়ে বসল। দ্বিতীয় স্বামী তাকে সাথে সাথেই তালাক দিয়ে দিল। তখন হযরত রাসূল (স.)-কে জিজ্ঞাস করা হল এই মহিলাকি তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? হযরত নবী করীম (স.) বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রথম স্বামী যেমন তার মধু আস্বাদন (সহবাস) করেছিল তদ্রুপ দ্বিতীয় স্বামীও মধু আস্বাদন না করবে ততক্ষন পর্যন্ত সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না।[১৫১]

عن عائشة (رضـ) ان امراة رفاعة القرظى جاءت الى رسول الله فقالت يارسول الله ان رفاعه طلقنى فبت طلاقى وانى نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظى وانما معه مثل الهدبة قال رسول الله (صـ) لعلك تريدين ان ترجعى الى رفاعه لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقى عسيلته ـ

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রিফায়া কুরাজীর স্ত্রী হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রিফায়াতো আমাকে তালাক দিয়েছে। চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্নকারী (তিন তালাক) তালাকই দিয়েছে। তারপর আমি আবদুর রহমান ইবনুয যুবায়র আলকুরাযীর সাথে বিয়ে বসলাম, সেতো পুরুষত্বহীন। হযরত রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, সম্ভবত তুমি রিফায়ার নিকট ফিরে যেতে চাচ্ছো। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত পর্যন্ত সে (দ্বিতীয় স্বামী আবদুর রহমান) তোমার মধু আস্বাদন না করবে এবং তুমিও তার মধু আস্বাদন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তা পারবে না।[১৫২]

---

১৫১. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯১।

১৫২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীকে এখতিয়ার দেয়া

স্বামী স্ত্রীকে এখতিয়ার দিলে যদি স্ত্রী নিজেকে এখতিয়ার করে তাহলে স্বামীর নিয়ত অনুসারে এক, দুই কিংবা তিন তালাক হবে। কিন্তু স্ত্রী যদি নিজেকে নয় স্বামীকেই এখতিয়ার করে তাহলে তাকে কোন তালাক হবে না। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে দ্বিতীয় মাসআলাটির প্রমাণ মিলে।

عن عائشة (رض) قالت خيرنا رسول الله (ص) فاخترناه افكان طلاقا ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদেরকে এখতিয়ার দিয়েছেন। আমরা হযরত রাসূল (স.) কেই গ্রহণ করেছি। তাহলে এতে কি তালাক হয়ে গেল? (এতে কোন তালাক হয়নি।)[১৫৩]

দাসীদের তালাক

আযাদ নারীর তালাক তিনটি হলেও দাসীদের তালাক দুইটি, বিভিন্ন হাদীসে এ কথা উল্লেখিত হয়েছে। হযরত আয়েশা বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসেও তাই বলা হয়েছে–

عن عائشة (رض) ان رسول الله (ص) قال طلاق الامه تطليقتان وعدتها حيضتان ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, দাসীদের তালাকের সীমা হল দুই তালাক। আর তাদের ইদ্দতও হল দুই হায়েয (ঋতুশ্রাব)।[১৫৪]

ঈলা প্রসঙ্গ

ঈলা হচ্ছে চারমাস বা ততোধিক কাল স্ত্রী গমন না করার কসম করা। এমতাবস্থায় চারমাস অতিবাহিত হয়ে গেলে এক তালাকে বাইন পতিত হবে। নবী করীম (স.) তাঁর সহধর্মিনীগণের সাথে ঈলা করেছিলেন। হযরত আয়েশা বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

عن عائشة (رض) قالت الى رسول الله (ص) من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل فى اليمين كفارة ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে ঈলা করেছিলেন। আর একটি হালাল বস্তু (নিজের জন্য) হারাম করেছিলেন। অতঃপর তিনি (নিজের জন্য) হারামকৃত বস্তুকে হালাল করলেন এবং কসমের কাফফারা দিলেন।[১৫৫]

---

১৫৩. জামি' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৩; সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯২।
১৫৪. জামি' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৪।
১৫৫. জামি' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৭।

Dhaka University Institutional Repository

কুরবানী প্রসঙ্গ

কুরবানী আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম। কুরবানী ইসলামের সম্মানযোগ্য প্রতীক। সামর্থবানদের উপর কুরবানী যেমন ওয়াজিব তেমনি ছাওয়াবের কাজ। হাদীসে কুরবানীর অশেষ ফযীলতের উল্লেখ রয়েছে। আবার কুরবানী না করা বড় গুনাহও বটে। যে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না তার সম্পর্কে হাদীসে কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে।

কুরবানীর গোশত মজুত করা

ইসলামের প্রথম যুগে যখন মুসলমানদের মধ্যে মারাত্মক দরিদ্রতা অভাব অনটন ও অস্বচ্ছলতা ছিল তখন রাসূল (স.) তিন দিনের বেশী সময় কুরবানীর গোশত মজুত করতে নিষেধ করেছিলেন। অভাবী গরীব দুঃখীদের মধ্যে কুরবানীর গোশত যেন অকাতরে বিলিয়ে দেয়া হয় সেজন্য তিনি এটা করেছিলেন। পরবর্তীতে অবশ্য তিনি তিনদিনের অধিক সময় ও কুরবানীর গোশত মজুত রাখতে অনুমতি দিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত নিম্নের হাদীসে সে আলোচনা এসেছে।

عن عائشة (رض) قالت الضحية كنا نلمح منه فنقدم به الى النبى (ص) بالمدينة فقال لا تأكلوا الا ثلاثه ايام وليست بعزيمة ولكن اراد ان يطعم منه ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। আমরা মদীনায় কুরবানীর গোশত লবন দিয়ে রাখতাম। অতঃপর তা হযরত নবী করীম (স.)-এর সম্মুখে পেশ করতাম। তিনি বললেন, তোমরা তিনদিনের বেশী কুরবানীর গোশত খেয়োনা। তবে এটা কোন আবশ্যক বিষয় ছিলনা। বরং তিনি চেয়েছিলেন কুরবানীর গোশত থেকে যেন (অসহায়, গরীবদের) খেতে দেয়া হয়।[১৫৬]

عن عابس بن ربيعة قال قلت لام المؤمنين اكان رسول الله (ص) ينهى عن لحوم الاضاحى؟ قالت لا ولكن قل من كان يضحى من الناس فاحب ان يطعم من لم يكن يضحى ولقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة ايام ـ

আবিস ইবন রবীয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন (হযরত আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (স.) কি কুরবানীর গোশত মজুত করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, না, তবে খুব কম সংখ্যক লোকই কুরবানী করতেন। তাই তিনি পছন্দ করতেন যারা কুরবানী দিতে পারে না তাদের যেন খাওয়ায়। (পরবর্তীতে) আমরাও কুরবানীর জন্তুর পা রেখে দিতাম এবং দশদিন পরও তা খেতাম।[১৫৭]

১৫৬. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৩৫।
১৫৭. জামি' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

عن عائشة (رض) تقول ـ دف اهل ابيات من اهل البادية حضره الا ضاحى زمن رسول الله (صـ) فقال رسول الله (صـ) ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقى فلما كان بعد ذالك قالوا يا رسول الله (صـ) ان الناس يتخذون الاسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك فقال رسول الله (صـ) وما ذاك قالوا نهيت ان توكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال انما نهيتكم من اجل الدافة التى دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগে কুরবানীর সময় বেদুঈনদের কিছু পরিবার দুর্বল হয়ে পড়লে রাসূল (স.) বললেন, তোমরা তিনদিনের পরিমাণ গোশত জমা রেখে অবশিষ্ট গোশত সাদকা করে দাও। পরবর্তীতে লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ লোকেরাতো কুরবানীর পশুর চামড়া দিয়ে পাত্র তৈরী করছে, তার চর্বি গলাচ্ছে। হযরত রাসূল (স.) বললেন, তাতে কী হয়েছে? তারা বললো, আপনি তো তিন দিনের অধিক সময় কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন, আমি তো বেদুঈনদের দূরবস্থা দেখে একথা বলেছিলাম। সুতরাং এখন তোমরা খাও, মজুদ কর এবং সাদকা কর।[১৫৮]

কুরবানীর ফযীলত

عن عائشة (رض) ان رسول الله (صـ) قال ما عمل ادمى من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق الدم انه ليتأتى يوم القيامة بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فطيبوا بها نفسا ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স.)-এর কুরবানীর দিন রক্ত প্রবাহিত করা (কুরবানী করা) অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় মানুষের আর কোন আমলই হয় না। কিয়ামতের দিন কুরবানীর জন্তুর শিং, লোম, পায়ের খুর সবকিছুসহ উপস্থিত হবে। কুরবানীর জন্তুর রক্ত মাটিতে গড়িয়ে পড়ার পূর্বেই মহান আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদা পৌছে যায়। সুতরাং স্বচ্ছ হৃদয়ে তোমরা কুরবানী করবে।[১৫৯]

১৫৮. সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৮।
১৫৯. জামি' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

নিজ হাতে কুরবানী করা

عن عائشة (رض) ان رسول الله (ص) امر بكبش اقرن يطأ في سواد يبرك في سواد وينظر في سواد فاتى به ليضحى به فقال لها يا عائشة (رض) هلمي المديه ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم لله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحى به ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স.) কুরবানীর শিং বিশষ্ট এমন দুম্বা আনতে আদেশ দেন যা কালোর মধ্যে চলা ফেরা করে (পায়ের গোড়ালী কালো) কালোর মধ্যে শুয় (পেটের নিম্নাংশ কালো)। কালোর মধ্যে দিয়ে দেখে (চোখের চতুর্দিক কালো) সেটি আনা হলে তিনি হযরত আয়েশা (রা.)কে বললেন, ছোরটি নিয়ে এসো, এরপর বললেন, ওটা পাথরে ধার দাও। পরে তিনি সেটি নিলেন, দুম্বাটি ধরে শোয়ালেন এবং এই বলে জবাই করলেন بسم الله আল্লাহর নামে। اللهم تقبل من محمد ومن ال محمد ومن امة محمد হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ তাঁর পরিবার পরিজন ও তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে এই কুরবানী কবুল কর।[১৬০]

আকীকা

আকীকা করা মুস্তাহাব, আকীকার মধ্যে অনেক ছাওয়াব রয়েছে। এর দ্বারা নবজাতকের উপর থেকে অনেক ধরনের বালা মসিবত বিদূরিত হয়। ছেলের জন্য দুটি এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল দ্বারা আকীকা করতে হয়। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে তারই বর্ণনা রয়েছে।

عن عائشة (رض) أن رسول الله (ص) امر هم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। ছেলের জন্য দুটি সমবয়সী ছাগল এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল আকীকা দিতে হযরত রাসূল (স.) আদেশ করেছেন।[১৬১]

নবজাতকের মুখে মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য দেয়া

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট কোন নবজাতক শিশুকে নিয়ে আসা হলে তিনি খুরমা বিধিয়ে তার মুখে দিতেন। হাদীসে ইহাকেই তাহনীক বলা হয়েছে। নিম্নে হাদীসে একটি তাহনীকের ঘটনা উল্লেখ রয়েছে।

---

১৬০. সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৬।
১৬১. জামি' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

عن عائشة (رض) قالت اتى النبى (ص) بصبى يحنكه فبال عليه فاتبعه الماء ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স.)-এর নিকট তাহনীকের জন্য শিশুকে নিয়ে আসা হল। শিশুটি তার উপর পেশাব করে দিল, তিনি পেশাবের স্থানে পানি ঢেলে দিলেন।[১৬২]

পাপ কাজে কসম-মানত নিষিদ্ধ

ইসলামের দৃষ্টিতে মানত কোন পছন্দনীয় বিষয় নয়। মানতের দ্বারা কোন উপকারও হয়না। তাকদীরে যা নির্ধারিত আছে তা ঘটবেই। তবে কোন মানত করলে তা কিন্তু পূরণ করতে হবে। কিন্তু পাপকর্মের কোন মানত পূরণ করতে হবে না বরং কসমের মতই কাফফারা দিতে হবে। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা তাই প্রমাণিত হয়।

عن عائشة (رض) قالت قال رسول الله (ص) لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, পাপকার্যে মানত করা যাবে না। আর এর কাফফারা হল কসমের কাফফারার অনুরূপ।[১৬৩]

জিহাদ প্রসঙ্গ

জিহাদ ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পৃথিবীর বুকে আল্লাহর কালেমা দীন ইসলাম সমুচ্চ করার জন্য জিহাদ করতে হয়। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন রাখতে জিহাদের ভূমিকা অনন্য। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে জিহাদের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। জিহাদের বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও হযরত মুহাম্মদ (স.) জীবনে জিহাদের ঘটনা প্রবাহের আলোচনা নিয়ে হাদীসের এক সুবিশাল অধ্যায় রচিত হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে আক্রমনাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক উভয় ধরনের যুদ্ধেরই নজীর রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) ও জিহাদের বিভিন্ন প্রসঙ্গে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

নারীর জিহাদ

عن عائشة (رض) ام المؤمنين (رض) قالت استأذنت النبى (ص) فى الجهاد فقال جهادكن الحج ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত নবী করীম (স.)-এর নিকট জিহাদের অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন, তোমাদের জিহাদ হচ্ছে হজ্জ।[১৬৪]

---

১৬২. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮১।
১৬৩. জামি' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৯।
১৬৪. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৪০২।

Dhaka University Institutional Repository

জিহাদে প্রহরীর দায়িত্ব পালন করা

জিহাদে প্রহরী হিসাবে দায়িত্ব পালনের অশেষ ছাওয়াবের কথা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আয়েশা বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসও তেমন একটি হাদীস।

عن عائشة (رض) قالت كان النبى (ص) سهر فلما قدم المدينه قال ليت رجلا صالحا من اصحابى يحرسنى الليلة اذ سمعنا صوت سلاح فقال من هذا فقال انا سعد بن وقاص جئت لا حرسك ونام النبى (ص) -

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (স.) বিনিদ্র ছিলেন, মদীনায় পৌঁছে তিনি বলতেন, আজ রাতে আমার সঙ্গীদের মধ্য থেকে কোন একজন নেক লোক যদি আমাকে পাহারা দিত। (তাহলে খুবই ভাল হত।) হঠাৎ আমরা অস্ত্রের আওয়াজ শোনতে পেলাম। হযরত নবী করীম (স.) বললেন, এই লোক কে? আগন্তুক বললেন, আমি সাদ ইবন ওয়াক্কাস, আপনাকে পাহারা দিতে এসেছি। এরপর নবী করীম (স.) ঘুমিয়ে পড়লেন।[১৬৫]

মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই

মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমানদের উপর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত ফরয ছিল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর তা আর ফরয থাকেনি। কারণ তখন তো মক্কা দারুল হিজরত হয়ে গেছে। নিম্নে হাদীসে তাই বর্ণিত হয়েছে।

عن عائشة (رض) قالت انقطعت الهجره منذ فتح الله على نبيه (ص) مكة -

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তায়ালা তার নবীকে মক্কা বিজয় দান করলেন তখন থেকেই সেখানে থেকে হিজরত করা বন্ধ হয়ে গেছে।[১৬৬]

জিহাদে যিম্মির সাহায্য নেয়া

মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিককে যিম্মি বলা হয়। হযরত মুহাম্মদ (স.) কখনো জিহাদে যিম্মির সাহায্য নিয়েছেন। আবার কখনো তাদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে না দিয়ে ফেরত দিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে ফেরত দেয়ার ঘটনারই উল্লেখ রয়েছে।

---

১৬৫. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৪।
১৬৬. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

عن عائشة (رض) أن رسول الله (صـ) خرج الى بدر حتى اذا كان بحرة الوبر لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة اونجده فقال له رسول الله (صـ) تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا قال ارجع فلن استعين بمشرك ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল (স.) বদর যুদ্ধে যাত্রাকালে হাররাতুল ওয়াবার নামক স্থানে পৌছলে জনৈক মুশরিক এসে তাঁর সঙ্গে শামিল হলো। সাহসিকতা ও বাহাদুরিতে তার খুব খ্যাতি ছিল। হযরত নবী করীম (স.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখ? সে বলল না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি ফিরে যাও। আমি কখনো মুশরিকদের সাহায্য নিব না।[১৬৭]

ফারাইয প্রসঙ্গ

ফারাইয বা উত্তাধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন তোমরা ফারাইয শেখ। অন্যদের তা শেখাও, কারণ ইহা জ্ঞানের অর্ধেক। পবিত্র কুরআনে উত্তরাধিকার বণ্টন সম্পর্কে দীর্ঘ একটি আয়াত রয়েছে। এছাড়া এ সম্পর্কিত আরো কয়েকটি আয়াত রয়েছে। হাদীসে ফারাইযের বিধি-বিধান বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

মামার উত্তরাধিকার

মামা হচ্ছেন যাবীল আরহাম। যাবীল ফুরুয ও কোন প্রকার আসাবা না থাকলে যাবীল আরহামই উত্তরাধিকারী হবেন নিম্নের হাদীস টি তারই একটি প্রমাণ।

عن عائشة (رض) قالت قال رسول الله (صـ) الخال وارث من لا وارث له ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যার অন্য কোন ওয়ারিস নাই মামা হল তার ওয়ারিস।[১৬৮]

কেউ যদি কোন উত্তরাধিকারী না রেখে মারা যায়

যে ব্যক্তি কোন ওয়ারিস না রেখে মারা যায় তার পরিত্যাক্ত সম্পদ বাইতুল মালে দিয়ে দেয়া হবে। মুসলিম জনসাধারনের কল্যাণ, দরিদ্র, অভাবী এ ধরনের বাইতুল মালের ব্যায়ের খাতে তা ব্যয় করা হবে। নিম্নে হাদীসটি এ প্রসঙ্গে।

১৬৭. জামি' আত-তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৪।
১৬৮. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

عن عائشاه (رضـ) ان مولى للنبى ص وقع من عذق نخلة فمات فقال النبى انظروا هل له من وارث قالوا لا قال فادفعوه الى بعض اهل القرية ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলু (স.)-এর জনৈক আযাদকৃত দাস খেজুর গাছের মাথা থেকে পড়ে মারা যায়। রাসূল (স.) বললেন, দেখতো এর কোন উত্তরাধিকার আছে কিনা? লোকেরা বলল, কেউ নেই। রাসূল (স.) বললেন, গ্রামবাসীদের কাউকে তা দিয়ে দাও।[১৬৯]

নবীদের কেউ ওয়ারিস হয় না এবং তারাও কারো ওয়ারিস হন না

عن عائشة (رضـ) ان ازواج النبى (صـ) حين توفى رسول الله (صـ) اردن ان يبعثن عثمان الى ابن بكر يسألنه ميراثهن فقالت عائشة اليس قال رسول الله (صـ) لا نورث ماتركنا صدقه ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স.)-এর ইন্তেকাল হলে তাঁর সহধর্মিনীগণ হযরত উসমান (রা.) কে হযরত আবু বকর (রা.) এর নিকট তাদের উত্তরাধিকার চাওয়ার জন্য পাঠাতে চাইলেন। তখন হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, হযরত রাসূল (স.) কি বলেননি যে, আমাদের পরিত্যাক্ত সম্পদের কেউ ওয়ারিস হবে না। আর যা রেখে যাই তা সাদকা।[১৭০]

রেখাচিহ্ন দেখ নসব সম্পর্কে কিছু বলা

عن عائشة (رضـ) ان النبى (صـ) دخل عليها مسرورا تبرق اسارير وجهه فقال الم تر ان مجرزا نظر انفا الى زيد بن حارثه واسامة بن زيد فقال هذه الاقدام بعضها من بعض ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত নবী করীম (স.) একদিন তাঁর নিকট অত্যন্ত খুশী হয়ে এলেন। আনন্দে তাঁর চেহারার রেখাগুলো জ্বলজ্বল করছিল। বললেন, মুজায়যিয এই মাত্র যায়দ ইবন হারিছা এবং উসামা ইবন যায়দের দিকে তাকিয়ে বলেছে এই পাগুলো একটি থেকে আরেকটি উদগত হয়েছে।[১৭১]

---

১৬৯. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০।

১৭০. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৯৬।

১৭১. হযরত নবী করীম হযরত যায়দ ইবনে হারেছা এবং হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) কে খুবই ভালবাসতেন। উসামা কালো ছিলেন বলে তার জন্য সম্পর্কে কাফিররা কুৎসা রটনা করত। এতে হযরত নবী করীম (স.) কষ্ট পেতেন। মুযায়যিয ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ট রেখা চিহ্নবিদ, কাফিররা তার কথায় বিশ্বাস করত। মুযাযযিযের এই কথায় কাফিরদের সন্দেহের অপনোদন হয়েছিল বলে নবী করীম (স.) আনন্দিত হয়েছিলেন। অবশ্য ইসলামের দৃষ্টিতে রেখাচিহ্ন পিতৃত্ব প্রমাণের মাপকাঠি নয়।
সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০১; জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

তাকদীর প্রসঙ্গ

প্রত্যেক মুমিনকেই তাকদীরের ভালমন্দের উপর ঈমান রাখতে হবে। বিশ্বাস রাখতে হবে যে, প্রত্যেক মানুষের জীবনে যা ঘটছে তা পূর্বে থেকেই মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছিল, একেই তাকদীর বলে। তাকদীর অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না। তবে তাকদীরের বিষয়টি অনেক জটিল। এ নিয়ে বেশী আলোচনা পর্যালোচনা অনুচিত। তাকদীরের বিষয় নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা বান্দার কাজ নয়। বান্দার কাজ হচ্ছে নিজের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করে যাওয়া। তাকদীর অস্বীকার কারীদের উপর আল্লাহ তায়ালার লানত। এমর্মে হযরত আয়েশার (রা.) নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

عن عائشه (رضـ) قالت قال رسول الله (صـ) ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبى كان الزائد فى كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعز بذالك من اذل الله صـ ويذل من اعز الله والمستحل لحرم الله والمستحل من عترتى ما حرم الله والتارك لسنتى -

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ছয় ব্যক্তিকে আমি লা'নত করি। আল্লাহ তায়ালা লানত করেছেন এবং প্রত্যেক নবী লানত করেছেন। আল্লাহর কিতাবে সংযোজনকারী, আল্লাহর তাকদীর অস্বীকার কারী, শক্তি বলের দ্বারা ক্ষমতা দখলকারী, যে ক্ষমতার বলে সে আল্লাহ তায়ালা যাকে অপদস্ত করেছেন তাকে সম্মানিত করে। আর আল্লাহ তায়ালা যাকে সম্মানিত করেছেন তাকে অপদস্ত করে, আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তসমূহকে হালাল জ্ঞানকারী এবং আমার পরিবার পরিজনের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ হারাম করেছেন তাদেরকে হালাল জ্ঞানকারী এবং আমার সুন্নাত পরিত্যাগী।[১৭২]

শিষ্টাচার প্রসঙ্গ

শিষ্টাচার মানব জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। ইসলাম মানুষকে পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন উত্তম চরিত্র ও শিষ্টাচারের শিক্ষা দিয়েছে, পৃথিবীর অন্যকোন ধর্মে যার কোন নজীর নেই। ইসলামের এই শিষ্টাচারকে সামগ্রিকভাবে মুসলমানরা গ্রহণ করলে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি সুখের ফল্গুধারা বইবে, মাটির মানুষ হয়ে উঠবে প্রকৃত অর্থেই সোনার মানুষ। অন্যসব ধর্মাবলম্বীদের হবে ঈর্ষার বিষয়। হযরত মুহাম্মদ (স.) ও সাহাবায়ে কেরামের সোনালী যুগে বাস্তবে হয়েছিলও তাই।

১৭২. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

কন্যা ও বোনদের জন্য ব্যয় করা

বর্বরযুগের মানুষ কন্যা সন্তানকে ঘৃণা করত। কন্যারা ছিল সমাজে অপমানের কারণ, তাদের জীবন্ত কবর দেয়া হত। জীবিত থাকলেও তারা হত সকল প্রকার অধিকার বঞ্চিত। হযরত মুহাম্মদ (স.) নবী হিসাবে আবির্ভূত হয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাদেরকে সম্মানের আসনে আসীন করেছিলেন। তারাও যে পুরুষের মতই মানুষ আরবের বর্বর লোকগুলোকে তিনি তা শিখিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত ও অনেক হাদীসে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত নিম্নের হাদীস তন্মধ্যে অন্যতম।

عن عائشة (رضـ) قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها فسألت فلم تجد عندى شيئا غير تمرة فاى عطيتها اياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت ودخل النبى (صـ) فاخبرته فقال النبى (صـ) من ابتلى شئى من هذه البنات كن له سترأ من النار ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন একবার জনৈক মহিলা আমার নিকট এল। তার সঙ্গে তার দু মেয়ে ছিল। মহিলাটি আমার কাছে কিছু চাইল। কিন্তু একটি শুকনো খেজুর ছাড়া আমার নিকট আর কিছুই ছিলনা। আমি সেটাই তাকে দিয়ে দিলাম। সে তার দু মেয়েকে তা ভাগ করে দিল, নিজে কিছুই খেলনা। এরপর দাড়াল এবং বেরিয়ে গেল। হযরত রাসূল (স.) এলে আমি তাঁকে ঘটনা বললাম। তিনি বললেন, যাকে মেয়েদের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয় তারা তার জন্য জাহান্নাম থেকে রক্ষার পর্দা হয়।[১৭৩]

প্রতিবেশীর হক

এক প্রতিবেশীর প্রতি অপর প্রতিবেশীর কিছু হক রয়েছে। এই হকগুলোর ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া এবং সর্বোপরী প্রতিবেশীর সাথে সদাচারণ করার ব্যাপারে হাদীসে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নিম্নের হাদীস থেকে সহজে তা প্রতীয়মান হয়।

عن عائشة (رضـ) ان رسول الله (صـ) قال مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت انه سيورثه ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেন, জিবরীল (আ) সব সময়ই এমনভাবে প্রতিবেশী সম্পর্কে আমাকে ওসীয়ত করেছেন আমার ধারণা হয়ে ছিল তাকে শীঘ্রই ওয়ারিস বানানো হবে।[১৭৪]

১৭৩. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮৭; জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩।
১৭৪. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮৯; জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

হাদিয়া গ্রহণ করা ও তার বদলা দেয়া

হাদিয়া দেয়া এবং কেউ হাদিয়া দিলে তার বদলা দেয়া উভয়টাই হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সুন্নাত। তিনি পরস্পর হাদিয়ার আদান প্রদানকে এই বলে উৎসাহিত করেছেন। তোমরা পরস্পর হাদিয়া আদান প্রদান কর, তাহলে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে। এ ব্যাপারে আয়েশা (রা) এর হাদীস হলো–

عن عائشة (رض) ان النبى (صـ) كان يقبل الهدية ويثيب عليها -

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত নবী করীম (স.) হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং এর বদলাও দিতেন।[১৭৫]

মিথ্যা বলা

ইসলামের দৃষ্টিতে মিথ্যা বলা গুরুতর কবীরা গুনাহ। বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে একে তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। রোযা রেখে মিথ্যা বললে রোযা অসার মর্মে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে। হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে– কেউ যখন মিথ্যা বলে তখন তার এই কর্মের দুর্গন্ধের কারণে (তার সঙ্গী রহমতের) ফিরিশতা তার থেকে দূরে সরে যান।

عن عائشة (رض) قالت ما كان خلق ابغض الى رسول الله (صـ) من الكذب ولقد كان الرجل يحدث عند النبى (صـ) بالكذب فما يزال فى نفسه حتى يعلم انه احدث منها توبه -

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল (স.) এর নিকট মিথ্যা কথার চেয়ে অধিক অপছন্দনীয় আর কিছুই ছিলনা। কেউ তার সামনে মিথ্যা বললে সর্বদাই তা তাঁর মনে নাড়া দিত যতক্ষণ না তিনি জানতে পারতেন যে, লোকটি তা থেকে তাওবা করেছে।[১৭৬]

মানুষের সঙ্গে কোমল ব্যবহার

ইসলাম মানুষের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। রূঢ় ও কঠোর ব্যবহার করতে বারণ করেছে। হযরত মুহাম্মদ (স.) দল, মত, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সাথেই কোমল আচরণ করতেন। পবিত্র কুরআনে তাঁর সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের প্রতি কোমল হয়েছেন, যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে যেত।[১৭৭] হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে একজন খারাপ মানুষের সাথে রাসূল (স.)-এর কোমল আচরণের চমৎকার একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

---

১৭৫. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬।
১৭৬. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮।
১৭৭. সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

عن عائشة (رض) قالت استأذن رجل على رسول الله (صـ) وانا عنده فقال بئس ابن العشيره او اخو العشيره ثم اذن له فالان له القول فلما خرج قلت له - يارسول الله (صـ) قلت ماقلت ثم النت له القول فقال ياعائشة (رض) أن من شر الناس من تركه الناس او ودعه الناس اتقاء فحشه -

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত রাসূল (স.)-এর কাছে আসার অনুমতি চাইল। আমি সে সময় তাঁর নিকট ছিলাম। তিনি বললেন, এই লোকটি গোত্রের অত্যন্ত খারাপ লোক। এরপর তিনি তাকে আসার অনুমতি দিলেন এবং তার সাথে কোমল কথা বললেন। লোকটি বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি বললাম, হে রাসুলুল্লাহ! এই লোকটি সম্পর্কে তো আপনি যা বলার বললেন। অথচ পরে তার সঙ্গে নম্রতার সাথে কথা বললেন। তিনি বললেন, হে আয়েশা! লোকদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হল সেই ব্যক্তি যার অশ্লীল কথা থেকে আত্মারক্ষার জন্য লোকেরা তাকে ত্যাগ করে।[১৭৮]

নবী করীম (স.)-এর চরিত্র

عن عائشة (رض) قالت لم يكن النبى (صـ) فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا فى الا سواق ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو او يصفح -

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (স.) অশ্লীল বা কটূভাষী ছিলেন না। ভান করেও তিনি অশ্লীল কথা বলতেন না। তিনি বাজারে চিৎকার করতেন না। অন্যায় আচরণের মাধ্যমে অন্যায়ের বদলা দিতেন না; বরং তিনি তা ক্ষমা করে দিতেন এবং উপেক্ষা করতেন।[১৭৯]

ফিতনা প্রসঙ্গ

হযরত মুহাম্মদ (স.) অনেক ফিতনার কথা বলেছেন। ফিতনার হাদীস নিয়ে বিশাল এক অধ্যায় রয়েছে হাদীসের প্রায় সব কিতাবে। যে ফিতনা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা আমাদের জন্য একান্ত জরুরী। হযরত হুজাইফা (রা.) ও হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে ফিতনা সম্পর্কিত অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আরো কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম থেকে স্বল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর হযরত আয়েশা (রা.) থেকে তো এ সম্পর্কিত হাদীস একেবারেই হাতে গুনা কয়েকটি।

১৭৮. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৯১; সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২২; জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০।
১৭৯. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, ২১।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিধস

কিয়ামতের পূর্বে তিনটি ভূমি ধস হওয়ার কথা বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। একটি পূর্বে একটি পশ্চিমে একটি আরব উপদ্বীপে। সেসব নিদর্শনাবলী প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংগঠিত হবে না এই ভূমি ধসগুলো তার অন্যতম। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে ও এসম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

عن عائشة (رض) قالت قال رسول الله (صـ) يكون فى اضر هذه الامه خسف ومسخ وقذف قالت قلت يارسول الله انهلك وفينا الصالحون ؟ قال نعم اذا ظهر الخبث ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল (স.) বলেন এ উম্মতের শেষযুগে ভূমি ধস চেহারা বিকৃতি ও পাথর বর্ষণ হবে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমাদের মাঝে সৎলোক বিদ্যমান সত্ত্বেও কি আমাদের ধ্বংস করা হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন অন্যায়ের প্রাবল্য ঘটবে।[১৮০]

দাজ্জালের আবির্ভাব

কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ সর্বাধিক ভয়ানক। সকল নবী রাসূলগণই স্বীয় উম্মতকে কানা দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) ও দাজ্জালের ফিতনার বিশদ আলোচনা করেছেন এবং উম্মতকে তার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এ সম্পর্কে সুদীর্ঘ হাদীসও বর্ণিত হয়েছে হাদীসের প্রায় সকল কিতাবে। তবে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে এসম্পর্কে ছোট্ট একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

عن عائشة (رض) قالت سمعت رسول الله (صـ) يستعيذ فى صلاته من فتنة الدجال ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত রাসূল (স.)-কে নামাযে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।[১৮১]

স্বপ্ন প্রসঙ্গ

স্বপ্ন তিন ধরনের হয়ে থাকে ১. আল্লাহর পক্ষ থেকে নেক স্বপ্ন। কোন মুমিন তা নিজে দেখে বা তার ব্যাপারে অন্য কেউ দেখে। এধরনের স্বপ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন নেক স্বপ্ন নবুওতের ছিচল্লিশ ভাগের একভাগ। ২. যেসব স্বপ্ন শয়তান মানুষকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করার জন্য দেখায়। ৩. কল্পনা প্রসূত স্বপ্ন।

১৮০. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২।
১৮১. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহাম্মদ (স.) প্রায়ই সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করতেন। তোমরা কেউ কি স্বপ্ন দেখেছে? কেউ দেখে থাকলে তিনি তার ব্যখ্যা দিতেন। তাঁর নিজের অনেক স্বপ্নের কথাও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে হাদীসে বিস্তর আলোচনা রয়েছে।

নবীর স্বপ্ন

عن عائشة (رض) قالت سئل رسول الله (صـ) عن ورقة فقالت له خديجه انه كان صدقك ولكنه مات قبل ان تظهر فقال رسول الله (صـ) اريته فى المنام وعليه ثياب بياض ولوكان من اهل النار لكان عليه لباس غير ذالك ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) কে ওয়ারাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। হযরত খাদীজা (রা.) বলেছিলেন, ওয়ারাকা তো আপনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলেন বটে তবে আপনার প্রকাশ্যে নবুওতের দাওয়াতের পূর্বেই তিনি মার যান। হযরত রাসূল (স.) বললেন, স্বপ্নে আমাকে তাকে দেখানো হয়েছে। তার পরনে ছিল সাদা রঙ্গের পোষাক। তিনি জাহান্নামী হলে তো তার পোষাক অন্য রঙের হত।[১৮২]

সংসারের প্রতি অনাসক্তি

.হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সংসার জীবনের গোটা অধ্যায় আলোচনা করলে দেখা যায় জগত সংসারের প্রতি কোন আসক্তি লোভ লালসা তার মধ্যে মোটেই ছিলনা। কোন রকম খেয়ে দেয়ে তিনি দিনাতিপাত করেছেন। নবী ও তাঁর সহধর্মিনীদের দিনকাল অনাহারে অর্ধাহারে কেটেছে এমন অনেক বর্ণনাই হাদীস গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়। সংসারের প্রতি অনাসক্তি তাকওয়া বা পরহেজগারীর মূলকথা। দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা অদম্য স্পৃহা সম্পদের প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা লিপ্ত হয়ে তাওকয়া পরহেজগারী অর্জিত হতে পারে না।

নবী ও তাঁর পরিবারের জীবন যাপন

شبع رسول الله (صـ) من خبز عن عائشة (رض) قالت ما شعير يومين متتابعين حتى قبض ـ

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওফাত পর্যন্ত হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) পরপর দুদিন যবের রুটি ও পেট পুরে খেতে পাননি।[১৮৩]

১৮২. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪।
১৮৩. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

বিপদাপদে ধৈর্যধারণ

বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা মুমিনের গুণ। পবিত্র কুরআনে ধৈর্য ও সবরের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে ধৈর্যধারণের প্রশংসা করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ বলেন, নবী রাসূলদের উপরই সর্বাধিক বিপদাপদ এসেছে। আর তাঁরা সেসব বিপদাপদে ধৈর্যধারণও করেছেন। এ ব্যপারে আয়েশা (রা) এর বর্ণনা হলো–

عن عائشة (رض) قالت مارأيت الوجع على احد اشد منه على رسول الله (ص) ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অসুস্থতায় রাসূল (স.) থেকে অধিক কষ্ট করতে আর কাউকে আমি দেখিনি।[১৮৪]

আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করা

আল্লাহ সন্তুষ্ট করতে গিয়ে জগতের সকলেও যদি অসন্তষ্ট হয় তবু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতেই হবে মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য মহান রাব্বুল আলামীনকে অসন্তষ্ট করা জঘন্য পাপ। এর পরিণতি ভয়াবহ, বিভিন্ন হাদীস থেকে এটা প্রমাণিত।

كتبت عائشة (رض) الى معاوية (رض) سلام عليه اما بعد فانى سمعت رسول الله (ص) يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله الى الناس والسلام عليه ـ

হযরত আয়েশা (একটি চিঠির উত্তরে) হযরত মুযাবিয়ার (রা.) বরাবরে লিখলেন, সালামুন আলাইকা, আম্মাবাদ, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতে শুনেছি, মানুষের অসন্তুষ্টতে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে আল্লাহ তায়ালা মানুষের অনিষ্ট থেকে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। আর যে মহান আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি তালাশ করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে মানুষের হাতে সোপর্দ করে দিবেন।[১৮৫]

১৮৪. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫।
১৮৫. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা কুরানের তাফসীর বর্ণনা

পবিত্র কুরআনের তাফসীর হলো রাসূল (স.)-এর হাদীস। এর অসংখ্য উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে। মূলতঃ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে মানুষের দরবারে কুরআনের বিশ্লেষণের নিমেত্তে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। বিভিন্ন আয়াত থেকে তা প্রমাণিত হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকেও বিভিন্ন আয়াতের তাফসীর সম্পর্কিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-

সূরা বাকারা

فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما

عن عروة قال قلت لعائشة (رضـ) ما ارى على احد لم يطف بين الصفا والمروة وما ابالى ان لا اطوف بينهما فقالت بئس ما قلت يا ابن اختى طاف رسول الله وطاف المسلمون وانما كان من اهل لمناة الطاغية التى بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة فانزل الله فمن حج البيت اواعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما ـ

হযরত উরওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বললাম, কেউ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ না করলে তাতে আমি কোন দোষ দেখি না এবং এতদুভয়ের মাঝে তাওয়াফ না করাতে আমি পরওয়া করি না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, ভাগনে, তুমি বড় মন্দ বলেছ। হযরত রাসূল নিজেও (সাফা মারওয়ার মাঝে) তওয়াফ করেছেন। মুমিনরাও তাওয়াফ করেছেন। মুশাল্লাল নামক স্থানে মানাত মূর্তির নামে যে সকল কাফেররা ইহরাম বাধত তারা সাফা মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করত না। তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন, فمن حج البيت اواعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহর হজ্জ বা উমরা করে সে এতদুভয়ের মাঝে তাওয়াফ করতে কোন দোষ নেই।[১] তুমি যা বলছ তাই যদি হত তবে তো আল্লাহ তাআলা এভাবে বলতেন– এতদুভয়ের তাওয়াফ না করতে কোন দোষ নেই।[২]

১. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড পৃ. ১২৫।
২. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৪৮-৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

ثم افيضوا من حيث افاض الناس

عن عائشة كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسحون وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الاسلام امر الله نبيه صلان يأتى عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذالك قوله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কুরাইশ এবং যারা তাদের দীনের অনুসারী ছিল তারা (হজ্জের সময়) মুযদালিফায় অবস্থান করত। আর কুরাইশরা নিজেদের সাহসে ও ধৈর্যে অটল বলে অভিহিত করত। অপরাপর আরবগণ আরাফায় অবস্থান করত। ইসলামের আগমন হলে আল্লাহ তাআলা তার নবীকে আরাফায় অবস্থান এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন। ثم افيضوا من حيث افاض الناس - এরপর অপরাপর লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন কর।

وهو الد الخصام

عن عائشة (رضـ) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الرجال إلى الله الالد الخصم -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক ঘৃণ্য মানুষ হল অনবরত জগড়াটে লোক।[৩]

حافظوا على الصلوات والصلواة الوسطى

عن ابى يونس مولى عائشة (رضـ) قال امرتنى عائشة (رضـ) ان اكتب لها مصحفا فقالت اذا بلغت هذه الاية فاذنى (حافظوا على الصلوات والصلواة الوسطى) فلما بلغتها اذنتها فأملت على حافظوا على الصلوات والصلواة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين وقالت سمعتها من رسول الله (صـ) -

৩. জামি' আততিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশার (রাঃ) আযাদকৃত দাস আবু ইউনূস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রাঃ) আমাকে তাঁর জন্য পবিত্র কুরআনের একটি কপি লিখতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, যখন এই আয়াতটিতে পৌঁছবে তখন আমাকে জানাবে। আয়াতটি হচ্ছে- حافظوا على الصلوات والصلواة الوسطى - তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও বিশেষকরে মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি।

আমি যখন এই আয়াতে পৌঁছি তখন তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি আমাকে লিখলেন حافظوا على الصلوات والصلواة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين - তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও বিশেষভাবে মধ্যবর্তী সালাত আসরের নামায-এর প্রতি এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াবে বিনীতভাবে। তিনি বললেন, আমি তা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে শুনেছি।[৪]

واحل الله البيع وحرم الربا

عن عائشة (رض) قالت لما نزلت الايات من اخر سورة البقرة فى الربا قرأها رسول الله على الناس ثم حرم التجارة فى الخمر -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুদ সম্পর্কিত সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলে হযরত রাসূল (স.) লোকদের তা পাঠ করে শোনালেন। তারপর মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ করলেন।[৫]

ان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله

عن امية انها سألت عائشة (رض) عن قول الله تعالى ان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله وعن قوله من يعمل سوء يجز به فقالت ما سألنى احد منذ سألت رسول الله (ص) فقال هذه معاتبة الله العبد فيما يصيبه من الحمى والنكبة حتى البضاعة يضعها فى يقميصه فيفقدها فيفزع لها حتى ان العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الاحمر من الكير -

৪. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ১২৭।
৫. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৫১।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উমাইয়া থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে নিম্নোক্ত দুটি আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন– ان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله - তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন কর আল্লাহ তোমাদের থেকে তার হিসাব নিবেন (বাকারা ঃ ২৮৪) এবং من يعمل سوء يجز به - কেউ মন্দ কাজ করলে সে তার প্রতিফল পাবে। (নিসা ঃ ১২৩) হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, এ বিষয়ে আমি হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞাসা করার পর আর কেউ আমাকে এই প্রশ্ন করেনি। তিনি বলেছেন– আল্লাহ তায়ালা জ্বর-জারি, বিপদ-আপদের মাধ্যমে বান্দাকে যে শাস্তি দেন এ হল তা। এমনকি যে সামান্য জিনিসপত্র সে জামার হাতার মধ্যে রাখে তা হারিয়ে গেলে যে পেরেশানী তার হয় তাও। (তাতেও তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।) অবশেষে (আগুনে পুড়ে) লাল সোনা যেমন হাঁপর থেকে নির্মল হয়ে বেরিয়ে আসে তেমনি বান্দাও তার গুনাহসমূহ থেকে নির্মল হয়ে বেরিয়ে আসে।[৬]

সূরা আলে ইমরান

هو الذى انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات الاية

عن عائشة (رض) قالت سئل رسول الله عن هذه الاية (هو الذى انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات إلى اخر الايه) - فقال رسول الله (ص) فاحذروهم -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-কে এ আয়াতটির তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল هو الذى انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات (ال عمران/৭) - তিনিই আপনার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কতক তো মুহকামাত দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট। এগুলোই কিতাবের মূল। আর কতক হল মুতাশাবিহাত - রূপক। (সূরা আল ইমরান– ৭) হযরত রাসূল (স.) বললেন, তোমরা যখন ঐ সকল লোকদের দেখবে যারা মুতাশাবিহাত আয়াতগুলোর অনুসরণ করছে, তখন জানবে এরাই তারা যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তাদের থেকে তোমরা সাবধান থেকো।[৭]

৬. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ১২৮।
৭. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ১২৮।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা নিসা

ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف

عن عائشة (رض) فى قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف انها نزلت فى مال اليتيم اذا كان فقيرا انه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী- ومن كان غنيا - فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف - যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে। (সূরা নিসা ঃ আয়াত-৬) আয়াতটি এতিমের মাল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক বিত্তহীন হলে রক্ষণাবেক্ষণের বিনিময়ে সঙ্গত পরিমাণে তা থেকে ভোগ করবে।[৮]

وإن كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط

عن عائشة (رض) قالت هلكت قلادة لاسماء فبعث النبى (ص) فى طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فانزل الله اية التيمم ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার নিকট থেকে) আসমার একটি হার হারিয়ে গিয়েছিল। তা খুঁজতে হযরত রাসূল (স.) কয়েকজন লোক পাঠিয়েছিলেন, তখন নামাযের সময় হয়ে গেল। তাদের কাছে পানি ছিল না, আবার অযূর পানিও পেলেন না। তারা অযূ ছাড়াই নামায আদায় করলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা তায়াম্মুমের বিধান অবতীর্ণ করলেন।[৯]

ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم

عن عائشة (رض) و يستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن قالت عائشة هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فاشركته فى ماله حتى فى العذق فيرغب ان ينكحها ويكره ان يتزوجها رجلا فيشركه فى ماله بما شركته فيعضلها فنزلت هذه الايه ـ

৮. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৫৮।
৯. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن ..... وترغبون ان تنكحوهن লোকেরা আপনার নিকট নারীদের সম্পর্কে সমাধান জানতে চায়। আপনি বলুন, আল্লাহই তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে সমাধান দিচ্ছেন, এবং এতিম নারীদের সম্পর্কে (যাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না অথচ তোমরা তাদের বিয়ে করতে চাও, অসহায় শিশুদের সম্পর্কে এবং এতিমদের প্রতি তোমাদের ন্যায়বিচার সম্পর্কে) যা কিতাবে শোনানো হয়। (সূরা নিসা ঃ আয়াত- ১২৭) আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার নিকট এতিম বালিকা থাকে, সে তার অভিভাবক ও মুরব্বী এবং ঐ বালিকা সেই অভিভাবকের সম্পত্তির অংশীদার হয়ে যায়, এমনকি খেজুর বৃক্ষেও। সে তাকে বিয়ে করা থেকে বিরত থাকে। অন্য কারো নিকট বিয়ে দিতেও অপছন্দ করে এ আশংকায় যে, তার যেই সম্পত্তিতে বালিকা তার অংশীদার তাতে তৃতীয় ব্যক্তি অংশীদার হয়ে যাবে। এভাবে সে ঐ বালিকাকে আবদ্ধ করে রাখে। তাই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।[১০]

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا اواعراضا

عن عائشة (رضـ) وأن امرأة خافت من بعلها نشوزا اواعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها أن يفارقها فتقول اجعلك من شانى فى حل نزلت هذه الايه ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا - কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে (সূরা নিসা ঃ আয়াত- ১২৮) আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেছেন, কারো বিবাহধীন কোন মহিলা থাকে। কিন্তু স্বামী তার প্রতি আকৃষ্ট নয় বরং তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চায়। তখন স্ত্রী বলে আমার এই পাওনায় আমি তোমাকে অব্যহতি দিচ্ছি। এতদুপলক্ষে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।[১১]

সূরা মায়িদা

عن عائشة (رضـ) قالت من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما انزل عليه فقد كذب والله يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك الايه ـ

১০. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৬১।
১১. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৬২।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কেউ তোমাকে বলে যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) তার প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের সামান্যও গোপন করেছেন তাহলে সে মিথ্যা বলল। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك - হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন। (সূরা মায়িদা ঃ আয়াত- ৬৭)[১২]

عن عائشة (رض) قالت كان النبى (ص) يحرس حتى نزلت هذه الايه والله يعصمك من الناس فاخرج رسول الله (ص) رأسه من القبة فقال لهم يا ايها الناس انصرفوا فقد عصمنى الله - (ترمذى - ابواب التفسير - ص : ١٣٥، ج : ٢)

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (স.)-কে পাহারা দেয়া হত। والله يعصمك من الناس আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। (সূরা মায়িদা ঃ আয়াত- ৬৭) আয়াতটি অবতীর্ণ হলে রাসূল (স.) হুজরা থেকে মাথা বের করে পাহারাদারদের বললেন, হে লোক সকল! তোমরা চলে যাও। আল্লাহ তায়ালা আমাকে হেফাযত করেছেন।[১৩]

لا يؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم

عن عائشة (رض) ان ا باها كان لا يحنث فى يمين حتى انزل الله كفارة اليمين فقال ابو بكر (رض) لا ارى يمينا ارى غيرها خيرا منها الا قبلت رخصه الله وفعلت التى هو خير -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তার পিতা কোন শপথই ভঙ্গ করতেন না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা শপথ ভঙ্গের কাফফারার বিধান নাযিল করলেন। আবু বকর (রাঃ) বললেন, শপথকৃত কাজের বিপরীতটি যদি আমি উত্তম ধারণা করি তবে আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগটি গ্রহণ করব এবং উত্তম কাজটিই সম্পাদন করব।[১৪]

ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام

عن عائشة (رض) قالت قال رسول الله (ص) رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا ورأيت عمرا يجر قصبه وهو اول من سيب السوائب -

১২. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৬৪।
১৩. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩৫।
১৪. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল (স.) বলেন, আমি জাহান্নাম দেখেছি যে তার একাংশ অপর অংশকে ভেঙ্গে ফেলছে। (বা প্রবলভাবে জড়িয়ে রয়েছে) আমরকে দেখেছি সে তার নাড়িভুঁড়ি টানছে। সেই প্রথম ব্যক্তি যে সায়িবা প্রথা চালু করে।[১৫]

সূরা আনআম

لا تدركه الابصار

عن عائشة (رض) قالت ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد اعظم على الله القرية من زعم أن محمدا رأى ربه فقد اعظم على الله الفرية والله يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير - وما كان لبشر أن يكلم الله الا وحيا او من وراء حجاب وكنت متكئا فجلست فقلت يا ام المؤمنين انظريني ولا تعجليني اليس يقول الله ولقد رأه نزلة اخرى ولقد رأه بالافق المبين قالت انا اول من سأل عن هذا رسول الله قال انما ذالك جبريل ما رأيته فى الصورة التى خلق فيها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادءا عظم خلقه ما بين السماء والارض -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনটি বিষয় এমন যে এর কোন একটি বলল, সে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ভীষণ অপবাদ আরোপ করল। যে একথা বলে যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন সে আল্লাহর উপর ভীষণ অপবাদ আরোপ করল। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন, لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير - তিনি (আল্লাহ) দৃষ্টির অধিগম্য নন। তবে দৃষ্টিশক্তি তার অধিগত এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক পরিজ্ঞাত। (আনআম ঃ ১০৩) তিনি আরো ইরশাদ করেন, وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا اومن وراء حجاب - মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন অহীর মাধ্যমে বা পর্দার আড়াল ব্যতিরেকে। (শূরা ঃ ৫১) (মাসরুক বলেন) আমি তো টেক দিয়ে বসা ছিলাম। এবার সোজা হয়ে বসে বললাম, উম্মুল মুমিনীন! থামুন, আমাকে সময় দিন, ত্বরা করবেন না। মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে কি ইরশাদ করেননি। ولقد رأه نزلة اخرى তিনি [রাসূল (স.)] তো তাঁকে (আল্লাহকে) আরেকবার দেখেছেন। ولقد رأه بالافق المبين - তিনি তাঁকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি সে ব্যক্তি যে প্রথম হযরত রাসূল (স.)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে। তিনি বলেছেন, তিনি তো ছিলেন জিবরাঈল। কেবলমাত্র এই দুইবারই আমি তাঁকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছি। আমি তাকে আসমান থেকে অবতরণ করতে দেখেছি। তাঁর বিরাট দেহ আসমান-জমিনের মাঝের সবটুকু ঢেকে ফেলেছিল।[১৬]

---

১৫. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৬৫।

১৬. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা ইউসুফ

حتى اذا ستيأس الرسل

عن عروة عن عائشة (رضـ) قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى حتى اذا ستيأس الرسل قال قلت اكذبوا ام كذبوا قالت عائشة كذبوا قلت فقد استيقنوا ان قومهم كذبوهم فما هو بالظن قالت اجل لعمرى لقد استيقنوا بذالك فقلت لها وظنوا انهم قد كذبوا قالت معاذا الله لم تكن الرسل تظن ذالك بربها قلت فما هذه الايه قالت هم اتباع الرسل الذين امنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى اذا ستيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل ان اتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذالك ـ

উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে মহান আল্লাহর বাণী حتى اذا ستيأس الرسل - এমনকি যখন রাসূলরা নিরাশ হয়ে গেলেন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আয়াতে শব্দটা كذبوا না كذبوا (তাশদীদসহ নাকি তাশদীদ ব্যতীত) হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, كذبوا - আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ) যখন পূর্ণ বিশ্বাসই করলেন, তাদের সম্প্রদায় তাদেরকে মিথ্যারোপ করবে তখন আর الظن (ধারণা)-এর অর্থই বা কি? হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার জীবনের কসম! তারা পূর্ণ বিশ্বাসই করেছিলেন। আমি বললাম, তাহলে ظنوا انهم قد كذبوا অর্থ কী? হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, মায়াযাল্লাহ রাসূলগণ কখনো আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা করতে পারেন না। আমি বললাম, তাহলে আয়াতের অর্থ কী? তিনি বললেন, তারা হচ্ছে রাসূলদের অনুসারী। যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছে। রাসূলদের সত্য বলে স্বীকার করেছে। তারপর তাদের উপর দীর্ঘকাল যাবত নির্যাতন চলেছে। আল্লাহর সাহায্য আসতেও বিলম্ব হয়েছে। এমনকি রাসূলগণ যখন তাদের সম্প্রদায়ের মিথ্যারোপকারীদের ঈমান আনা সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছেন এবং তাঁদের এ ধারণা জন্মেছে যে, এখন তাঁদের অনুসারীরাও তাঁদের প্রতি মিথ্যারোপ করতে শুরু করবে– এমতাবস্থায়ই তাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য আসল।[১৭]

১৭. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৮০।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা ইবরাহীম

يوم تبدل الارض غير الارض

عن مسروق قال تلت عائشة (رض) هذه الاية "يوم تبدل الارض غير الارض" ـ قالت يا رسول الله فاين يكون الناس؟ قال على الصراط ـ

হযরত মাসরূক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন يوم تبدل الارض غير الارض - যেদিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা তখন কোথায় থাকবে। রাসূল (স.) বললেন, সিরাতের উপর।[১৮]

সূরা আম্বিয়া

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة

عن عائشة (رض) أن رجلا قعد بين يدى النبى (ص) فقال يا رسول الله ان لى مملوكين يكذبوننى ويخونوننى ويعصوننى واشتمهم واضربهم فكيف اتا منهم قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك اياهم فان كان عقابك اياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وان كان عقابك اياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك وإن كان عقابك اياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل قال فتنحى الرجل فجعل يبكى ويهتف فقال رسول الله (ص) اما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال الايه ـ فقال الرجل والله يا رسول الله ما اجد لى ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم اشهدكم انهم احرار كلهم ـ

১৮. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি হযরত রাসূল (স.)-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার গোলাম আছে। তারা আমার সাথে মিথ্যা বলে, বিশ্বাসঘাতকতা করে, অবাধ্যতা করে। আমি এদের গালমন্দ করি, মারধর করি। সুতরাং তাদের ব্যাপারে আমি কেমন? তিনি বললেন, তোমার সঙ্গে তারা যে খেয়ানত করেছে, নাফরমানী করেছে, মিথ্যা বলেছে আর এসবের জন্য তুমি তাদের যে শাস্তি দিয়েছ তা হিসাব করা হবে। তোমার শাস্তি প্রদান যদি তাদের অপরাধের সমপরিমাণ হয় তবে তো বরাবর হয়ে গেল। তুমি কিছু পাবে না, তোমার কোন ক্ষতিও হবে না। আর তোমার শাস্তি প্রদান যদি এদের অপরাধের কম হয় তবে অতিরিক্ত তোমার পাওনা থাকবে। তোমার শাস্তি যদি তাদের অপরাধের চেয়ে অধিক হয় তবে যতটুকু বেশি হয়েছে তোমার থেকে তার প্রতিশোধ নেয়া হবে। (বর্ণনাকারীগণ বলেন) লোকটি একপাশে চলে গিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। হযরত রাসূল (স.) বললেন, তুমি কি আল্লাহর কিতাব পাঠ কর না? ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال ..... আমি কিয়ামত দিবসে ইনসাফের মানদন্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। (সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত- ৪৭) লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! এদেরকে পৃথক করে ছেড়ে দেয়া ছাড়া আমার ও তাদের জন্য আর কোন কিছু পাচ্ছি না। আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি এরা সকলে আযাদ।[১৯]

সূরা মুমিনুন

والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله

عن عائشة (رض) قالت سألت رسول الله عن هذه الايه والذين يؤتون ما اتو وقلوبهم وجله قالت عائشة هم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ان لا يقبل منهم اولئك الذين يسارعون فى الخيرات -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি সম্পর্কে আমি হযরত রাসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, والذين يؤتون ما اتو وقلوبهم وجله - আর যারা দান করে এবং তাদের অন্তর ভীত কম্পিত। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, এরা কি তারা যারা মদ পান করে এবং চুরি করে? তিনি বললেন, না, হে সিদ্দীক তনয়া, বরং এরা হল ঐ সকল লোক যারা সিয়াম পালন করে, সালাত আদায় করে, সাদকা দেয়। অথচ তাদের পক্ষ থেকে এসব কবুল না হওয়ার আশংকা করে। এরাই তারা যারা কল্যাণের দিকে দ্রুত ধাবমান এবং তার দিকে অগ্রগামী।[২০]

১৯. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ১৪৯।
২০. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা নূর

وليضربن بخمرهن

عن عائشة (رض) تقول لما نزلت هذه الاية وليضربن بخمرهن على جيوبهن اخذت ازرهن فشققنها من قبل الحواشى فاختمرن بها - (بخارى - كتاب التفسير - باب قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن - ج : ٢، ص : ٧٠٠)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলতেন, وليضربن بخمرهن على جيوبهن তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন ওড়না দ্বারা আবৃত করে– আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হল তখন মুহাজির মহিলারা তাদের তহবন্দের পার্শ্ব ছিঁড়ে ওড়না হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল।[২১]

সূরা শুয়ারা

وانذر عشيرتك الاقربين

عن عائشة (رض) قالت لما نزلت هذه الايه وانذر عشيرتك الاقربين قال رسول الله يا صفيه بنت عبد المطلب يا فاطمة بنت محمد يا بنى عبد المطلب انى لا املك لكم من الله شيئا سلونى من مالى ما شئتم -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وانذر عشيرتك الاقربين আয়াতটি অবতীর্ণ হলে হযরত রাসূল (স.) বললেন, হে আবদুল মুত্তালিব কন্যা সাফিয়্যা, মুহাম্মদ কন্যা ফাতিমা, বানু আবদুল মুত্তালিব আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছুই অধিকার রাখি না। আমার সম্পদ থেকে তোমরা যা ইচ্ছা চাইতে পার।[২২]

সূরা আহযাব

ترجى من تشاء منهن اليك وتووى اليك

عن عائشة (رض) قالت كنت اغار على اللاتى وهبن انفسهن لرسول الله واقول اتهب المرأة نفسها فلما انزل الله ترجى من تشاء منهن وتووى اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك قلت ما ارى ربك الا يسارع فى هواك -

---

২১. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৭০০।

২২. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ১৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব মহিলা নিজেকে হযরত রাসূল (স.)-এর কাছে হেবাস্বরূপ ন্যাস্ত করে দেন তাদের আমি ঘৃণা করতাম। আমি (মনে মনে) বলতাম, মহিলারা কি নিজেকে অর্পণ করতে পারে? এরপর যখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন– ترجى من تشاء منهن الايه - "আপনি তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা আপনার কাছ থেকে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট স্থানও দিতে পারেন। আর আপনি যাকে দূরে রেখেছেন তাকে কামনা করলে আপনার কোন অপরাধ নেই।" তখন আমি বললাম, আমি তো দেখছি আপনি যা ইচ্ছা করেন আপনার রব তা দ্রুত পূরণ করেন।[২৩]

عن عائشة (رض) أن رسول الله (صـ) كان يستاذن فى يوم المرأة منا بعد ان انزلت هذه الاية ترجى من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك فقلت لها ما كنت تقولين؟ قالت كنت اقول له إن كان ذاك إلى فانى لا اريد يا رسول الله ان اوثر عليك احدا ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত রাসূল (স.) স্ত্রীদের সঙ্গে অবস্থানের পালার ব্যাপারে আমাদের নিকট অনুমতি চাইতেন। এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পরও– ترجى من تشاء منهن আপনি তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট থেকে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে আপনার নিকট স্থানও দিতে পারেন এবং আপনি যাকে দূরে রেখেছেন তাকে কামনা করলে তাতে আপনার কোন অপরাধ নেই। বর্ণনাকারী মুয়ায বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি উত্তর দিতেন? তিনি বলেন, আমি তাকে বলতাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ বিষয়ের এখতিয়ার যদি আমার থেকে থাকে তাহলে আমি আপনার ব্যাপারে কাউকে অগ্রাধিকার দিতে চাই না।[২৪]

সূরা আহক্বাফ

فلما رأه عارضا مستقبل اوديهم قالوا هذا عارض ممطرنا

عن عائشة (رض) زوج النبى (صـ) قالت ما رأيت رسول الله (صـ) ضاحكا حتى ارى لهواته انما كان يتبسم وكان اذا رأى غيما او ريحا عرف فى وجهه قالت يا رسول الله إن الناس اذا رأوا الغيم فرحوا رجاء ان يكون فيه المطر واراك اذا رأيته عرف فى و جهك الكراهية فقال يا عائشة ما يومنى ان يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقال هذا عارض ممطرنا ـ

২৩. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৭০৬।
২৪. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত রাসূল (স.)-কে এমনভাবে কখনো হাসতে দেখিনি যাতে তার কণ্ঠনালীর আলাজিভ দেখা যায়। তিনি মুচকি হাসতেন। যখনই তিনি মেঘ অথবা ঝঞ্ঝা বায়ু দেখতেন তখনই তাঁর চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাঁপ ফুটে উঠত। হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মেঘ দেখলে মানুষ বৃষ্টির আশায় আনন্দিত হয়। কিন্তু আপনি যখন মেঘ দেখেন তখন আপনার চেহারায় (দুশ্চিন্তায়) অপছন্দের ছাঁপ ফুটে উঠে। হযরত রাসূল (স.) বললেন, আয়েশা! এতে যে আযাব নেই সে ব্যাপারে আমি কী করে নিশ্চিন্ত নির্ভয় হতে পারি? বাতাসের দ্বারা তো এক সম্প্রদায়কে আযাব দেয়া হয়েছে। এক সম্প্রদায় তো আযাব (মেঘ) দেখেই বলেছিল, এতো আমাদের বৃষ্টি দান করবে।[২৫]

সূরা ফাতহ

ليغفرلك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر

عن عائشة ان نبى الله (صـ) كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة (رضـ) لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا احب ان اكون عبدا شكورا فلما كثر لحمه صلى جالسا فاذا اراد ان يركع قام فقرأ ثم ركع ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী (স.) রাতে এত বেশি নামায আদায় করতেন যে, তাঁর দুই পা ফুলে যেত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন তদুপরি আপনি কেন এত কঠোর পরিশ্রম করছেন? তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? পরবর্তীতে তাঁর মেদ বেড়ে গেলে তিনি বসে বসে নামায আদায় করতেন। যখন রুকু করার ইচ্ছা করতেন তখন দাঁড়িয়ে কেরাত পড়তেন। তারপর রুকু করতেন।[২৬]

সূরা মুমতাহিনা

اذا جاءك المؤمنات مهاجرات

عن عائشة (رضـ) زوج النبى (صـ) أن رسول الله (صـ) كان يمتحن من هاجر اليه من المؤمنات بهذه الاية بقول الله يا ايها النبى اذا جاءك المؤمنات يبايعنك الى قوله غفور رحيم ـ قال عروة قالت عائشة (رضـ) فمن اقر بهذا الشرط من قال لها رسول الله (صـ) قد بايعتك كلاما ولا والله مامست يده يد امرأة قط فى المبايعة ما يبايعهن الا بقوله قد بايعتك على ذالك ـ

২৫. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৭১৫।
২৬. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৭১৬।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মুমিন মহিলা হযরত রাসূল (স.)-এর নিকট হিজরত করে এলে তিনি তাকে আল্লাহর এ আয়াতের ভিত্তিতে পরীক্ষা করতেন। اذا جاءك المؤمنات ..... হে নবী! মুমিন নারীগণ যখন আপনার নিকট এমের্ম বায়আত করতে আসে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, সজ্ঞানে কোন অপবাদ রটাবে না এবং সৎ কাজের অমান্য করবে না। তখন তাদের বায়আত গ্রহণ করবেন। এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (মুমতাহিনা ঃ আয়াত-১২) হযরত উরওয়া বলেন, আয়েশা (রাঃ) বলেছেন এ শর্তে মুমিন নারীগণ বায়আত করেতে সম্মত হয়েছে। রাসূল তাঁকে বললেন, আমি এ কথার বায়আত করলাম। আল্লাহর কসম বায়আতে কোন নারীকে আমার এ হাত স্পষ্ট করেনি।[২৭]

সূরা ইনশিক্বাক

فاما من اوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب

عن عائشة (رض) قالت قال رسول الله (صـ) ليس احد يحاسب الا هلك قالت قلت يا رسول الله جعلنى الله فداك اليس يقول الله عز وجل فاما من اوتى كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذاك العرض يعرضون فمن نوقش الحساب هلك ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত নবী করীম (স.)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামত দিবসে যারই হিসাব নেয়া হবে সেই ধ্বংস হবে। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন। আল্লাহ তায়ালা কি বলেননি যে, فاما من اوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا - যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেয়া হবে। রাসূল (স.) বললেন, এটা তো উপস্থাপন, মানুষকে উপস্থাপন করা হবে। যার চুলচেরা হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।[২৮]

সূরা নাসর

عن عائشة (رض) قالت ما صلى النبى (صـ) صلاة بعد أن نزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح الا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلى ـ

২৭. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৬।
২৮. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৭৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اذا جاء نصر الله والفتح সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত নবী করীম (স.) যে নামাযই আদায় করেছেন তাতেই এই দুআ পড়তেন- سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلى - হে আল্লাহ তুমি পবিত্র, তুমি আমার রব, সকল প্রশংসা তোমারই। হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা কর।[২৯]

সূরা ফালাক্ব

عن عائشة (رض) أن النبى (ص) نظر إلى القمر فقال يا عائشة (رض) استعينى بالله من شر هذا فان هذا الغاسق اذا وقب -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (স.) একবার চাঁদের দিকে তাকালেন। এরপর আমাকে বললেন, হে আয়েশা! এর অকল্যাণ থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও। কারণ এটিই গাসিক। আধারের বস্তু যা আধারে নিমজ্জিত করে।[৩০]

ফাযাইলে কুরআন

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অতি পবিত্র ও মহান, তাই তাঁর কালামও অতি পবিত্র, বড়, শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান। অর্থ না জেনে ও বুঝে পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াতে রয়েছে অশেষ ছওয়াব ও ফযীলত। তদুপরি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, তার মর্ম উপলব্ধি, সে অনুসারে আমল করা, অন্যকে কুরআন পড়তে শিখানো ইত্যাদির অনেক ছওয়াব ও ফযীলতের কথাও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ বিশেষ সময়ে, সমস্যায়, বিপদাপদে, দুঃখ দুর্দশা, মৃত্যু যন্ত্রণার সময় ও কবর যিয়ারতের সময় ইত্যাদি বিশেষ মুহূর্তগুলোর জন্যও পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের তাৎপর্যপূর্ণ ওযীফাও রয়েছে। যা ফলদায়ক বলে বাস্তবেও প্রমাণিত। সর্বোপরি পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াতের মাধ্যমে মুমিনের ঈমানের পূর্ণতা লাভ হয়, হৃদয়-মন স্বচ্ছ নূরানী, নিষ্কলুষ ও রোগমুক্ত হয় বলেও পবিত্র হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায়।এ সম্পর্কিত হাদীসগুলোকেই আমরা হাদীস গ্রন্থসমূহের যথাস্থলে কুরআন অধ্যায়ে পড়তে পাই। হাদীস গ্রন্থসমূহে ফাযাইলে কুরআন সম্পর্কিত হাদীসের সমৃদ্ধ সম্ভার রয়েছে। তবে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে এ সম্পর্কে মাত্র কয়েকটি হাদীসই বর্ণিত হয়েছে।

সূরা বনী ইসরাঈলের ফযীলত

قالت عائشة (رض) كان النبى (ص) لا ينيام على فراشه حتى يقرأ بنى اسرائيل والزمر -

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত নবী করীম (স.) সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা যুমার তিলাওয়াত না করা পর্যন্ত ঘুমাতেন না।[৩১]

---

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪২।
৩০. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ১৭৪।
৩১. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ১২০।

সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর ফযীলত

عن عائشة (رض) أن رسول الله (ص) كان اذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت اقرأ عليه وامسح بيده رجاء بركتها ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। যখনই হযরত নবী করীম (স.) অসুস্থ হতেন তখনই তিনি মুআব্বিযত (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পড়ে নিজের উপর ফুঁক দিতেন। যখন তার রোগ কঠিন আকার ধারণ করল তখন বরকত লাভের জন্য আমি তা পড়ে তার হাত দিয়ে শরীর মুছে দিতাম।[৩২]

পবিত্র কুরআন মুখস্ত করার পর ভুলে যাওয়া অনুচিত

পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণ বা আংশিক মুখস্ত করার পর তা আবার অবহেলা অবজ্ঞা, তিলাওয়াত না করার কারণে ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে হাদীসে কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি এ সংশ্লিষ্ট।

عن عائشة (رض) قالت سمع رسول الله رجلا يقرأ فى سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد اذكرنى كذا وكذا اية كنت انسيتها من سورة كذا وكذا ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের বেলায় রাসূল (স.) এক ব্যক্তিকে পবিত্র কুরআন পাঠ করতে শুনে বললেন, আল্লাহ তাকে রহম করুন। সে আমাকে অমুক অমুক সূরার অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। যা আমি ভুলতে বসেছিলাম।[৩৩]

কিরআত প্রসঙ্গ

পবিত্র কুরআনের কোন কোন আয়াতের কোন কোন শব্দের একাধিক কিরআত বা পঠন-রীতি রয়েছে। নবী ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা এসব কিরাত প্রমাণিত। সুতরাং সেসব আয়াতের শব্দগুলোকে বিভিন্ন কেরআতে পড়া যায়। হাদীসগ্রন্থসমূহে এই বিভিন্ন কিরআত সম্পর্কিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত এমন একটি বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

عن عائشة (رض) أن النبى (ص) كان يقرأ فروح و ريحان وجنة نعيم ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত নবী করীম (স.) (সূরা ওয়াকিয়ার নিম্নের আয়াতটি এভাবে) পাঠ করতেন- فروح وريحان وجنة نعيم - তবে তাঁর জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখময় উদ্যান।[৩৪]

---

৩২. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৭৫০।
৩৩. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৭৫৩।
৩৪. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ১২১।

Dhaka University Institutional Repository

দুআ প্রসঙ্গ

দুআ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– দুআ ইবাদতের মূল। মানুষ মানুষের নিকট কোন বস্তু চাইলে সে বিরক্ত বোধ করে। কিন্তু আল্লাহর দরবারে দুআ করলে, কোন কিছু যাচনা করলে তিনি বরং সন্তুষ্ট হন। হযরত মুহাম্মদ (স.) দুআ করতেন, উম্মতকেও তিনি দুআ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। বিপদাপদে বিভিন্ন প্রয়োজনে যেমন মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে নিজ ভাষায় দুআ করতে হবে বা হাদীসে বর্ণিত দুআ করতে হবে তদ্রূপ প্রতিদিনই বিশেষ বিশেষ সময়ে পড়ার মত বিভিন্ন দুআও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ বিশেষ রাতে পড়ার জন্য ও বিভিন্ন দুআ বর্ণিত হয়েছে। এসব দুআ পড়া যেমন অনেক ছওয়াবের কাজ তেমনি পার্থিব জীবনে অনেক ফলদায়কও বটে। হাদীসের কিতাবসমূহে এ ধরনের দুআ সম্পর্কিত বহু হাদীস নিয়ে বিশাল অধ্যায় রচিত হয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করা

عن عائشة (رض) قالت كان رسول الله (صـ) يذكر الله على كل احيانه ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করতেন।[৩৫]

শোয়ার সময় কুরআন থেকে কিছু পাঠ করা

عن عائشة (رض) أن النبى (صـ) كان اذا اوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفخ فيهما فقرأ فيهما (قل هو الله احد) و (قل اعوذ برب الفلق) و (قل اعوذ برب الناس) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما اقبل من جسده يفعل ذالك ثلاث مرات ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত নবী করীম (স.) প্রতি রাতেই যখন শয্যাগ্রহণ করতেন তখন তার দুই অঞ্জলী একত্র করে তাতে ফুঁ দিতেন। সে সময় সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক, সূরা নাস পাঠ করতেন। তারপর উভয় হাত দ্বারা শরীরের যতটুকু সম্ভব মুছতেন। মাথা চেহারা এবং শরীরের সামনের দিক থেকে তা শুরু করতেন। এভাবে তিনি তিনবার করতেন।[৩৬]

৩৫. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ১৭৬।
৩৬. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

রাতের নামায সূচনাকালের দুআ

قال ابو سلمة سألت عائشة (رض) بأى شئ كان النبى (ص) يفتتح صلاته اذا قام من الليل؟ قال اذا قام من الليل افتتح صلاته فقال اللهم رب جبرئيل وميكائيل واسرافيل فاطر السموت والارض وعالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك على صراط مستقيم.

আবু সালমা বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত নবী করীম (স.) রাতে যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন কী পাঠ করে তিনি নামায শুরু করতেন? তিনি বললেন, তিনি রাতে যখন উঠতেন তখন তার নামায শুরু করতে গিয়ে বলতেন–

اللهم رب جبرئيل وميكائيل واسرافيل فاطر السموت والارض وعالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك على صراط مستقيم

হে আল্লাহ! জিবরীল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের রব, আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, অদৃশ্য ও দৃশ্য সবকিছু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তুমিই তো তোমার বান্দাদের মাঝে মীমাংসা করবে সেসব বিষয় যা নিয়ে তারা মতবিরোধ করছিল। হক নিয়ে যে মতবিরোধ হচ্ছে সেক্ষেত্রে তোমার অনুমতিক্রমে তুমি আমাদের সত্য ন্যায়ের পথ প্রদর্শন কর। তুমি তো অবশ্যই সীরাত মুসতাকীমে অবস্থিত।[১৮৬]

সিজদায়ে তিলাওয়াতে পড়ার দুআ

عن عائشة (رض) قالت كان النبى (ص) يقول فى سجود القران بالليل سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته.

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল (স.) রাতের বেলায় কুরআন তিলাওয়াতের সিজদায় বলতেন, سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته - আমার চেহারা সেই সত্তার জন্য জিসদাবনত হয়েছে যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, তাতে কর্ণ ও চক্ষু দিয়েছেন, তারই দেয়া শক্তি ও ক্ষমতায়।[১৮৭]

১৮৬. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ১৭৯।
১৮৭. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ১৮০।

Dhaka University Institutional Repository

عن عائشة (رض) قالت كنت نائمة إلى جنب رسول الله (صـ) ففقدته من الليل فلمسته فوقع يدى على قدميه وهو ساجد وهو يقول اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত রাসূল (স.)-এর পার্শ্বে ঘুমিয়ে ছিলাম। রাতে আমি তাকে পাচ্ছিলাম না। আমি হাতড়িয়ে তালাশ করতে লাগলাম। আমার হাত তার পায়ের তলায় লাগল। তিনি তখন সিজদারত অবস্থায় বলছিলেন,

اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك لا احصى ثناء عليك انت اثنيت على نفسك ـ

(হে আল্লাহ!) আমি তোমার ক্রোধ থেকে তোমার সন্তুষ্টির উসীলায় পানাহ চাই। তোমার হেফাযতের মাধ্যমে তোমার শাস্তি থেকে। তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে পারছি না, যেমন তুমি নিজে তোমার প্রশংসা করেছ।[১৮৮]

শবে কদরের দুআ

عن عائشة (رض) قالت قلت يا رسول الله (صـ) ارأيت إن علمت اى ليلة ليلة القدر ما اقول فيها؟ قال قولى اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন রাতটি লাইলাতুল কদর তা যদি আমি জানতে পারি তাহলে সে রাতে আমি কী দুআ পড়ব? তিনি বললেন, এই দুআ পড়বে, اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى - হে আল্লাহ তুমি তো খুবই ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতেই ভালবাস। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও।[১৮৯]

যালিমের বিরুদ্ধে বদ দুআ করা

عن عائشة (رض) قالت قال رسول الله (صـ) من دعا على من ظلمه فقد انتصر ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি যালিমের বিরুদ্ধে বদ দুআ করল সে তার প্রতিশোধ নিয়ে নিল।[১৯০]

---

১৮৮. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ১৮৭।
১৮৯. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ১৯১।
১৯০. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ১৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

কবর আযাব ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

عن عائشة (رض) قالت كان رسول الله (ص) يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم انى اعوذبك من فتنة النار وعذاب النار وعذاب القبر وفتنة القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر المسيح الدجال اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد وانق قلبى من الخطايا كما انقيت الثوب الابيض من الدنس وباعد بينى وبين خطايای كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم انى اعوذبك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স.) এই বাক্যগুলো দ্বারা দুআ করতেন–

اللهم انى اعوذبك من فتنة النار وعذاب النار وعذاب القبر وفتنة القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر المسيح الدجال اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد وانق قلبى من الخطايا كما انقيت الثوب الابيض من الدنس وباعد بينى وبين خطايای كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم انى اعوذبك من الكسل والحرم والمأثم والمغرم ـ

হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই জাহান্নামের ফিতনা ও জাহান্নামের আযাব থেকে, কবর আযাব ও কবরের ফিতনা থেকে, প্রাচুর্যের ফিতনা ও অভাবের ফিতনার অনিষ্ট থেকে, মসীহে দাজ্জালের ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ! আপনি আমার পাপসমূহকে বরফ ও শিশিরের পানি দ্বারা বিধৌত করুন এবং সাদা কাপড়কে যেমন ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয় তেমনি আপনি আমার হৃদয়কে পাপরাশির ময়লা থেকে নির্মল করুন। আমার ও আমার পাপসমূহের মাঝে তেমনি দূরত্ব সৃষ্টি করুন যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করে রেখেছেন পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই অলসতা, গুনাহ ও ঋণ থেকে।[১৯১]

১৯১. জামি'আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

অন্তিম সময়ে হযরত রাসূল (স.)-এর দুআ

عن عائشة (رض) قالت سمعت رسول الله (صـ) يقول عند وفاته اللهم اغفرلى وارحمنى والحقنى بالرفيق الاعلى -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওফাতের পূর্বে আমি হযরত রাসূল (স.)-কে এই দুআটি পড়তে শোনেছি- اللهم اغفرلى وارحمنى والحقنى بالرفيق الاعلى হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। আমার প্রতি দয়া করুন এবং আমাকে সুমহান বন্ধুর সাথে মিলিত করুন।[১৯২]

খাদ্য সম্পর্কিত

এ পৃথিবীতে মহান আল্লাহ খাবারের অনেক কিছুই সৃষ্টি করেছেন। তবে তার মধ্যে কোন কোনটি হালাল আবার কোন কোনটি হারাম। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে খাদ্য সম্পর্কিত হালাল হারামের বিশদ আলোচনা এসেছে। নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম। আবার হালাল খাদ্য খাওয়ারও কিছু নিয়ম-নীতি সুন্নাত তরীকা রয়েছে, আদব-শিষ্টাচার রয়েছে। খাবার শুরু করা এবং শেষ করার সময়ে রয়েছে মাসনুন দুআ। এসব মিলিয়েই হাদীসগ্রন্থসমূহে রচিত হয়েছে কিতাবুল আতইমা বা খাদ্য অধ্যায়। এ সম্পর্কিত হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত কিছু হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো।

খেজুর একটি ভাল খাদ্য

عن عائشة (رض) عن النبى (صـ) قال بيت لا تمر فيه جياع اهله -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত নবী করীম (স.) বলেছেন, যে ঘরে খেজুর নেই সে ঘরের বাসিন্দারা ক্ষুধার্ত।[১৯৩]

রাসূল (স.) হালুয়া ও মধু পছন্দ করতেন

عن عائشة (رض) قالت كان النبى (صـ) يحب الحلواء والعسل -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (স.) হালুয়া[১৯৪] ও মধু পছন্দ করতেন।[১৯৫]

---

১৯২. প্রাগুক্ত।

১৯৩. আবর ও যেসব অঞ্চলের লোকদের প্রধান খাবার খেজুর তাদের বিবেচনায় কথাটি বলা হয়েছে। সেসব অঞ্চলের কারো ঘরে যদি খেজুর না থাকে তাহলে তো ঘরের লোকেরা ক্ষুধার্ত থাকতে হবে।
জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ৩।

১৯৪. الحلواء - শব্দের অর্থ যে কোন মিষ্টিদ্রব্য অথবা বিশেষ এক প্রকার মিষ্টান্ন হালুয়া উভয়টিই হতে পারে।

১৯৫. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

সিরকা

عن عائشة (رض) أن رسول الله (ص) قال نعم الادام الخل ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, সিরকা কতই না ভাল সালন।[১৯৬]

তাজা খেজুরের সাথে খরবুজা খাওয়া

عن عائشة (رض) أن النبى (ص) كان يأكل البطيخ بالرطب

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত নবী করীম (স.) তাজা খেজুর খরবুজা (তরমুজেরই একটি প্রজাতি) খেতেন।[১৯৭]

আহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা

عن عائشة (رض) قالت قال رسول الله (ص) اذا اكل احدكم طعاما فليقل بسم الله فان نسى فى اوله فليقل بسم الله فى اوله واخره ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন আহার করবে তখন সে যেন বিসমিল্লাহ বলে। আর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে (স্মরণ হওয়া মাত্র) বলবে বিসমিল্লাহি ফী আউয়ালিহী ওয়া আখিরিহী।[১৯৮]

عن عائشة (رض) قالت كان النبى (ص) يأكل طعاما فى ستة من اصحابه فجاء اعرابى فاكله بلقمتين فقال رسول الله (ص) اما انه لو سمى كفاكم ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত তাঁর ছয়জন সাহাবী নিয়ে আহার করছিলেন। এ সময় একজন বেদুঈন এল এবং সে দুই লোকমায় তা খেয়ে ফেলল। এ প্রেক্ষিতে হযরত রাসূল (স.) বললেন, লোকটি যদি বিসমিল্লাহ বলত তাহলে এ খাবার তোমাদের সবার জন্যই যথেষ্ট হত।[১৯৯]

---

১৯৬. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ৬।
১৯৭. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ৬।
১৯৮. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ৭।
১৯৯. প্রাগুক্ত।

পানীয় প্রসঙ্গ

পানীয়ের মধ্যে হালাল হারাম উভয় প্রকার রয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে হালাল-হারাম পানীয়ের বিশদ বিধান আলোচিত হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে কোন পানীয়কে হালাল আবার কোন কোনটিকে হারামও সাব্যস্ত করা হয়েছে। আবার হালাল পানীয় পান করার সুন্নাত তরীকা ও আদব রয়েছে। হাদীসে রয়েছে পানীয় পান করার বিভিন্ন দুআ। হাদীসগ্রন্থগুলোর কিতাবুল আশরিবা - পানীয় অধ্যায়ের প্রচুর হাদীস জুড়ে আলোচিত হয়েছে এসব নানা প্রসঙ্গ। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে এ সম্পর্কে কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

নেশা জাতীয় পানীয় -এর বিধান

عن عائشة (رض) أن النبى (ص) سئل عن البتع فقال كل شراب اسكر فهو حرام -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত নবী করীম (স.)-কে মধু দ্বারা প্রস্তুত মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, নেশা সৃষ্টিকারী সকল পানীয়ই হারাম।[২০০]

عن عائشة (رض) قالت قال رسول الله (ص) كل مسكر حرام ما اسكر الفرق منه ملأ الكف منه حرام -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল (স.) বলেছেন, নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক বস্তুই হারাম। যে বস্তুর মটকা পরিমাণ (পান করলে) নেশাগ্রস্ত করে তার হাতের তালু পরিমাণও হারাম।[২০১]

মশকে নবীয তৈরি করা

عن عائشة (رض) قالت كنا ننبذ لرسول الله (ص) فى سقاء يوكأ فى اعلاه له عزلاء ننبذه غدوه ويشربه عشاء وننبذه عشاء ويشربه غدوة -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হযরত রাসূল (স.)-এর জন্য মশকে নবীয[২০২] তৈরি করতাম। এর উপরের দিকটি ফিতা দিয়ে বেধে দেয়া হত। এর একটি ছিদ্র ছিল, সকালে নবীয তৈরি করলে তিনি বিকালে তা পান করতেন, আর বিকালে করলে তিনি তা ভোরে পান করতেন।[২০৩]

২০০. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ৮।
২০১. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ৮।
২০২. খেজুর কিশমিশ ইত্যাদি পানিতে ভিজিয়ে রাখলে পানিতে মিষ্টান্নতা আসে সে পানিকে নবীয বলে।
২০৩. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

ঠাণ্ডা মিষ্টি শরবত রাসূল (স.)-এর অধিক প্রিয় ছিল

عن عائشة (رض) قالت كان احب الشراب إلى رسول الله (صـ) الحلو البارد ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল (স.)-এর নিকট অধিক প্রিয় ছিল ঠাণ্ডা মিষ্টি শরবত।[২০৪]

পোষাক-পরিচ্ছদ

পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে ইসলামের মূলনীতি পবিত্র কুরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে– "আর তাকওয়ার পরিচ্ছদ সেটাই উত্তম"। এর বেশি কিছু পোষাক সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আলোচনা নেই। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় এমন পোষাকই একজন মুমিনের পরিধান করা উচিত যা তাকওয়ার অনুকূল। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর হাদীস পর্যালোচনা করলে বুঝে আসে যে, পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে কোন সংকীর্ণতা বা সীমাবদ্ধতা ইসলামে নেই। তবে হ্যাঁ অমুসলিমদের সাদৃশ্যতা বা পুরুষ নারীর সাদৃশ্যতা এবং নারীর পুরুষের সাদৃশ্যতা যেন কোনভাবেই না হয় সে কথা সর্বাবস্থায়ই খেয়াল রাখতে হবে। তবে হযরত মুহাম্মদ (স.) যে সকল পোষাক পরিধান করেছেন পুরুষের জন্য তা পরিধান করা সুন্নাত– তাতে সন্দেহ নেই। হাদীসে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পোষাকের আলোচনা পাওয়া যায়। হাদীসের সকল কিতাবেই এ সম্পর্কিত হাদীস নিয়ে পৃথক অধ্যায় রচিত হয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকেও এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

কাপড়ে তালি লাগানো

عن عائشة (رض) قالت قال لى رسول الله (صـ) ان كنت اردت اللحوق بى فليكفك من الدنيا كزاد الراكب واياك ومجالسة الاغنياء ولا تستخلقى ثوبا حتى ترفعيه ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল (স.) আমাকে বলেছেন, তুমি যদি আমার সঙ্গে মিলিত হতে চাও তবে পৃথিবীতে তোমার জন্য একজন মুসাফিরের পাথেয় পরিমাণ আসবাবই যেন যথেষ্ট হয়। আর তুমি ধনীদের সঙ্গে উঠাবসা থেকে বেঁচে থাকবে। কাপড়ে যতক্ষণ তালি না লাগাও ততক্ষণ তা পুরাতন হয়েছে বলে মনে করবে না (তা পরিধান করা ত্যাগ করবে না)[২০৫]

২০৪. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ১১।
২০৫. জামি' আত-তিরমিযী, ১ম খন্ড, পৃ. ৩০৭।

Dhaka University Institutional Repository

এক চপ্পলে হাটা

عن عائشة (رض) قالت ربما مشى النبى (ص) فى نعل واحدة - (ترمذى - ابواب اللباس - باب ما جاء فى الرخصه فى المشى فى النعل الواحده -

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) কখনো কখনো এক জুতা পরে হেটেছেন। [২০৬]

চিকিৎসা প্রসঙ্গ

চিকিৎসা মানব জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে হযরত মুহাম্মদ (স.) হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায়। উম্মতের কল্যাণের দিক বিবেচনা করে তিনি এ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যা পরবর্তীকালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় নবদিগন্ত উন্মোচন করেছে। রোগীর সেবা শুশ্রুষা সম্পর্কে হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। সুস্থ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে এ সম্পর্কিত হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর হাদীসগুলো মেনে চললে আমরা বহু উপকৃত হব সন্দেহ নেই। হযরত আয়েশা (রাঃ)ও এ সম্পর্কে কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

রোগীর খাদ্য

عن عائشة (رض) قالت كان رسول الله (ص) اذا اخذ اهله الوعك امر بالحساء فصنع ثم امرهم فحسوا منه وكان يقول انه ليرتو فواد الحزين ويسروا عن فواد السقيم كما تسروا احدا كن الوسخ بالماء عن وجهها - (ترمذى - ابواب الطب - باب ما جاء ما يطعم المريض - ج : ٢، ص :

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল (স.)-এর পরিবারের কারো জ্বর হলে তিনি হিসা (ময়দা, ঘি, তেল ও পানি সহযোগে প্রস্তুত এক প্রকার তরল খাদ্য) বানাতে নির্দেশ দিতেন। অনন্তর তা প্রস্তুত করা হলে তিনি তা থেকে কিছু কিছু করে রোগীকে পান করাতে পরিবারের অন্যান্যদের নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন, এটি বিষণ্ন মনকে দৃঢ় করে। অসুস্থ ব্যক্তির হৃদয় থেকে কষ্ট দূর করে। যেমন তোমাদের কেউ পানি দিয়ে তার চেহারা থেকে ময়লা দূর করে। [২০৭]

২০৬. জামি' আত-তিরমিযী, ১ম খন্ড, পৃ. ৩০৭।
২০৭. জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

পানি দিয়ে জ্বর ঠাণ্ডা করা

عن عائشة (رض) أن رسول الله (ص) قال إن الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত রাসূল (স.) বলেছেন, জ্বর হচ্ছে জাহান্নামের হলকা। সুতরাং পানি দিয়ে তা শীতল কর।[২০৮]

রোগ ব্যাধি ও বিপদাপদ দ্বারা গোনাহ্ মাফ হয়

عن عائشة (رض) زوج النبى (ص) قالت قال رسول الله (ص) ما من مصيبة تصيب المسلم الا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল (স.) বলেছেন, কোন মুসলমানের উপর যে সকল বিপদাপদ আপতিত হয় এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তার পাপ মোচন করেন। এমনকি তার শরীরে যে কাটা বিদ্ধ হয় তার দ্বারাও।[২০৯]

বদনজরের জন্য ঝাড়ফুঁক করা

عن عائشة (رض) قالت امرنى رسول الله (ص) او امر ان يسترقى من العين ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (স.) বদনজরের জন্য ঝাড়ফুঁক গ্রহণের আদেশ করেছেন।[২১০]

নবীর ঝাড়ফুঁক

عن عائشة (رض) أن النبى (ص) كان يعوذ بعض اهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب الباس اشفه انت الشافى لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ـ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স.) তার কোন স্ত্রীকে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে ফুঁ দিতেন। ডান হাত বুলিয়ে দিতে দিতে এই দুআ পড়তেন–

اللهم رب الناس اذهب الباس اشفه انت الشافى لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما

হে আল্লাহ মানুষের প্রতিপালক! কষ্ট দূর কর, শিফা দান কর, তুমিই শিফাদানকারী। তোমার শিফা ভিন্ন অন্য কোন শিফা নেই। এমন শিফা দাও যাতে কোন রোগই আর থাকে না।[২১১]

---

২০৮. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খন্ড, পৃঃ ৮৫২; জামি' আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭।
২০৯. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৮৪৩।
২১০. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৮৫৪।
২১১. সহীহ আল- বুখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৮৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

"হাদীস বর্ণনায় আয়েশা (রাঃ)-এর অবদান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ভূমিকাসহ পাঁচটি অধ্যায়ের মধ্যে আলোচনা সম্পন্ন করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) সমগ্র জগতবাসীর জন্য এক অনুপম আদর্শ। মূলত ঃ মহান আল্লাহ তাঁকে সকল মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। তিনি আল্লাহর কালামের বাস্তব ব্যাখ্যা। তাঁর মুখনিসৃত বাণী তথা হাদীস এটাই প্রমাণ করে। হাদীস ব্যতিত ইসলামের সঠিক রূপ রেখা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা সুদূর পরাহত। তাই ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় হাদীস এক অমূল্য ও অপরিহার্য সম্পদ।

আর হাদীসের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে রাসূল (স.)-এর জীবন সঙ্গী হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মাধ্যমে। রাসূল (স.) থেকে আমাদের পর্যন্ত হাদীস পৌছার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে সাহাবীগণ। তারা জীবনের সকল প্রকার ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে রাসূল (স.)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন। সাহাবীগণের মাঝে অনেকে হাদীসের খেদমত ও সম্প্রসারণে জীবন উৎসর্গ করেছেন। সেই ক্ষেত্রে পুরুষ সাহাবীদের পাশাপাশি মহিলা সাহাবীদের অবদান ও কোন অংশে কম নয়। বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী সাতজন। এর মাঝে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) কে শ্রদ্ধাভরে স্বরণ করতে হয়। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা দু'হাজার দু'শ দশটি। উম্মুল মুমিনীনদের মাঝে তিনিই সবচেয়ে অধিককাল রাসূল (সঃ)-এর সাহচর্য লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। প্রখর স্মৃতিশক্তি, তীক্ষ্ণ মেধা ও রাসূল (সঃ)-এর ভালবাসা সব কিছু মিলেয়ে তিনি ছিলেন অপারাপর স্ত্রীদের চেয়ে ব্যতিক্রম। তাঁরই হুজরার পাশে মসজিদে নববীর হাদীস শিক্ষা কার্যক্রম ও মহিলাদের জন্য নিয়মিত শিক্ষা বৈঠকে উপস্থিতি, বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ, বিভিন্ন প্রশ্নের জিজ্ঞাসা, অন্যের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ, সর্বোপরি রাসূল (সঃ)-এর জীবনের সার্বিক কর্মকান্ড থেকে তিনি শিক্ষা লাভে ধন্য হন। তাঁর কর্মময় জীবন ও রাসূল (সঃ)-এর সাথে অবস্থান ইসলামী আদর্শের এক বাস্তব নমূনা।

তিনি তাঁর গৃহে নিয়মিত হাদীসের দরস দিতেন। ইসলামের বিধি-বিধানে যে কোন ধরনের সমস্যার সমাধান তাঁর নিকট পাওয়া যেত বিধায় দুর-দূরান্ত থেকে লোকজন তার নিকট ছুটে আসত। মহিলারাও মহিলা বিষয়ক বিভিন্ন মাসআলা ও খুটিনাটি বিষয় তাঁর থেকে জেনে নিতেন।

তাঁর ছাত্রের সংখ্যা ছিল দু'শতাধিক। এ বিশাল সংখ্যক ছাত্রের মাধ্যমে তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলো বিভিন্ন লোকজনের নিকট পৌছে যায়। নারী সংক্রান্ত প্রায় হাদীস তার থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা সংস্কৃতি চিকিৎসা, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে তার থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। পাশাপাশি তাফসীর, ফিকাহ, সাহিত্য, কাব্য, চিকিৎসা, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গৌরবোজ্জল অবদানের স্বাক্ষর রেখেছেন। মুসলিম উম্মাহ বিশেষ করে নারী জাতির জন্য তার এ অনবদ্য অবদানকে চিরদিন শ্রদ্ধাভরে মনে রাখবে।

পরিশেষে বলা যায় হাদীস বর্ণনায় আয়েশা (রাঃ)-এর অবদান নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মাহের জন্য এক অনুকরণীয় মাইলফলক ও আশির্বাদ। অধুনা যুগের মুসলিম রমনীদের মাঝে ধর্মীয় চেতনা বোধের ক্ষেত্রে এক রেনেসাঁর সৃষ্টি করবে এবং হাদীস শিক্ষা ও বাস্তবায়নের নব অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগাবে বলে আমার বিশ্বাস। (আমীন)

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আল-আক্কাদ, আব্বাস মাহমুদ ঃ আস-সিদ্দীকা বিনতিস সিদ্দীক, কায়রো ঃ নাহদা মিসর, ১৯৯৬ ইং।

আবূ দাউদ, আস-সিজিস্তানী ঃ আর-রিসালা, মিসরী চাপা, তা. বি।

আল-আসকালানী, শিহাবুদ্দীন ইবন হাজার ঃ আল ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা, বৈরূত ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তা. বি।

আল-আয়নী আবূ মুহাম্মদ বদরুদ্দীন ঃ উমদাতুল কারী, দিল্লী ঃ মাকতাবায়ে রাশিদীয়া, তা. বি।

ইবন আবদুল বার, আবূ উমর ঃ আল-ইস্তি'য়াব ফী মা'আরিফাতিল আসহাব, কায়রো ঃ দারুন নাহদাতিল মিসবিয়া, তা. বি।

ইবনলু আসীর, আলী ইবন মুহাম্মদ ঃ উসুদুল গাবা ফী মা'আরিফাতিস সাহাবা, বৈরূত ঃ দারুল ইয়াহইয়া আত-তুরাসিল আরাবী, তাবি।

ইবন কাসীর ইমাদুদ্দীন ঃ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া বৈরূত ঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফা, ৬ষ্ঠ সং, ১৯৮৫ ইং।

ইবন খাল্লিকান, আহমদ ইবন মুহাম্মদ ঃ ওয়াফিয়াতুল আইয়ান ফী আনবায়িয যামান, বৈরূত ঃ দারুস সাকাফা, ১৯৬৮ ইং।

ইবন সা'দ, মুহাম্মদ ঃ আত-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরূত ঃ দারুল ফিকর, তা. বি।

ইবন যাবালা, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ঃ মুনতাখাব মিন কিতাবি আযওয়াজিন নবী, তাহকীক ঃ ড. আকরম মিয়া আল-উমরী, মদীনা ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০১/১৯৮১।

ইবন হাযম, আলী ইবন আহমাদ ঃ আসমাউস সাহাবা আর-রুয়াত বৈরূত ঃ দারুল কুতবিল ইলমিয়্যা, ১ম সং, ১৪১২/১৯৯২।

ইবন হিশাম, আবূ মুহাম্মদ আব্দুল মালিক ঃ সীরাতুন নববীয়্যা, বৈরূত ঃ দারুল ফিকর, তা. বি।

কানদাহলভী, ইউসুফ ঃ হায়াতুস সাহাবা ,বৈরূত ঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া, তা. বি।

আল-কুশায়রী, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ঃ আস-সহীহ করাচী ঃ দারুল ইশা'য়াত তা. বি।

জাওহারী, ইসমাঈল ইবন হাম্মাদ ঃ আস-সিহাহ, কায়রো ঃ দারুল কুতুবিল আরাবী, ১৯৫৬ ইং।

তাহাভী, আবূ জা'ফর ইমাম ঃ শারহু মা'আনিল আসার, কায়রো ঃ দারুল কুতুবিল আরাবি, তা. বি।

আত-তিবরিযী, ওয়ালী উদ্দিন ঃ মিশকাতুল মাসাবীহ, তাহক্কীক, নাসির উদ্দীন আলবানী, বৈরূত ঃ আল-মাকতাবুল, ইসলামী, ১৪০৫/১৯৮৫।

আত-তিরমিযী, আবূ ঈসা ইমাম ঃ আল-জামি, দিল্লী ঃ আসাহহুল মাতাবি, তা. বি।

Dhaka University Institutional Repository

দারিমী, ইমাম ঃ আস-সুনান, বৈরূত ঃ দারু ইহয়ায়িস সুন্নাতিন নববীয়া, তাবি.।

দেহলভী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ ঃ আল ইনসাফ ফী বায়নিল আসহাবিল ইখতিলাফ, সম্পা. আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ, বৈরূত ঃ দারুন নাকাইয, ১৯৩৭ / ১৯৭৭।

দেহলভী, শায়খ আব্দুল হক ঃ মুকাদ্দমা,কানপুর ঃ মাতবাউল মাজিদী, তা. বি।

নববী, ইয়াহইয়া ইবন শারফুদ্দীন ঃ সহীহ মুসলিম বি শরহি আন নববী, বৈরূত ঃ দারুল ফিকর, তা. বি।

নদভী, সাইয়্যিদ সুলায়মান ঃ সীরাতে আয়িশা, লাহোর ঃ মাকতাবা মাদীনীয়া, তা. বি।

নদভী, সাইয়িদ সুলায়মান ঃ সীরাতুন্নবী, আযমগড় ঃ মাতবা'আতুল মা'আরিফ, ১৯৫১ ইং।

নিশাপুরী, মুহাম্মদ আল-হাকিম ঃ আল-মুস্তাদরাক, হায়দ্রাবাদ ঃ ছাপা, ১৩৩৪ হি.।

আল-বালাযুরী, আবুল হাসান ঃ ফুতহুল বুলদান, বৈরূত ঃ দারু ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল, ১৯৮৮ ইং।

বায়যাভী, নাসির উদ্দীন ঃ আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তা'বীল, দেওবন্দ ঃ কুতুব খানা রহীমিয়া, তা. বি।

বায়হাকী, ইমাম ঃ সুনানুল কুবরা, দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ, তা. বি।

বিন্নৌরী, ইউসুফ ঃ মা'আরিফুস সুনান, করাচী ঃ মাকতাবা বিন্নৌরীয়া, ১ম সং, ১৪৮৩/১৯৬৪।

আল-বুখারী, মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ঃ আস-সহীহ, মীরাট ঃ হাশেমী প্রেস, ১৩২৮ হি.

ঃ দিল্লী ঃ মাকতাবায়ে রাশিদীয়া, তাবি।

আল-বুস্তানী, বতরূস ঃ দাইরাতুল মা'আরিফ, বৈরূত ঃ দারুল ফিকর, ৬ষ্ঠ সং, ১২৯৯/১৮৮২।

বুতানী, আহমাদ ইবন হাজার ঃ আল-ইসলাম ওয়ার রাসূল, কাতার ঃ মাকতাবাতুল সাকাফা, ৩য় সং, ১৩৯৮ হি.।

মজদুদ্দীন, মোল্লা ঃ সীরাতে মুস্তফা, দিল্লী ঃ রশীদিয়া কুতুবখানা, ১৯৫৭ ইং।

মালিক, ইবন আনাস ইমাম ঃ আল-মুয়াত্তা, করাচী ঃ মাকতাবা ফারূকিয়া, তা. বি।

ঃ দেওবন্দ ঃ আশরাফী বুক ডিপো, তা. বি।

মুস্তফা ইবন আব্দুল্লাহ ঃ কাশফুয যুনুন, তাহকীক, মু ঃ শরফুদ্দীন, ইস্তাম্বুল ঃ তা'আ আল-বাহিয়্যা ১৩৬০/১৯৪১।

মুহাম্মদ, আবূ আবদুল্লাহ ঃ আল-মুয়াত্তা, আনু. মুহাম্মদ মূসা, ঢাকা ঃ ই.ফা. বা. ১৪০৮/১৯৯৮।

আল-মুযী, জামাল উদ্দীন ঃ তাযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, লবূত ঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালা, ১ম সং, ১৯৯৮ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

আয-যামাখশারী, মুহাম্মদ ইবন উমর ঃ আল-কাশশাফ আন হাকাইকিত তানযী ওয়া'উয়ূনিল আকাবীল, বৈরূত ঃ দারুর ফি ফিকর, তা. বি।

যায়দান, আব্দুল করীম ঃ আল-মাদখাল লি দিরাসাতিশ মরী'আ আল-ইসলামিয়া, লবূত ঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালা, ১৪ শ সং, ১৪১৭/১৯৯৬।

আয-যাহাবী, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ঃ সিয়ারু আ'লামিন নবুলা, বৈরূত ঃ মুআসসাসাতুর রিসালা, ১ম সং, ১৪০২/১৯৪২।

আয-যাহাবী, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ঃ তাযকিরাতুর হুফফায, বৈরূত ঃ দারুল ফিকর, তা. বি।

রাব্বিহি, ইবন আব্দি ঃ আল-ইকদুল ফরীদ, কায়রো ঃ লাজনাতুত তা'লিফ ওয়াত তরজমা, ১৯৮৬ ইং।

আশ-শাওকী, আহমদ ঃ আশ-শাওকিয়াত, কায়রো ঃ দারু ইউসুফ, ১৯৮৭ ইং।

আশ-শাওকানী, মুহাম্মদ ইবন আলী ঃ নায়লুল আওতার, করাচী ঃ ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়া, তাবি।

শাফিঈ, মুহাম্মদ ইবন ইদ্রিস আল-ইমাম ঃ কিতাবুল উম্ম, বৈরূত ঃ দারুল মা'আরিফা, ১৯৭৩ ইং।

আস-সান'আনী, মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ঃ সুবুলুস সালাম শরহু বুলুগিল মারাম, কায়রো ঃ মুস্তফা আল-বাবিল হালাবী, ৪র্থ সং, ১৩৭৯/১৯৬৫।

সিজিস্তানী, আবূ দাউদ ঃ আস সুনান, দিল্লী ঃ আসহাহুল মাতাবি, তা. বি।

সুয়ূতী, জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ঃ তাদরীবুর রাবী শরহু তাকরীবুন নাওয়াভী, তাহকীক, আব্দুল ওয়াহহাব আব্দুল লতিফ, মদীনা ঃ আল-মাকতাবুল ইসলামিয়্যা, ১৩৭৯/১৯৫৯।

আল-হাকিম ঃ আল-মুসতাদরাক, বৈরূত ঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, তা. বি।

আব্দুল মা'বুদ, মুহাম্মদ ঃ আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ইসলামি সেন্টা, ১ম প্রকাশ ১৪২০/১৯৯৯।

আব্দুল্লাহ, আবূ সাঈদ মোহাম্মদ, ঃ ফিকহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, ৩য় সং, ঢাকা ঃ ই. ফা. বা. ১৪০৯/১৯৮৮।

ইহসান আমীমুল ঃ হাদীস সংকলনের ইতিহাস, অনু. মাওঃ রশীদ মোঃ ইউসুফ, ঢাকা ঃ ইসলামী একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হি.।

উমরী, সাইয়েদ জালালুদ্দীন ঃ ইসলামী সমাজে নারী ,অনু. মোঃ মোজাম্মেল হক, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ১৪১২/১৯৯১।

ওবায়দী, ইসহাক ঃ যুগে যুগে নারী, ঢাকা ঃ শান্তিধরা প্রকাশনী, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৯৭ ইং।

খাওলী, আলবাহী ঃ নারী ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে ,অনু. মোঃ নুরুল হুদা, ঢাকা ঃ সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ,১৯৯৮ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

খাঁ, মাওলানা মোঃ আকরাম ঃ মোস্তফা চরিত, ঢাকা ঃ ঝিনুক পুস্তিকা, ৪র্থ সং, ১৯৩৫/১৯৭৫।

ফতেহপুরী, নিয়ায ঃ মহিলা সাহাবী, অনু. গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, ঢাকা ঃ আল-ফালাহ পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯ ইং।

শফিকুল ইসলাম, ড. মুহাম্মদ ঃ হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান, ঢাকা ঃ ই. ফা. বা, ১৪১১/২০০৫।

নূরুর রাহমান, মাও ঃ ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ), ঢাকা ঃ প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৭।

মনসুর, আহমদ ঃ বহু বিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা), ঢাকা ঃ তাসনিম পাবলিকেশন্স ১৯৯৫ ইং।

রশদী, আব্দুল মজীদ ঃ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা), ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭ ইং।

শফী, মুফতী মুহাম্মদ ঃ তাফসীরু মা'আরিফিল কুরআন, অনু. মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা ঃ ই. ফা. বা, ২য় সং, ১৯৯১ ইং।

শফিকুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ ঃ ইমাম তাহাভী জীবন ও কর্ম, ঢাকা ঃ ই. ফা. বা., ১ম প্রকাশ, ১৪১৮/১৯৯৮।

আস-সুবায়ী ড. মুসতাফা হুসনী ঃ ইসলামী শরীয়্যাহ ও সুন্নাহ, অনু. এ. এম. এম সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা ঃ ই.ফা.বা. ১৪০৯/১৯৮৯।

হাশেমী তালিবুল ঃ মহিলা সাহাবী, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৪১০/১৯৯০।

হায়কাল, মুঃ হোসাইন ঃ মহানবীর জীবন চরিত অনু. আব্দুল আউয়াল, ঢাকা ঃ ই. ফা. বা, ১৯৯৮ ইং।

হোছাইন, তফাজ্জল শায়খুল হাদীস মওঃ ঃ হযরত মুহাম্মদ (স.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন সম্পা ঃ ড. এ. এইচ. এম মুজতবা হোসাইন, ইসলামিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ,১৪১৯/১৯৯৮।

***